বৃত্তি পরিহার

কথাগ্রন্থ।

শ্রীপ্রসাদ দাস গোস্বামী কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

৩৪ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট

ইডন্ প্রেশে

শ্রীগোপালচন্দ্র [illegible] দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮০৩।

মূল্য ৫০ আনা মাত্র।

বৃত্তি পরিহার।

কথাগ্রন্থ।

শ্রীপ্রসাদ দাস গোস্বামী কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

৭৪ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট

ইডন্ প্রেশে

শ্রীগোপালচন্দ্র ইন্দ্র দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮০৩।

ভূমিকা।

একটা ভূমিকা লিখিতে হইল। ১১১ পৃষ্ঠা কথা—গ্রন্থের একটা ভূমিকা নহিলে চলিল না। “বৃত্তিপরিহারের” প্রথমেই এক “প্রথম খণ্ড” লিখিয়া ঝক্‌মারি করিয়া রাখিয়াছি। প্রথম খণ্ড বলিলেই অন্ততঃ দ্বিতীয় খণ্ড থাকা উচিত। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড কোথায়? সুতরাং একটা কৈফিয়ৎ চাই। প্রায় চারি বৎসর হইল “বৃত্তি পরিহার” প্রেসে গিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থখানি এমনই সুলক্ষণাক্রান্ত যে সাত ফর্ম্মা ছাপা হইতে না হইতেই, প্রেসটি উঠিয়া গেল। পাণ্ডুলিপি ও ছাপান ফর্ম্মা গুলি সমস্তই প্রেসে ছিল, অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম না। নিশ্চিন্ত হইলাম। দ্বিতীয় খণ্ড তখনও সমস্ত লেখা হয় নাই, আর লেখা হইল না। ঘটনা ক্রমে এতকাল পরে সে গুলি সমস্ত ফিরিয়া পাইলাম। তখন অবশিষ্টাংশ ছাপাইয়া গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণ করিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিব কিনা অদ্যাপি স্থির করিতে পারিলাম না। সুতরাং প্রথম খণ্ডের শেষাংশ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া এরূপ করিয়া রাখিলাম যে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত না হইলেও প্রথম খণ্ডকেই সম্পূর্ণ গ্রন্থ বলিলে হানি হইবে না।

শ্রীরামপুর।
২৬এ মাঘ ১৮০৩ } গ্রন্থকার।

বৃত্তি পরিহার।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১৫৯৬৫

"অন্তর্দধে ভূতপতিঃ—"

নবদ্বীপের পরপারে, যেখানে জলাঙ্গী নদীর সহিত ভাগীরথীর সাক্ষাৎ হইতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরেই একটি ক্ষুদ্র বন দৃষ্ট হয়। অনূ্যন ২৫ বৎসর পূর্ব্বে তথায় এক যোগী থাকিতেন। নিকটস্থ গ্রামবাসীগণ অনেকেই তাঁহাকে জানিত না।

গ্রীষ্মকালে, এক দিন বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়, সূর্য্য বৃষরাশি গমনের পূর্ব্বেই যেন দ্বিতীয় বৃষারূঢ় রুদ্রবৎ তেজ ধারণ করতঃ পৃথিবী দাহন করিতেছেন, পক্ষীগণ নিঃশব্দে তরু-কোটরে থাকিয়া ইতস্ততঃ চঞ্চল চঞ্চু চালনা করিতেছে, আরণ্য জীবগণ বিনা শ্রমেই শ্রান্তবৎ, বৃক্ষ-চ্ছায়ায় বিরাম করিতেছে, শুষ্ক পত্র উত্তপ্ত বায়ু চালিত হইয়া মধ্যে মধ্যে মর্ম্মর রব করিতেছে, ফলতঃ বনপ্রদেশ জীব পূর্ণ হইলেও যেন জীব শূন্য অনুভূত হইতেছে। এমত সময়ে তদ্বন প্রদেশে বাহকের অস্ফুট রব শ্রুত ও সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন বাহক, রক্ষক, ও একখানি শিবিকা দৃষ্ট হইল। শিবিকা যোগীর কুটীর সমীপে স্থাপিত হইল। যোগীকে বৃক্ষতলে কষ্ট পাইতে দেখিয়া কোন ধনী তাঁহার জন্য একটি সামান্য কুটীর নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে তাহার জীর্ণ সংস্কারও করাইয়া দিতেন, কিন্তু

বুদ্ধি বা অভ্যাসের দোষে যোগী তাহাতে প্রায়ই বাস করিতেন না, বৃক্ষ-তলই কিছু ভাল লাগিত। তিনি যে বৃক্ষতলে থাকিতেন তাহা কুটীর হইতে প্রায় একশত হস্ত অন্তর।

যান হইতে বহির্গতা একটি স্ত্রীলোক অদ্যও তাঁহাকে তরুতলে উপবিষ্ট দেখিয়া একাকিনী তাঁহার দিগে অগ্রসর হইলেন। স্ত্রীলোকটির বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ বৎসরের অধিক বোধ হয় না; সধবা, পরিচ্ছদ ধনবানের পুর-স্ত্রীর ন্যায় নহে, গৃহস্থের পরিবারের ন্যায়। তিনি যোগীর সমীপগতা ও গললগ্ন বাসে ভূমিষ্ঠা হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তৎপ্রতি নিপতিত-দৃষ্টি তপশ্চারী যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। রমণী মৃদুস্বরে যোগীকে কিছু বলিলেন, এবং তাহার উত্তর প্রাপ্ত হইলে পুনরায় শিবিকা সমীপে সমুপস্থিত হইয়া শিবিকা হইতে অপর একটি অল্প বয়স্কা রূপবতী স্ত্রীলো-ককে সঙ্গে লইয়া গেলেন। যুবতীর বয়ঃক্রম সঙ্গিনীর বয়সের অর্দ্ধেক হইবে।

দুই জনে বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া যোগীকে যথাযোগ্য প্রণাম করিতে-ছেন, এমত সময়ে পরিচারকদ্বয় কতকগুলি ফলমূল যোগীর নিকট রাখিয়া অন্তরে গেল। প্রণামানন্তর বয়োধিকা গলবস্ত্রে করযোড়ে দণ্ডায়মানা রহিলেন, পার্শ্বে অবগুণ্ঠনবতী; ক্ষণপরে যোগী হাত পাতিতে ইঙ্গিত করি-লেন, জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার হস্ত তদ্রূপ করিয়া ধারণ করিলে, যোগী কনিষ্ঠার মুখ প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করতঃ কোন পদার্থ তাঁহার হস্তে দিলেন, কিয়ৎ-কাল পরে দূরস্থিত রক্ষক প্রহরী প্রভৃতি সকলেরই শ্রবণযোগ্য স্বরে বলি-লেন, সত্বরেই বাসনা পূর্ণ হইবে। বয়োধিকার মুখ হর্ষ প্রফুল্ল হইল, কিয়ৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বিদায়ের প্রার্থনা করিলেন, যোগী অনুমতি প্রদান করিলে উভয়ে পুনরায় যথাবিধি প্রণতি পূর্ব্বক যানাভিমুখী হই-লেন এবং শিবিকায় আরূঢ়া হইলে, বাহকগণ শিবিকা উত্তোলন পূর্ব্বক

প্রস্থান করিল। প্রহরী প্রভৃতিও অনুগামী হওয়াতে বনস্থলী পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় নীরব হইল।

এই ঘটনার কিছু পূর্ব্ব হইতে, এবং পরেও যোগীর নিকট লোক জনের সমাগম ক্রমে বিস্তর হইতে লাগিল। এক দিন প্রাতে সমাগত লোক দেখিল, যোগীর কুটীর এবং বৃক্ষতল শূন্য, যোগী অদৃশ্য হইয়াছেন। সেই দিন হইতে আর কেহ তাঁহার সন্ধান বলিতে পারিল না। তাঁহার একটি মাত্র ক্ষমতা লোকে জানিত, তিনি যাহাকে যাহা বলিতেন তাহা নিষ্ফল হইত না, অথচ কাহার ও প্রশ্নের উত্তর দিতে মুহূর্ত্ত মাত্রের জন্যও কাতরতা প্রকাশ করিতেন না।

——oo——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"Their gallies blaze,—"

আষাঢ়ের প্রথম, শুক্লপক্ষ, সন্ধ্যাকালে রাঙ্গা মাটির নীচে জাহ্নবীর প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিতে খানিক করিয়া চাঁদ তুলিতেছে, আবার ফেলিতেছে, জল কূলে আছড়াইয়া পড়িয়া থপ্ থপ্ শব্দ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে সাদা মেঘ আসিয়া চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করায়, তাহার ছায়া জলের উপর ধীরগামী চরের ন্যায় অনুভূত হইতেছে।

ক্রমে দুইখানি বড় বড় তরী গুণ যোগে উজান আসিতেছে দৃষ্ট হইল। নিকটস্থ হইলে কর্ণধারের ইঙ্গিতে বাহকগণ দাঁড়াইল ও গুণ সংযত হইলে নঙ্গর নিক্ষিপ্ত হইল। একখানি বৃহৎ বজরা; সচরাচর যেরূপ বজরা দেখা যায় তদপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর। অপর খানি ভড়; দুইখানিরই পশ্চাতে দুইখানি ডিঙ্গী বদ্ধ ছিল। যখন নৌকা দুই খানি নঙ্গর করে, তখন বজরা

মধ্য হইতে কেহ বলিলেন, "এপার অত্যন্ত ভাঙ্গিতেছে, নৌকা পারে রাখিলে ভাল হইত।" নাবিকগণ পর পারে অত্যন্ত সর্প ভয়ের উল্লেখ করিয়া, ও এপারে তীর হইতে অন্তরে সাবধানে থাকিবে স্বীকার করিয়া তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করিল। যথা সময়ে তরণী-রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইলে, বজরা হইতে দুই তিনটি স্ত্রীলোক, দুই জন নাবিক সমভিব্যাহারে ডিঙ্গিতে উঠিয়া পশ্চাৎস্থিত ভড়ে উঠিল। ভড়ে রন্ধনাদির লক্ষণ সূচিত হইতেছিল। লোক জন কেহ কেহ তীরে নামিল, মুসলমান নাবিকগণ নমাজ পড়িতে আরম্ভ করিল, অপর সকলে স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। যাহারা নামিয়া ছিল অনতিবিলম্বে উভয়ের অন্যতর তরীতে উঠিল।

সম্ভবতঃ দুই দণ্ড কাল অতীত হইয়াছে এমত সময়ে তীরে দুই তিন জন লোকের মৃদুস্বর শ্রুত হইল। তখনও কাহারও আহারাদি হয় নাই; ডিঙ্গির সাহায্যে ভড় ও বজরার মধ্যে লোক যাতায়াত হইতেছে; স্ত্রীলোক কয়েকটি আহারাদি না করিয়া বজরায় আসিবেন না, ভড়েই আছেন। বজরার মধ্যে সম্মুখের বৃহৎ কামরাটি পরিষ্কাররূপ সুসজ্জিত। পার্শ্বে এক খানি অপ্রশস্ত কৌচে ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ বর্ষীয় একজন বিজ্ঞ-লোক পুস্তক হস্তে বসিয়া পাঠ করিতেছেন, দ্বারদেশে কিঞ্চিৎ অন্তরালে একজন প্রতি-হারী। কৌচস্থ ব্যক্তিই তরণী দ্বয়ের অধিকারী, ইহাঁর নাম রাধারমণ রায়। যখন তীরের অস্পষ্ট স্বর তাঁহার কর্ণগোচর হয়, পাঠে মন সংযুক্ত থাকায় প্রথমে তাঁহার বিবেচনা হইয়াছিল কেহ ডিঙ্গিতে উঠিয়া যাতায়াত করি-তেছে, অথবা তীরে নামিয়াছে। দ্বিতীয় বারও ঐরূপ শব্দ শ্রুত হইল; উপর-স্থিত নাবিক প্রভৃতির আন্দোলনে সূচিত হওয়ায় রায় মহাশয়ের মনে সংশয় জন্মিলে, দ্বারস্থ প্রতিহারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ব্যক্তি সত্বরে বাহিরে গেল, কোথাও কিছু দেখিল না। উপর হইতে অপর এক ব্যক্তি "হুকমদার" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং দুইখানি ডিঙ্গিই

ভড়ের নিকট থাকায় একখানিকে লইয়া আসিতে কহিল। প্রতিহারী গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রভুকে কহিল "কোথাও কিছু নাই"।

ইতিমধ্যে ভড়ের দিকে গোলমাল উপস্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের রোদন শব্দ স্পষ্ট শ্রুত হওয়াতে, রাধারমণ বাবু সসব্যস্তে উঠিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; দেখিলেন, ভড় প্রজ্বলিত, অচিরে নিমগ্ন হইবে। দস্যু প্রভৃতির কোন চিহ্ন দেখিলেন না। বিবেচনা করিলেন অগ্নি লাগিয়া এই বিপদ ঘটিয়াছে; উচ্চৈঃস্বরে স্ত্রীলোকদিগকে ডিঙ্গিতে তুলিয়া আনিতে কহিলেন। অধিকতর উচ্চে নাবিক প্রভৃতি সকলে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি করিল। অচিরে জ্যোৎস্নালোকে দৃষ্ট হইল, ডিঙ্গি দুইখানি স্ত্রীলোক সহ আসিতেছে। ডিঙ্গি বজরার পরিবর্ত্তে তীরে সংলগ্ন হওয়াতে সকলেই বিস্মিত হইল।

তৎপূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কামরার মধ্যে গোলমাল অনুভূত হওয়াতে রাধারমণ রায় একাকী প্রবেশ করতঃ জ্যোৎস্নালোকে দুই জন দস্যুকে দেখিলেন। গৃহের দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। প্রত্যুৎপন্নমতি রায় মহাশয় ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত বুঝিলেন; যেখানে তাঁহার রিবলবর ছিল দেখেন তথায় কেহ নাই। গৃহ মধ্যে যতগুলি অস্ত্র ছিল, তন্মধ্যে কেবল রিবলবরের বাক্সটি মাত্র দস্যুদ্বয় কর্ত্তৃক উপেক্ষিত রহিয়াছে; অপর সমস্ত অস্ত্র জলসাৎ করিয়া তাহারা এতক্ষণে ভিতরের কামরায় প্রবেশ করিতেছে। চকিতের ন্যায় এই সকল লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র হস্তগত করিলেন; উপরের লোক সকলকে আহ্বান করাতে ও তাঁহাকে অস্ত্রপাণি দেখিয়া দস্যুগণ তৎপ্রতি আক্রমণের পরিবর্ত্তে লম্ফ প্রদান করিয়া জলে পড়িল; এত শীঘ্র ও পটুতার সহিত তাহারা জলে পড়িয়াছিল, যে সজ্জিত রিবলবর লইয়াও রাধারমণ বাবু কাহারও প্রতি লক্ষ্য করার পূর্ব্বেই তাহারা সন্তরণ আরম্ভ করিয়াছিল। প্রথমে অস্ত্র প্রয়োগে কুণ্ঠিত না হইলে বোধ হয় অন্ততঃ এক জনকে মারিতে পারিতেন।

বাহিরে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। দুইখানি বোম্বেটের নৌকা কোথা হইতে আসিয়া নিমগ্ন প্রায় ভড়ের চারিদিগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, চীৎকার শব্দ সকল দিগেই হইতেছে, স্ত্রীলোক সহ ডিঙ্গি দুইখানি কূলে বদ্ধ, ভড়ের অপর লোক, কেহ পুড়িয়া, কেহ ডুবিয়া মরিতেছে, কেহ বা সন্তরণ করিতেছে।

ভিতরে দস্যু না থাকায় প্রতিহারীকে গৃহ মধ্যে রাখিয়া রায় মহাশয় বাহিরে আসিলেন। বজরার তলা তাম্র দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় দস্যুগণ ছিদ্র করিতে পারে নাই, বিশ্বাস ছিল, তথাপি জল উঠিতেছে কিনা দেখিতে বলিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখেন ভড় নাই একখানি মাত্র বোম্বেটের নৌকা অগ্রসর হইয়া একজন সন্তরণ কারীর মস্তকে লাঠির আঘাত করতঃ অপর এক জনকে নৌকায় তুলিল। আক্রমণকারী বিবেচনা করিয়া সন্তরণকারী একজনের প্রতি পার্শ্বস্থ বন্দুকধারী প্রহরীকে লক্ষ্য করিতে বলিলেন আপনিও অপর এক জনকে লক্ষ্য করিলেন। নাবিকগণ তাহা দেখিয়া কহিল "ভড় হইতে বোধ হয় আমাদের লোক কয়েক জন আসিতেছে, যাহারা পলাইবার তাহারা নৌকায় উঠিয়াছে, ঐ দেখুন উহাদের শালতী ফিরিল।" সন্তরণকারীগণ নিকটস্থ হইয়াছিল, শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, আমরা আপনারই লোক, ভড়ের। অগত্যা তাহাদিগকে মারিতে পারিলেন না; প্রহরীর হস্ত হইতে বন্দুক লইলেন। রিবলবরের গুলি অধিক দূর যাইবে না বিবেচনা করিয়া তৎ পরিবর্ত্তে প্রহরীর বন্দুক স্বয়ং গ্রহণ করতঃ দেখিলেন, তখনও একজন বোম্বেটের নৌকায় উঠিতেছে; তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি মারিলেন, উত্থানোন্মুখ দেহ জলে পড়িতেছে এমন সময় মৃত দেহের মুণ্ড অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন ও নৌকায় রক্ষিত হইল। পাছে কেহ চিনিতে বা জানিতে পারে এই ভয়ে দস্যুগণ সঙ্গীর মস্তকও কাটিয়া লইল। রাধারমণ বাবু দেখিলেন শেষ নৌকাখানি গেলেই দস্যুগণ পলায়ন করে এবং

সেখানিও সত্বরে বাঁক ফিরিবে, সুতরাং তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিলেন। ভড়ের নাবিকগণ উজানে বজরায় আসিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া ক্লান্ত হইতেছে, অথচ স্ত্রীলোক সহ কর্ণধার হীন ক্ষুদ্র তরীদ্বয় তীরলগ্ন রহিয়াছে দেখিয়া রায় মহাশয় তাহাদিগকে তীরে গিয়া ডিঙ্গি লইয়া আসিতে অনুমতি করিলেন। সেই সাবকাশে ক্ষিপ্র হস্তে পুনঃ পুনঃ বন্দুক সজ্জিত করিয়া বোম্বেটেদিগের শালতি লক্ষ্য করতঃ তিন গুলি নিঃক্ষেপ করিলেন। প্রথমে কাষ্ঠের কিয়দংশ ভেদ, দ্বিতীয় বারে নীচের দিগে এক ছিদ্র, ও তৃতীয় বারে পশ্চাৎদিগের একাংশ শূন্য হওয়ায় তৎক্ষণাৎ উহা জল-মগ্ন হইল। কিন্তু স্রোতও উদ্যমে তৎ পূর্ব্বেই বাঁক পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল, এবং নৌকা জলমগ্ন হইবার সময়ে সকলেই লম্ফ প্রদান করিয়া সন্তরণ দ্বারা অচিরে লক্ষ্যের অতীত হইল। ক্রমে ডিঙ্গি দুইখানিও তরী সংলগ্ন হইল। তখন রায় মহাশয় ডিঙ্গি লইয়া দস্যুর অনুসরণ বৃথা ও অন্যায় বিবেচনায় ক্ষান্ত হইলেন। অধিক রাত্রি হয় নাই, গ্রাম হইতে আহারীয় দ্রব্য আনয়ন ও থানায় সংবাদ দিবার জন্য দুই জন লোক পাঠাইলেন। "ডিঙ্গি তীর সংলগ্ন কে করিল ?" জিজ্ঞাসা করায় স্ত্রীলোকগণ উত্তর করিল, "যাহারা ভড় দগ্ধকরে করে তাহারা কেহ ছিল না, হঠাৎ পর পার হইতে দুইখানি নৌকা উপস্থিত হইল, এবং তাহা হইতেই কয়েক জন লোক ডিঙ্গিতে আমাদিগকে তুলিয়া উদ্ধার করে।" রাধারমণ বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, সে দিন সকলকে সতর্ক থাকিতে কহিলেন, রাত্রে প্রায় কাহারই নিদ্রা হইল না।

———oo———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"—ধূমকেতু রিবোত্থিতঃ।"

রাধারমণ রায় পাটনার সব্ জজ। তিনি কয়েক মাসের ছুটী লইয়া বাটী গিয়াছিলেন, সম্প্রতি সপরিবারে কর্ম্মস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইতে পথে এই বিপদ ঘটিয়াছিল। তাঁহার নিবাস হরিপুর। মাথা ভাঙ্গা নামক ক্ষুদ্র নদীর তীরবর্ত্তী রঘুনাথপুর গ্রাম হইতে হরিপুর দুই ক্রোশ। এখান হইতে পুনরায় বাটী গিয়া ফিরিয়া আসা অপেক্ষা সুবিধা বোধে বহরমপুর হইতে পথের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ও অপর একখানি বড় নৌকা ভাড়া করিয়া লইলেন এবং যত সত্বরে সম্ভব, সাবধানে অগ্রসর হইলেন। দস্যুগণের অনুসন্ধানের ত্রুটী হইল না কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছিল। তৎ পূর্ব্বে প্রায় আট দশ বৎসর হইতে বহরমপুর ও তাহার চতুর্দ্দিকে অন্যূন চল্লিশ ক্রোশ করিয়া স্থান পর্য্যন্ত কি জলে কি স্থলে, এত দূর দস্যুর উপদ্রব হইয়াছিল, এবং তাহা উত্তরোত্তর এত ভয়ানক বৃদ্ধি পাইতেছিল যে তৎপ্রদেশস্থ সকলে তৎকালে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। যে রাত্রে রাধারমণ রায়ের নৌকায় বিপদ উপস্থিত হয়, সেই রাত্রেই কালীগঞ্জে কোন সমৃদ্ধ লোকের বাটীতে কতকগুলি দস্যু প্রবেশ করতঃ তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। ইহারা কয় দলে বিভক্ত কেহ বুঝিতে পারিত না। সকলে এত সসব্যস্ত হইয়াছিল, যে পূর্ব্বাবধি প্রতিকার চেষ্টা গুরুতর রূপ হইলেও যখন তাহাদের একজনও ধৃত বা আহত হইল না দেখিল, তখন অনেকে বাসস্থান পরিবর্ত্তন আরম্ভ করিল। যাহার কিছু সঙ্গতি ছিল, সেই ভিন্ন দেশে চলিয়া যাইতে লাগিল। বহরমপুর, মুরসিদাবাদ প্রভৃতি কয়েকটী প্রধান প্রধান স্থান ভিন্ন পল্লীগ্রাম মাত্রেই সঙ্গতিপন্ন লোক রহিল না।

রাধারমণ বাবুর প্রতি আক্রমণের পর অনুসন্ধান আরও গুরুতর হইতে লাগিল। এবারের অনুসন্ধানেও দস্যুদিগের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু উপদ্রব একেবারে কমিয়া গেল।

এক দিন রাধারমণ বাবু রাত্রি এক প্রহরের পর স্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন দুইখানি বোম্বেটের শাল্তী তাঁহার নৌকার পশ্চাৎ দিক্ হইতে উজানে দূরে পরপারে যাইতেছে। তখন তাঁহারা বিস্তৃতা নদীতে আসিয়া পড়িয়াছেন। বিশাল স্রোতস্বতীর পরপার রাত্রে ধূমাচ্ছন্ন দেখায়। তিনি ঐরূপ নৌকা দেখিয়া নিকটস্থ থানায় সংবাদ পাঠাইলেন, এবং তথা হইতে লোক ফিরিবার পূর্ব্বেই শাল্তি দুইখানি পরপারের ধূমের ভিতর প্রবেশ করিয়া মিলাইয়া গেল। স্রোত প্রবল বটে কিন্তু বিশ জন লঘুহস্ত বাহকের ক্ষেপনী অবহেলে সে স্রোত অতিক্রম করিতেছে। পর দিন রাষ্ট্র হইল—সে অঞ্চলে দস্যু আসিয়াছে, কিন্তু কোথাও কোন উপদ্রব শ্রুত হইল না। ফলতঃ ক্রমে চতুর্দ্দিকের উপদ্রবই উপশম প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"Will save him living"——

সুলতানগঞ্জের অনতি দূরে একটি ক্ষুদ্র শিলাময় প্রদেশ উপবনের ন্যায় সুন্দর। ব্যাঘ্রভয়ে সে স্থান প্রায় জনশূন্যই থাকে। তরুরাজি বেষ্টিত সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের শোভা অনুপম। প্রকৃতির মূর্ত্তি অতি চমৎকার। যখন যে অংশ নিরলঙ্কৃত দেখ, সেই অংশে তখনই এত শোভা নিরীক্ষণ করিবে, যে সংসারের তাবৎ শিল্প একত্রিত হইলেও সেরূপ হয় কি না সন্দেহ। আবার যে অংশ অধিকতর সুন্দর তাহার তুলনা কি?

আষাঢ় মাসের আকাশ তরল মেঘাচ্ছন্ন; বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত বটে, কিন্তু যথেষ্ট বর্ষণের পরও যে মেঘ অবশিষ্ট আছে তাহাতেই আতপ নিবারণ করিতেছে; যেন দিঙ্মণ্ডল হাসিতেছে। শিলাখণ্ড ধৌত হইয়া মর্ম্মর মণ্ডিত মার্জ্জিত হর্ম্যতলের শোভাকেও পরাভূত করিতেছে। বৃক্ষের প্রত্যেক পত্র ধৌত; হরিদ্বর্ণ পত্রান্তরাল হইতে মধ্যে মধ্যে এক এক বিন্দু জল পতিত হইতেছে। পতত্রিগণ বর্ষাপগমে সর্ব্বাঙ্গ ঝাড়িয়া ও ফুলাইয়া পরিষ্কার করতঃ কেহবা উড়িয়া যাইতেছে, কেহবা মধ্যে মধ্যে ধীরে রব করিতেছে। তৎকালে সেই রমণীয় প্রদেশ যেন নূতন ভাব ধারণ করিল।

একখানি কূর্ম্ম পৃষ্ঠাকৃতি বিস্তৃত শিলা-খণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষ বেষ্টিত, কিন্তু মধ্যস্থলে কোন বৃক্ষেরই শাখা আসিয়া ছায়া করে নাই, সুতরাং পত্র হইতে গলিত বারি পড়িয়া আর মধ্যস্থল সিক্ত হইতেছে না; অথচ পার্শ্বস্থ বৃক্ষ সমূহ তরল বারিদ ভেদী আষাঢ়ীয় সূর্য্যের উত্তাপ সুন্দর রূপ নিবারণ করাতে শিলাখণ্ড মধ্যদেশ কোন মহাপুরুষের বেদীবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

কিরাতবেশী দুইজন পুরুষ সেই বেদী মধ্যে উপবিষ্ট। উভয়েরই মূর্ত্তি গম্ভীর, তেজোময়, ঈষৎ রূক্ষভাবব্যঞ্জক। উভয়েই বলিষ্ঠ, সুগঠন ও চতুর; বীর পুরুষবৎ। সামান্য কিরাতের সঙ্গে তাঁহাদের বিস্তর প্রভেদ লক্ষিত হয়। বয়ঃক্রম একজনের অন্যূন পঁচিশ, অপরের অন্যূন ত্রিশ বৎসর। কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা অধিকতর শোভা ও প্রভাবশালী। কনিষ্ঠের প্রসন্ন নেত্রদ্বয় ঔদার্য্যের পরিচয়ও যথেষ্ট দিতেছে। উভয়ে গম্ভীর ভাবে কোন বিষয়ের আন্দোলন করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে কহিলেন;—"অনুসরণ করিয়া কি হইবে?"

উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে অধীনস্থ ব্যক্তি যেরূপ নম্রভাবে কথা কহে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে সেই ভাবে প্রশ্ন করিলেন, অথচ প্রশ্নের

প্রতিবর্ণ সহানুভূতি ও সহৃদয়তা-পূর্ণ। অনতিক্ষণ মাত্র চিন্তা করিয়া কনিষ্ঠ দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে সঙ্গীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন,—"কিছু বুঝিতে পারি-তেছিনা, কিন্তু চিত্তেরবেগ দুর্নিবার।" উত্তরের ভাষা আকৃতির অনুরূপ নহে। অন্তরাল হইতে কেহ কথা শুনিয়া পরে আকৃতি দেখিলে, বলিত এব্যক্তি কথা কহে নাই। উত্তরকারী প্রশ্ন শুনিয়া আপাততঃ নিরুত্তর হইলেন; মুখের ভাবে বোধ হইতে লাগিল যেন কিছু বলিবার নিতান্ত ইচ্ছা অথচ বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। থাকিতে পারিলেন না বলিলেন,——

"আমরা সাবধানে আক্রমণ করিলে বাধাদিতে কাহারাও সাধ্য হইবে কি?"

কনিষ্ঠ। "আক্রমণ করিয়া কি হইবে?"

জ্যেষ্ঠ উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমত সময়ে কনিষ্ঠ পুনরায় কহিলেন—"বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া ফল কি? আমার তাহা অভিপ্রায় নহে, ধন রত্ন লুণ্ঠনোপযোগী পদার্থ, স্ত্রী ও কি তাহাই? অনুসরণের কারণ, এক্ষণে চিত্ত দমন দুঃসাধ্য; আবার যেরূপ গুরুতর অনুসন্ধান হই-তেছে, তাহাতে একস্থানে থাকা নিরাপদ বোধ হয় না। সুতরাং যে দিগে চিত্তের বেগ, আপাততঃ সেই দিগেই যাওয়া ভাল। না হয় স্থানান্তরে ব্যব-সায় আরম্ভ হইবে।"

জ্যেষ্ঠ নিরুত্তর হইলেন। তাঁহাদের যেরূপ রূক্ষ স্বভাব, কনিষ্ঠের সে ভাবের পরিবর্ত্তে নূতন ভাবের উদয়, ও তাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির অর্থ হৃদয়-ঙ্গম করিতে না পারিয়া অগত্যা আপাততঃ নিরুত্তর হইলেন।

উভয়ে অন্যমনে এইরূপ কথোপকথনে নিমগ্ন আছেন, জ্যামুক্ত শরাসন ও বর্শাদ্বয় শিলাতলে রক্ষিত আছে, ইত্যবসরে উভয়ের অলক্ষিত দিক্ হইতে অতর্কিতরূপে ছয়জন অস্ত্রধারী বলবান্ পুরুষ প্রবেশ করতঃ প্রত্যে-ককে দুই দুই জন ধরিল, এবং একজন বর্শা ও কার্ম্মুক সংগ্রহ করিল। হঠাৎ

এরূপ প্রদেশে আক্রান্ত হওয়া উভয়েরই পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় হইল। আক্রমণকারীদিগকেও বিশেষ কষ্ট পাইতে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই; কেবল কনিষ্ঠের বর্শা শত্রু কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার মুষ্টিগত হইয়াছিল; হস্ত অপর কর্ত্তৃক দৃঢ়রূপে ধৃত থাকিলেও বর্শা হস্তচ্যুত করিবার সময় একজনের প্রতি এরূপবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, যে সে ব্যক্তি আত্ম রক্ষা করিতে পারিল না সামান্যরূপ বিদ্ধ হইল। বর্শাবিষাক্ত ছিল, অচিরে আহত ব্যক্তি ভূমিশায়ী হইল। আর কাহার ও কিছু হইল না। ইহাঁদিগকে বন্ধন করিবার পূর্ব্বে আরও জন দুই তিন শস্ত্রধারী পদাতিক উপস্থিত হইল। বন্দীদ্বয় চেষ্টা বৃথা বিবেচনা করিয়া নীরবে শস্ত্রধারীগণের অনুগামী হইলেন।

ইঁহাদের এইস্থানে অবস্থিতির সংবাদ পুলীষ গোয়েন্দা কর্ত্তৃক অবগত হয়। যখন গোয়েন্দা থানায় এই সংবাদ দেয়, এবং ইঁহাদের ধরিবার জন্য আট-দশজন লোক সসজ্জ হইয়া আইসে, তখন এক ব্যক্তি পুলিষের অতর্কিত ভাবে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া গোপনে অথচ সত্বরে আপনাদের লোকদিগকে সংবাদ দেয়। ইঙ্গিতের দ্বারা ক্ষণমধ্যে দুই তিন শত লোক বনে একত্রিত হইল। তৎক্ষণাৎ স্থিরীকৃত হইল, যে থানার লোকের দ্বিগুণ সংখ্যক লোক অশ্বারোহণে অগ্রসর হইয়া কার্য্য সাধন করিবে, অপর সকলে প্রচ্ছন্ন ভাবে চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করিবে। এদিগে থানা হইতে অপরাপর থানায় সংবাদ দিয়া আরও ২০।২৫ জন লোক সত্বরেই সংগৃহীত হইতেছে সংবাদ পাইয়া, ভিন্ন ভিন্ন থানা হইতে লোক আসিবার পথে গোপনে লোক রক্ষিত হইল।

দেখিতে দেখিতে বিংশতি উৎকৃষ্ট সজ্জিত অশ্ব আনীত হইল, এবং যোদ্ধৃ-বেশে সুসজ্জিত বিংশতি জন লোক তদুপরি আরোহণ করতঃ বেগে প্রস্থান করিল।

এখানে প্রহরী কয়েকজন বন্দীদ্বয়কে লইয়া বন অতিক্রম করতঃ বন

প্রান্তস্থিত প্রান্তরবৎ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবা মাত্র একটি ভেরীর শব্দ শ্রুত হইল। শব্দ বায়ুতে মিলাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই প্রহরী কয়েকজন, প্রত্যেকে দুই দুই শর বিদ্ধ হইয়া ধরা শয়ন করিল ইহাঁদিগের পশ্চাতে দুইজন রক্ষক, সত্বরে বন হইতে নির্গত হইয়া স্তম্ভিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে ইহারাও পড়িল। বন্দীদ্বয় হর্ষ-প্রফুল্ললোচনে পরস্পরের মুখাবলোকন করিলেন। দেখিতে দেখিতে চারিদিক হইতে অশ্বারোহী আসিয়া সসম্ভ্রমে উভয়ের বন্ধন মোচন করিল। নিমেষ মধ্যে প্রান্তর জন শূন্য। সেই রাত্রে নিকটস্থ দুই তিনটি থানা ভস্মাবশিষ্ট হইয়াছিল।

এই ঘটনার পর এই অঞ্চলের পূর্ব্বাংশে ২০।৩০ ক্রোশ অন্তরে কয়েকদিন ধরিয়া ইতস্ততঃ দস্যুর উপদ্রব ভয়ঙ্কররূপ হওয়াতে, সকলে বিবেচনা করিল, যে পলায়িত দস্যু দল সেইদিকে আসিয়াছে। সুতরাং আবার সেইদিগে, জমাদার, চৌকীদার, কোতোয়াল, এমন কি লাল মুখের পর্য্যন্ত নিতান্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। তাহাতে গ্রামবাসীগণের উভয় সংকট উপস্থিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়! কয়েকদিনের মধ্যেই তৎপ্রদেশ ও একেবারে উপদ্রব শূন্য হইয়া গেল।

———00———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"দিৎসুঃ সুতাং—"

পাটনায় রাধারমণ রায় একখানি প্রকাণ্ড বাংলায় বাস করেন। বাংলাখানি ইংরাজী ধরণের, এবং সেইরূপেই সজ্জিত। পরিবারগণের জন্য পার্শ্বের কতকগুলি গৃহ স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে। মধ্যের বড়হলে ম্যাটিংএর উপরে মধ্যস্থলে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের একটি ডিম্বাকৃতি টেব্‌ল, পার্শ্বে কয়েকখানি কৌচ, চেয়ার প্রভৃতির দ্বারা গৃহটি পরিষ্কার অথচ সুন্দররূপে সজ্জিত।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল; গৃহ মধ্যে পাখা চলিতেছে, পাখার দুই পার্শ্বে দুইটি ডুম ও টেবিলের উপর একটি রিডিং ল্যাম্প জ্বলিয়া গৃহ আলোক পূর্ণ করিয়াছে। টেবিলের উপর কতকগুলি কাগজ পত্র স্বতন্ত্র রক্ষিত। রায় মহাশয় পশ্চাৎদিগের ডুমের নিম্নস্থ একখানি কৌচে বসিয়া আছেন, সম্মুখে, একখানি চেয়ারে একটি যুবা পুরুষ উপবিষ্ট। যুবকের আকৃতি ও বেশভূষা বঙ্গবাসী ধনী ক্ষত্রিয় সন্তানের ন্যায়। মস্তকে জরির কাজ করা আবরেঁায়ার উষ্ণীষ, কর্ণে দাড়িম্বের দানার ন্যায় মুক্তাযুক্ত দুইটি কুণ্ডল, অপর সমস্ত পরিচ্ছদ প্রায় বাঙ্গালীর মত। স্পষ্ট বাঙ্গালা ভাষায় উভয়ের কথাবার্ত্তা হইতেছে।

যুবা জহরত ব্যবসায়ী, অথবা এরূপ ব্যবসায়ীর প্রধান কর্ম্মচারী, কথাবার্ত্তার এমত ভাবে বোধ হইল। জহরতের কিছু সুন্দর অলঙ্কার ও ইহাঁর নিকট ছিল এবং তাহারই খরিদ বিক্রয় সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। প্রসঙ্গক্রমে রাধারমণ রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার নিবাস ?"

"আপাততঃ বঙ্গ দেশে।"

"তাহা আপনার শ্বশুরের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, কিন্তু কোন্ গ্রাম শুনিতে ইচ্ছা করি।"

"গনেশপুর।"

"গনেশপুর ?" কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইয়া রাধারমণ বাবু কহিলেন,—"আপনারা তবে গনেশপুরের ক্ষত্রিয় ? আমাদের কুটুম্ব ?"

"আমরা গনেশপুরেরই ক্ষত্রিয়, কিন্তু অনেক দিন অবধি বাটীতে থাকি না বলিয়া কাহারও সহিত জানাশুনা বড় নাই।"

"কত দিন বাটীতে থাকেন না ?"

"বাল্যে কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস করিতাম পরে প্রায় দশ বৎসর হইল লক্ষ্ণৌয়ে জহরতের কার্য্যশিক্ষা করিতেছি ইতিমধ্যে আর বাটী যাওয়া হয়

নাই। কলিকাতায় থাকিতে মধ্যে মধ্যে যে দুই একবার যাইতাম, স্বল্প কালের জন্য মাত্র।"

"আপনার শ্বশুরের নিবাস লক্ষ্ণৌ?"

যুবক স্বীকার করিলে রায় মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "—বিবাহের পর অবধি বোধ হয় আর বাটী যান নাই।"

এতদূর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার লোক রাধারমণ রায় নহেন, কিন্তু একে ক্ষত্রিয়, স্বজাতি, তাহাতে গণেশপুরে বাটী শুনিয়া ভাবিলেন যদি ইহাঁর দ্বারা নিজের কিছু প্রয়োজন সাধিত হয়। তাঁহার জামাতার নিবাস গণেশপুর, কিন্তু জামাতা অনুমান আট বৎসর নিরুদ্দেশ, জীবিত নাই নিশ্চয় করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন, এক্ষণে বিধবা কন্যার বিবাহের জন্য একটি স্বজাতীয় পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, যদি ইঁহার দ্বারা কোন সন্ধান হয় এই আশায় এতদূর পরিচয় লইতেছেন। কন্যার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক সতের বৎসর হইবে। সত্বরেই বিবাহ দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে, যদি স্বজাতিতে পাত্র পাওয়া যায় তাহা হইলে অন্য জাতিতে বিবাহ দিবেন না সংকল্প।

বিবাহ সম্বন্ধে প্রশ্ন শুনিয়া যুবক উত্তর করিলেন, "আমার শ্বশুর বলিয়া যাঁহাকে জানেন, আমি তাঁহার কাহাকেও বিবাহ করি নাই। উঁহাদের নিকট কার্য্য শিক্ষা করি, ইনি আমার ভ্রাতার শ্বশুর এবং ইঁহার জ্যেষ্ঠের কন্যার সহিত পরে আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রীর অকাল মৃত্যু হওয়াতে বিবাহ হইল না, কিন্তু উঁহাদের স্নেহ মৎপ্রতি তদ্রূপই রহিল; এবং আমার পূর্ব্ব সম্ভাবিত শ্বশুরের পরলোক প্রাপ্তির পর আমি ইঁহারই নিকট আছি।

"তবে আপনি অবিবাহিত?"

কুণ্ঠিত হইয়া যুবক স্বীকার করাতে সম্ভাবিতা পত্নী বিয়োগে তাঁহাকে

দুঃখিত বিবেচনা করিয়া এবং অন্য মনস্ক ও দেখিয়া পুনরায় জহরত প্রভৃতির কথা পাড়িলেন। যথা সময়ে যুবক বিদায় গ্রহণ করিলে রায় মহাশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বাদামী রংএর যবনিকার অন্তরাল হইতে একটি কৃষ্ণবর্ণের চক্ষু মাত্র দৃষ্ট হইতেছিল, যুবক বিদায় গ্রহণ করিলে কিছু পরে চক্ষুটিও অদৃশ্য হইল।

রাধারমণ রায় যাহার জন্য এত জিজ্ঞাসা করিলেন তৎপক্ষে সুবিধা বোধ হইল। ইঁহার কেহ নাই পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহিত বোধে ইঁহার দ্বারা অন্য পাত্রের আশা করেন। এক্ষণে ভাবিলেন এইটিই উপযুক্ত পাত্র কথাবার্ত্তায় যুবককে বুদ্ধিহীন বা মূর্খ বোধ হইল না। তবে আর ও কতকগুলি প্রশ্ন করিতে বাকীছিল, সে গুলি জিজ্ঞাসা ও যুবকের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করতঃ তাঁহার আন্তরিক ভাব প্রভৃতি অবগত হওয়া আবশ্যক বুঝিলেন। তাহাতে পরে ক্রমে তাঁহার কন্যা ও যুবকের পরস্পর অনুরাগ সঞ্চার বুঝিয়া তাঁহাকেই কন্যাদান সঙ্কল্প করিলেন। রায় মহাশয়ের কল্পনায় যুবক ও আশাতীত ফল লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বিবেচনা করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

স্ত্রী, তিনটি পুত্র, একটি কন্যা, ও এক সধবা ভগ্নী লইয়া রাধারমণ রায় পাটনায় বাস করিতেন। কন্যাটি তাঁহার প্রথম সন্তান, এইটির কথাই পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। ভগ্নীপতির দুই বিবাহ। ভগ্নী, ধনীর কন্যা এবং ভগিনী হইলেও এবং বিশেষ কোন দোষ না থাকিলেও পতির অপ্রিয়া

ছিলেন, সুতরাং ভ্রাতার সংসারেই জীবন যাপন করিতেছেন। ইঁহার অন্তঃকরণ যদিও নিতান্ত সরল নহে বটে, কিন্তু সৎস্বভাবা ও ভ্রাতার নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণী, এবং তজ্জন্য ভ্রাতার যথেষ্ট স্নেহের পাত্রী হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃকন্যার স্বামী পুনঃ প্রাপ্তির জন্য অশেষ দেবতাকে প্রলোভন দেখাইয়া রাখিয়াছেন। পাঠক ইঁহাকে ও ইঁহার ভ্রাতৃকন্যাকে একবার যোগীর আশ্রমে দেখিয়াছেন স্মরণ হয়, সেও এই জন্য। ইঁহার নাম প্রসন্নময়ী, ও ইঁহার ভ্রাতৃকন্যার নাম সুমুখী।

রাধারমণ রায়ের জামাতার নাম নৃপেন্দ্র নারায়ণ। বাল্যকালে নৃপেন্দ্রের অন্য নাম ছিল, কিন্তু বিবাহের সময়, কি আর ও পূর্ব্ব হইতে সে নাম লোপ পায়। প্রায় ১৫।১৬ বৎসর বয়সের পিতৃ মাতৃ হীন বালকের সহিত সপ্তম বর্ষীয়া কন্যা সুমুখীর বিবাহ হয়। রায় মহাশয় কেন যে এত অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন। বোধ হয়, বিবেচনা করিয়াছিলেন জামাতাকে বাল্যকাল হইতে স্বেচ্ছা মত সুন্দর রূপ লেখাপড়া শিখাইতে, এবং দরিদ্র সন্তানকে কন্যা দান করাতে স্বীয় কন্যাকে ও যথেষ্ট শিক্ষা দান করিতে পারিবেন। কন্যা ও জামাতার বাল্যাবধি প্রণয় ও গাঢ় হইতে পারিবে। রাধারমণ বাবু কার্য্যেও সেই রূপই করিতেছিলেন। জামাতাকে কলিকাতায় রাখিয়া বিদ্যা শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া স্বয়ং সপরিবারে কর্ম্ম স্থানে থাকিতেন। তিনি যথেষ্ট সম্পত্তিশালী লোক। আপনাকে প্রায়ই বিদেশে থাকিতে হইত; জামাতা সাবকাশ মত বাটীতে আসিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধারণ করাতে তিনি ভবিষ্যতে বাটীর কিছুই দেখিতে হইবে না ভাবিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ছিলেন। আপাততঃ জামাতার তত্ত্বাবধারণের জন্য কলিকাতায় লোক নিযুক্ত ছিল। তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধুদিগকেও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বদা সংবাদ লইতেন। জামাতাও তৎকালে অত্যন্ত সচ্চরিত্র, সাহসী, বিদ্যোৎসাহী ও সাবধান

ছিলেন, এবং শ্বশুরকে পিতার ন্যায় দেখিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে রাধারমণ বাবু কন্যার বিবাহ দিয়া সুখী হইয়া ছিলেন, বিবেচনা করিয়াছিলেন, বাল্য বিবাহে দোষ কি?

একদিন, অবকাশ থাকাতে নৃপেন্দ্র নারায়ণ হরিপুরে শ্বশুরালয়ে ছিলেন, শ্বশুর, স্ত্রী প্রভৃতি সকলে দেশান্তরে; এমত সময় রাত্রিকালে ডাকাইতি হয়। রাধারমণ রায় জমীদার লোক, তিনি স্বয়ং বাটীতে না থাকিলে প্রায়ই নগদ টাকা বাটীতে থাকিত না; সুতরাং ভ্রম ক্রমে বা অন্য অভিপ্রায়ে আগত দস্যুগণ লুণ্ঠণ করিয়া যাহা কিছু পাইয়াছিল তাহাতে রায় মহাশয়ের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই বলিতে হইবে। তিনি কলিকাতায় এক মনিকারকে কতকগুলি অলঙ্কারের ফরমাইশ দিয়া, তাহা নৃপেন্দ্রের হস্তে দিতে বলেন, এবং তাহার নিকট জামাতাকে পরিচিত করিয়া দিয়া আইসেন। নৃপেন্দ্র বাটী আসিবার সময় মনিকারকে রসীদ দিয়া সেই অলঙ্কার ও তাহার মূল্যের হিসাবের ফর্দ্দ, একটি বাক্স করিয়া আনেন। নৃপেন্দ্রের কৌশলে তাহাও নির্ব্বিঘ্নে প্রোথিত হইয়াছিল, কেহই জানিত না। অলঙ্কার যে জামাতা আনিয়াছিলেন, জহরীর নিকট নৃপেন্দ্র দত্ত রসীদ প্রাপ্তির পূর্ব্বে রাধারমণ রায় স্বয়ং তাহা জানিতেন না। পরে রসীদ দেখিয়া মূল্য দেন এবং দস্যু কর্ত্তৃক অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া কাহাকেও কিছু বলেন না। যাহা হউক, যদিও রায় মহাশয় পরে জানিয়াছিলেন, যে তাঁহার অলঙ্কার গিয়াছে কিন্তু বাস্তবিক তাহা যায় নাই সুতরাং দস্যুগণ বহুমূল্য সামগ্রী কিছুই পায় নাই বলিতে হইবে।

দস্যুগণ একটি সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছিল, তাহা রাধারমণ বাবু জন্মে ভুলিতে পারেন কি না সন্দেহ। সেই অশুভ দিন হইতে তাঁহার জীবন সর্ব্বস্ব নৃপেন্দ্র অদৃশ্য হয়। সংবাদ পাইয়াই সপরিবারে রায় মহাশয় বাটী আসিয়া অনেক অনুসন্ধান করিলেন; অনেকে অনেক অমঙ্গল সূচক সংবাদ

দিল। কেহ নৃপেন্দ্রের দেহ মাতাভাঙ্গার জলে ভাসিতেছে দূর হইতে অনু-ভব করিয়াছে, কেহবা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছে যে দস্যুগণ রঘুনাথ পুরের মাঠে সেই রাত্রে বস্ত্রাবৃত খণ্ড খণ্ড দেহ ফেলিয়া যায়; এই রূপ অসার শোকো-দ্দীপক সংবাদ পাইয়া পরে দেশ বিদেশে ঘোষণা পত্র প্রেরণ করেন। প্রচুর পুরষ্কার প্রদানে স্বীকৃত থাকিয়া ও বহু দিন অপেক্ষা করিয়াও কোনই অনু-সন্ধান পান না। ক্রমে নিশ্চয় হইল, যে জামাতা জীবিত নাই। এ সিদ্ধান্ত অন্যায়ও হয় নাই। তখনও তাঁহার কন্যা নিতান্ত বালিকা। সুতরাং আরও কিছু বিলম্ব করিয়া তিনি পুনরায় কন্যার বিবাহ দিবেন সংকল্প করি-লেন। তাহা প্রসন্নময়ীর অসুখের কারণ হইয়াছিল।

কিছু কাল পরে, রাধারমণ বাবুর ভগিনী এক দিন স্বপ্নে নৃপেন্দ্রকে স্পষ্ট দেখেন। দেখেন, যে জামাতা জীবিত আছেন এবং সত্বর তাঁহাদের বাটী আসিতেছেন। পর দিন প্রভাত হইতে প্রসন্নময়ী আবার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন; এত কাল পরেও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে জামাতাকে পাওয়া যাইবে। কোথায় পাওয়া যাইবে? কে সন্ধান বলিয়া দিবে? কেন এরূপ লোকের অভাবই বা কি? বাঙ্গালীর মেয়ে কি ভজনা ভাবিত? রাজ্যের গনৎকার, সন্ন্যাসী, মোহান্ত প্রভৃতির নিকট সন্ধান ও পরামর্শ গৃহীত হইল। নবদ্বীপের পারের যোগীর সুখ্যাতির কথা কাহারও নিকট শুনিয়া তথায়ও ভ্রাতার অনুমতি লইয়া সুমুখীকে লইয়া গিয়াছিলেন।

রাধারমণ বাবু কনিষ্ঠাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, বিশেষতঃ তাঁহার সচ্চ-রিত্র ও দুঃখের জন্য কোন কথাই অগ্রাহ্য করিতেন না। স্বপ্নের বিবরণ শুনিয়া রায় মহাশয় বুঝিলেন, পাছে বিবাহ দিলে কন্যা ধর্ম্ম ভ্রষ্টা হয়, সেই জন্য প্রসন্নের স্বপ্ন। ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "যোগী জামাতার সন্ধান বলিয়া দেন নাই কেন?" বাস্তবিক প্রসন্ন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া ছিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি তাহা বলিতে পারিতেন কি না

সন্দেহ। থাকুন আর নাই থাকুন প্রসন্ন ছাড়িতেন না কিন্তু আহ্লাদে মগ্ন হইয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রসন্ন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তখন আর কিছু না বলিয়া, জল পথে আগমন কালীন যোগীর নিকট লোক পাঠান; লোক ফিরিয়া কহিল "যোগী সেখানে নাই।" প্রসন্ন তৎপরে সর্ব্বদাই স্বপ্নের ও যোগীর বাক্যের সফলতার অপেক্ষা করিতেছিলেন।

এক্ষণে, ভ্রাতাকে কন্যার বিবাহ দানে উদ্যুক্ত, অজ্ঞাত কুলশীল পাত্র স্থিরীকৃত, ভ্রাতৃকন্যার তৎপ্রতি অনুরাগ, ভাবী দম্পতীর পরস্পর সম্প্রীতি ও বিবাহ নিবারণকারী ব্যক্তির অভাব দেখিয়া প্রসন্ন ব্যাকুলা হইয়া ছিলেন। ভ্রাতৃজায়ার এ বিবাহে অমত ছিল না. তিনি কখনই স্বামীর ইচ্ছার প্রতিকূলাচরণ করিতেন না।

প্রসন্নের মাতুলালয় বর্দ্ধমান, মাতুল প্রভৃত ধনশালী, বৃদ্ধ ও ধর্ম্ম নিষ্ঠ। তাঁহাকে সংবাদ দিলে কোন উপকার হইতে পারে বিবেচনা করিয়া গোপনে তাঁহাকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। প্রসন্নময়ী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন, এ বিবাহ দিতে কখনই দিবেন না। স্বয়ংও যথা সাধ্য চেষ্টার ত্রুটী করিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

"—অনুসর তং হৃদয়েশং।"

একদিন অপরাহ্নে বাংলার পশ্চিমাংশস্থিত উপবনে বসিয়া স্বর্ণময়ী কতকগুলি পুষ্প সংগ্রহ করতঃ অন্যমনে মালা গাঁথিতেছেন। নিকটে দাসী কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া বসিয়া আছে ও মধ্যে মধ্যে একজাতীয় পুষ্প হইতে অপর জাতীয় পুষ্প বাছিয়া পৃথক্ করিতেছে। একস্থানে বেল, একস্থানে বকুল,

আবার যুথিকাগুলির বৃন্তচ্ছেদ করতঃ স্বতন্ত্র একস্থানে রাখিয়া সুমুখীর সহায়তা করিতেছে। তখনও সমস্ত ফুলগুলি উত্তমরূপ ফোটে নাই, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে দাসী জল ছিটাইয়া দেওয়াতে কুসুমরাশির সহ যেন মুক্তা মিশ্রিত হইয়াছে বোধ হইতেছে। চতুর্দ্দিক সুগন্ধে আমোদিত হওয়ায়, সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়াও মধুমক্ষিকাগণ সেস্থান ত্যাগ করিতে পারিতেছে না; তাহারা কুসুমভ্রমে এক একবার সুমুখীর বদনসরোজে বসাতে মালা গাঁথার ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। সুমুখী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আ মর্ সন্ধ্যা হ'লো এখনও যে এগুলো যায় না।" দাসী উত্তর করিল "যে গন্ধ বেরিয়েছে, আরও না এসে হয়।" সুমুখী গাঁথিতে লাগিলেন।

এমত সময়ে প্রসন্নময়ী দেখা দিলেন। প্রসন্নময়ী মধ্যে মধ্যে ভ্রাতৃকন্যাকে মন ফিরাইতে উপদেশ দিয়া থাকেন; অদ্যও তাহাই করিতে আসিয়াছেন।

সুমুখী বোধ হয় কাহারও অপেক্ষা করিতেছিলেন, প্রসন্ন প্রবেশ করিবামাত্র বাঞ্ছিত-জন সমাগম বিবেচনায় চকিতার ন্যায় তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন-পিতৃস্বসা! তৎক্ষণাৎ মুখের এবং মনের ভাবান্তর হইল। সেই ভাবান্তর পাছে পিতৃস্বসা বুঝিতে পারেন বলিয়া তাহা গোপন করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে'ও পিশিমা?"

প্রসন্নময়ী সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, কহিলেন, "এখানে কি করিতেছ সুমুখি?"

সুমুখী জড়সড় হইয়া উত্তর করিলেন, "খোকা মালার জন্য কাঁদিতেছিল তাই একছড়া মালা গাঁথিয়া দিতেছি।" প্রসন্ন ইতস্ততঃ করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইয়া সুমুখীর নিকট বসিলেন; দুই একটি অপর কথা কহিয়াই আপনার প্রয়োজনীয় কথা পাড়িলেন, বলিলেন, "হাঁ সুমুখি! তুই নাকি সে জহর্‌টার সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ করেছিস্?" সুমুখী অত্যন্ত কুণ্ঠিতা

হইলেন, কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে লজ্জিতা দেখিয়া পিতৃস্বসা আরও লজ্জার ভার চাপাইতে লাগিলেন কহিলেন, "ছি! ওকি কথা! ভদ্রলোকের ঘরের মেয়ে, বিবাহিতা, বয়স হ'য়েছে; এখন কি আর লোকের সঙ্গে কথা কওয়া ভাল দেখায়? তোকে সবাই ভাল ব'লে জানে তাই, নইলে কত নিন্দা হ'তো! যা কবার কয়েছিস্ আর তার সমুখে যাস নি।" এইরূপ উপদেশ দেওয়ার পর ক্রমে বুঝাইলেন, যে তাঁহার স্বামীও আগত প্রায়, যোগীর বাক্য অব্যর্থ। অনন্যগতি হইয়া সুমুখী যে মালাছড়াটি গাঁথিতেছিলেন, সত্বরে সে ছড়াটির মুখ বান্ধিয়া ভ্রাতাকে দিয়া বলিলেন, "কেমন হয়েছে?" "আল্ এক ছলা।" আধস্বরে শিশু উত্তর করিল। অগত্যা সুমুখী আর একছড়া আরম্ভ করিয়া লঘু হস্তে গাঁথিতে লাগিলেন; পিতৃস্বসার কথায় কোন উত্তর দিলেন না; কি উত্তরই বা দিবেন? প্রসন্ন বক্তৃতার উপসংহার করিলেন না; উদাহরণ প্রমাণাদিও অনেক প্রযুক্ত হইতে লাগিল। সুমুখী তাঁহার স্বভাব জানিতেন; একটি কথা কহিলে যে বাক্য শ্রোত বহিবে, তাহা থামিবে না। অগত্যা নীরবে রহিলেন। প্রসন্ন উত্তর না পাইলে কিছু অসুবিধা বোধ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে নিতান্ত দুঃখিতা নহেন. শ্রোতা উপস্থিত থাকিলেই হইল; উত্তর দূরে থাকুক শ্রোতা বধির হইলেও তাঁহার আসে যায় না। প্রসন্নের বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সুমুখী দেখিলেন, তাঁহার ভ্রাতার সহিত যুবক উদ্যান প্রবেশোন্মুখ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রসন্নকে দেখিয়া ধীরে ধীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। প্রসন্নও তাহা দেখিলেন, কিন্তু উঠিলেন না। সুমুখী সত্বরে প্রারব্ধ মালার অর্দ্ধ গ্রথিতাবস্থাতেই মুখ বান্ধিয়া ভ্রাতার হস্তে দিয়া বলিলেন, "হয়েছে এখন চল।" বলিয়াই তাহাকে অঙ্কে লইয়া, উঠিয়া সাদরে চুম্বন করতঃ প্রস্থান করিলেন, দাসী সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিল।

এই ব্যবহারে প্রসন্ন যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইলেন, মনে মনে সকলকেই

গালি দিলেন, ভাবিলেন, এরোগের ঔষধ কি? রত্নব্যবসায়ী পাঁচ ছয় দিন অন্তর হয়ত একদিন আসিতেন, ও ঊর্দ্ধসংখ্যায় একদণ্ডকাল সুমুখীর নিকট থাকিতেন মাত্র; কিন্তু সুমুখী প্রত্যহ এইরূপে দাসী ও ভ্রাতাদি সহ উদ্যানে তাঁহার অপেক্ষা করিতেন। প্রসন্ন তাহাতে বিলক্ষণ চটিতেন।

——oo——

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

“হেনকালে কাল মেঘ উদিল আকাশে।”

রাধারমণ রায়ের মাতুল বৃদ্ধ উমাচরণ, প্রসন্নময়ীর এক পত্র পাইয়া ভাগিনেয়ের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাদৃশ উদ্বিগ্ন হয়েন নাই। পরে উপর্য্যুপরি দুই তিন খানি পত্র পাইয়া সুমুখীকে ভাবী কলঙ্কের হস্ত হইতে সত্বরে উদ্ধার করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে বিবেচনা করিলেন। প্রসন্নময়ীর পত্রে তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে সুমুখীরও বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই। প্রসন্ন যাহা কিছু লিখিতে পারিতেন, পত্রের দ্বারা মাতুলকে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থ তাহাই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াই হউক, অথবা তাদৃশ বিশ্বস্ত লোকাভাবেই হউক, স্বয়ং পত্র লিখিতেন। তাঁহার মনে একটু বিদ্যার গর্ব্বও ছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, এ সব গ্রাহ্য হইত না; তিনি কাদম্বরী পড়িতে ও বুঝিতে পারিতেন। সুতরাং মাতুলকে পত্র লিখিতে,—বিশেষ এরূপ গোপনে লিখিবার জন্য—অন্যের সাহায্য অবলম্বনের আবশ্যক ছিল কি? বৃদ্ধেরও প্রসন্নময়ীর প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল।

এক্ষণে উমাচরণ কৌশলে সুমুখীকে আপাততঃ বর্দ্ধমানে আনয়ন আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। প্রথমে তাঁহার দৌহিত্র গোকুলবিহারিকে লোক সঙ্গে দিয়া পাটনায় প্রেরণ করা স্থির হয়, কিন্তু গোকুলের বয়ঃক্রম বিংশতি

বৎসরের ন্যূন হইলেও চরিত্র অতিশয় কদর্য্য। বাল্যকাল হইতে কুসংসর্গে অশেষ দোষ জন্মিয়াছে, লেখা পড়াও কিছুমাত্র শিখে নাই; বুদ্ধিশক্তি যাহা কিছু ছিল, তাহা অসদভিপ্রায়েরই পোষক হইয়া উঠিয়াছিল। ভাগিনেয়ের প্রকৃতি উমাচরণের অবিদিত না থাকায়, গোকুলকে পাঠাইতে সাহস করিলেন না। ভ্রাতুষ্পুত্র বনওয়ারিলালকে পাঠানই সঙ্কল্প করিলেন। দোষে বনওয়ারী গোকুল অপেক্ষা ন্যূন নহে; কেবল পূর্ব্বের সচ্চরিত্র, অধিক বয়সে চরিত্রদোষ জন্মান, এবং অত্যন্ত সাবধানে থাকার জন্য লোকে তাহাকে ভাল বলিয়াই জানিত। কোন কোন দিন সুরাপান প্রসক্ত গোকুলকে তিরস্কার করণ কালে পরিজনবর্গ মধ্যে কেহ বনওয়ারির সচ্চরিত্র উল্লেখ করিলে গোকুলের তাহা অসহ্য বোধ হইত, এবং বনওয়ারি যে তাহার সঙ্গী তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিত। কিন্তু সে সময় কে গোকুলের কথায় বিশ্বাস করে? তাহাতে মিথ্যা দোষারোপ জন্য আরও তিরস্কৃত ও ক্রুদ্ধ হইত।

যাহা হউক, যথাবিধি উপদিষ্ট হইয়া বনওয়ারি আবশ্যক মত লোক সমভিব্যাহারে স্থলপথে পাটনা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বনওয়ারির বয়স গোকুল অপেক্ষা প্রায় আট দশ বৎসর অধিক হইলেও, একত্র বাস এবং এক সময় হইতে কুপথে ভ্রমণ জন্য উভয়ের অত্যন্ত সম্প্রীতি। পাটনা গমনের পূর্ব্বে উভয়ে অনেক পরামর্শ হইয়াছিল।

শ্রাবণ ভাদ্র মাসে বর্দ্ধমান হইতে জলপথে পাটনা যাওয়া নিরাপদ্ নহে এবং বিলম্বও যথেষ্ট। আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি তখন রেইলওয়ে হয় নাই;—কিন্তু কিছু অধিক ব্যয় করিতে পারিলে ডাক-গাড়িতে শীঘ্র যাওয়া যাইত। বনওয়ারিলাল ডাক-গাড়িতেই বর্দ্ধমান হইতে পাটনায় রওনা হইলেন।

বনওয়ারিলাল যে দিন পাটনায় পৌছিলেন, সে দিন রত্নবণিকের, রাধারমণ

রায়ের বাটীতে নিমন্ত্রণ ছিল। ইঁহার নাম মতিলাল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। যে গৃহে সুমুখী মধ্যম ভ্রাতাকে পর দিনের জন্য বিদ্যালয়ের নিয়মিত পাঠ অভ্যাস করাইতেছেন, ও মধ্যে মধ্যে কনিষ্ঠের চপলতা নিবারণ জন্য তাহাকে ভুলাইতেছেন, দাসী কর্তৃক প্রদর্শিত হইলে মতিলাল সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সুমুখীর হৃদয়ে আনন্দ উচ্ছসিত হইয়া উঠিল, মুখ প্রফুল্ল হইল। চন্দ্রোদয়ে কুমুদ প্রফুল্ল ও সাগর উচ্ছ্বসিত হয়। জড়পদার্থের যদি সুহৃৎ সমাগম জ্ঞান থাকে, আনন্দ অনুভবের শক্তি থাকে, এবং সেই আনন্দ প্রকাশ করিবার উপায় থাকে, জগতের সার রত্ন মনুষ্যের থাকিবেনা কেন? বিকার হেতু উপস্থিত হইলে জড়পদার্থকে যদি অবিকৃত রাখা দুঃসাধ্য হয়, তবে মনুষ্যের চিত্তবেগ কে নিবারণ করিতে পারে? সেরূপ ধীর যদি কেহ থাকেন, শার্দ্দূলচর্ম্ম পরিয়া দেবদারু তলে তপস্যা করুণ কেহ ধারণ করিবে না। কিন্তু মনে থাকে যেন, যে যোগীবরেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল।

আমরা সে ধৈর্য্যচ্যুতির কথা বলিতেছি না, আমরা আনন্দ জনিত সামান্য ধৈর্য্যচ্যুতির কথা বলিতেছি; তবে আনন্দ সব সমান নয়। যে আনন্দে হাসি টিপিয়া রাখা দায় হয়, যেন কোন ছল পাইলেই হাসিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয়, অথচ হাসিতে লজ্জা করে, এ সেই আনন্দ। যে আনন্দ গলিয়া জল হইয়া চক্ষু দিয়া নির্গত হয়, এ সে আনন্দ নহে; এ আনন্দে স্থির থাকা দায়; চপলতা জন্মে; কোন কাজ করিয়া এ আনন্দ কে ভুলাইয়া দিতে ইচ্ছা করে, অথচ যেন আহ্লাদের শেষ হয় না। কোন কোন আনন্দে রৌদ্র ও বৃষ্টি হয়, চক্ষে জল টুকুও থাকে মুখে হাসি টুকুও থাকে, এ তাহাও নহে, হাসি অধরপ্রান্তে মিলাইতেছে। মুকুর সন্নিহিত হইয়া আপনার মুখ দেখিলে বোধ হইবে যেন সকলে মনের ভাব বুঝিতে পারিতেছে, আপনা আপনি লজ্জা হইবে।

মতিলাল যতক্ষণ গৃহ প্রবেশ করেন নাই, ততক্ষণ তাঁহার মন, মোহিনী মূর্ত্তিময় ছিল। কোথায় তাঁহার দেখা পাইবেন, তজ্জন্যই ব্যস্ত ছিলেন। দেখিবা মাত্র একেবারে নূতন ভাবের উদয় হইল; চিত্ত যেন গলিয়া সেই আনন্দের সহিত মিশাইয়া গেল; আত্ম বিস্মৃত হইলেন, ক্ষণকাল পূর্ব্বের আচরিত কার্য্য পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইতে লাগিলেন; যাহা কিছু করেন, অন্য মনে। সুমুখীও যেন কতকাল পরে দেখা পাইলেন; ভ্রাতাকে পড়া বলিয়া দেওয়া গোলমাল হইয়া গেল। তাহাকে আপনা আপনি পড়া করিতে বলিয়া সাদরে কনিষ্ঠকে অঙ্কে গ্রহণ করতঃ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

হঠাৎ সুমুখী শুনিলেন, পিতৃস্বসা ডাকিতেছেন। চঞ্চল নেত্র স্থির হইল। দ্বারের দিগে অগ্রসর হইতেছেন, দেখিলেন, গৃহদ্বারে প্রসন্নময়ী। প্রসন্ন বলিলেন, "বর্দ্ধমান হইতে লোক আসিয়াছে, আয় দেখা করিগে।" সুমুখী অগত্যা মতিলালের দিকে চাহিয়া বিষণ্ণ মুখে—"আসছি," বলিয়া পিতৃস্বসার অনুগামিনী হইলেন। যুবকের আনন্দ সূর্য্য মেঘাবৃত হইল।

ইঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ সর্ব্বদা হইত না, যাহা হইত তাহাও অতি অল্পক্ষণের জন্য। ইহার উপরেও প্রসন্নের উপদ্রব গুরুতর। মতিলাল বুঝিলেন অদ্য আর সাক্ষাৎ হইবে না; শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে।

———oo———

নবম পরিচ্ছেদ।

"বলে ছলে ধরে তারে, বাঁধিয়াছ কারাগারে,"

আগামী কার্ত্তিক মাসে মহা সমারোহের সহিত রাসযাত্রা, ও অগ্রহায়ণ মাসে গোকুলবিহারির বিবাহ, এতদুপলক্ষে বনওয়ারি রাধারমণ রায়কে সপরিবারে বর্দ্ধমানে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। রাধারমণ বাবু স্বয়ং যাইতে

পারিবেন না, সুতরাং তাঁহার পত্নী ও পুত্রগণের যাওয়া হইবে না; বনওয়ারি ইহা সহজেই বুঝিল, এবং "জ্যেষ্ঠতাতও তাহা পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছিলেন",—কহিল; কিন্তু সুমুখী ও প্রসন্নময়ীর গমন সম্বন্ধে কোন আপত্তিই শুনিল না। রাধারমণ বাবুকে কোন কার্য্যের জন্য জেদ করা বড় কঠিন কার্য্য; তবে প্রসন্নময়ীর সহায়তায় অনেকক্ষণ বনওয়ারি কথা কহিতে সাহসী হইয়াছিল। প্রসন্ন, ভ্রাতৃকন্যাকে লইয়া যাইতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাধারমণ রায় বিচক্ষণ লোক, এবং স্থির প্রতিজ্ঞ। যাহা হইবার নয়, তাহা প্রথমেই স্থির করতঃ একবার বলিয়াছেন। বনওয়ারি ও প্রসন্নের যত্ন বিফল হইল। তবে প্রসন্নের ব্যাকুলতার জন্য তাঁহার নিজের গমনের পক্ষে রায় মহাশয়ের কোন মতামত রহিল না। অগত্যা বনওয়ারিকে তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। রায় মহাশয় বনওয়ারিকে দিনকত পাটনায় থাকিতে অনুরোধ করিলেন; বনওয়ারি তাহাতে বিশেষ সম্মতি প্রকাশ করতঃ কহিল,—"যখন এতদূর আসিয়াছি তখন দুই চারি দিন এদেশ না দেখিয়া যাইব না, বিশেষতঃ একবার গয়া যাইতে হইবে।" সত্বরেই বনওয়ারি গয়া যাত্রা করিল। প্রসন্নময়ীর পিতা মাতার প্রেতোদ্ধার এপর্য্যন্ত হয় নাই, সুতরাং এই সময় সে কার্য্য শেষ করিয়া রাখা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বনওয়ারির সঙ্গে গেলেন। গয়ায় গিয়া প্রসন্নময়ী, ও বনওয়ারী উভয়ে আবশ্যকীয় পরামর্শ স্থির, ও পিণ্ড দানাদি শেষ করতঃ যথা কালে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বর্দ্ধমান যাওয়ার আয়োজন সত্বরেই হইল। জল পথে কাটোয়া পর্য্যন্ত গমন স্থির হয়। রাধারমণ রায়ের নিজের একখানি বজরা ছিল; যখন তিনি জল পথে ভ্রমণ করিতেন, তখন ঠিকা লোক নিযুক্ত হইত, কেবল একজন বেতনভোগী বিশ্বাসী মাঝি নিয়ত নিযুক্ত ছিল। ভগ্নীকে কাটোয়া পৌঁছিয়া দিবার জন্য যে সকল ঠিকা লোক রায় মহাশয় নিযুক্ত করেন সকলগুলিকেই বনওয়ারি বিলক্ষণ রূপে হস্তগত করে।

যাত্রার দিন স্থির ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তরণীতে সংগৃহীত হইল। কল্য প্রাতেঃ নৌকা খোলা হইবে; কিন্তু অদ্য দুই প্রহরের পর দিন ভাল, পঞ্জিকা দেখাইয়া প্রসন্নময়ী জানিয়াছেন, সুতরাং আহারাদির পর যথা বিধি যাত্রা করিয়া প্রসন্ন নৌকায় উঠিলেন। সঙ্গে রাধারমণ রায়ের সকল সন্তানগুলি, ও দাস দাসী প্রভৃতি বাটীর অনেকে গেল, সায়ংকালে রায় মহাশয় ও তাঁহার পত্নী নৌকায় গিয়া সকল দেখিয়া ও সন্তানদিগকে লইয়া আসিবেন।

বজরায় বসিয়া প্রসন্ন, সুমুখীর হস্ত ধারণ করতঃ দুই এক বিন্দু অশ্রুপাত করিলেন। ইতিপূর্ব্বে কিছু দিন ধরিয়া প্রসন্নময়ীর কণ্ঠস্বরে সুমুখীর হৃদয় শুকাইত; দুই এক দিন তাঁহার কর্কশ ভাষায় মতিলালের সমক্ষে লজ্জিতা হইয়াছিলেন; কিন্তু অদ্য তাঁহার চক্ষের জল দেখিয়া সুমুখীর হৃদয় একেবারে শোকে উছলিয়া উঠিল। নেত্রনীর সম্বরণ করিতে পারিলেন না। উন্নত নাশিকার দুই পার্শ্ব হইতে গণ্ডস্থল বহিয়া এক এক বিন্দু উষ্ণজল পড়িতে লাগিল। বিয়োগাশঙ্কা কাতরা সুমুখী, পিতৃস্বসার পূর্ব্বাচরিত সমস্ত ভুলিয়া গেলেন।

এদিকে বনওয়ারি সুমুখীর অজ্ঞাতসারে ছলে রাধারমণ বাবুর পুত্রদিগকে রৌদ্রে ভৃত্য সমভিব্যাহারে বাটী পাঠাইয়া দিল, কহিয়া দিল, "সন্ধ্যাকালে সকলে আসিয়া সুমুখীকে লইয়া যাইবেন।" মাঝিকেও—"এই পত্র দিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যাহা বাকী আছে আনাইয়া লও," বলিয়া বিদায় করিয়া দিল। মাঝি আজ্ঞা মাত্রেই বিদায় হইল। রাধারমণ রায়ের পক্ষীয় লোক আর একটিও রহিল না।

দাঁড়িদিগের মধ্যে উপযুক্ত মাঝি দুই জন ছিল, তাহা বনওয়ারি পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখে। সকলে প্রস্থান করিলে বনওয়ারির ইঙ্গিত মাত্রে বন্ধন রজ্জু মুক্ত ও নঙ্গরাদি উত্তোলিত হইল। ক্ষণ মধ্যেই ক্ষিপ্রহস্তে দাঁড়ি কয়েক

জন, সাধামতে টানিতে আরম্ভ করিল। নদীতে স্রোত প্রবল, তরণী প্রকাণ্ড হইলেও ক্ষেপণী সাহায্যে তীরবৎ বেগে চলিতে লাগিল; আবার সেই বাঁক ফিরিবা মাত্র প্রবল বায়ু অনুকূল হওয়াতে নৌকা পালভরে দেখিতে দেখিতে দুই তিন ক্রোশ পথ চলিয়া গেল। তখনও মাঝি রায় মহাশয়ের বাংলায় পত্র লইয়া পৌছে নাই; নদীতীর হইতে বাংলা প্রায় এক ক্রোশ পথ অন্তর।

ক্ষেপনীর শব্দ শুনিয়া সুমুখী চমকিলেন, বলিলেন "একি?" প্রসন্ন ঢাকিলেন, বলিলেন "বোধ হয় আগে গিয়া বাঁধিবে।" তাঁহার প্রফুল্ল মুখ ও কথার ভাবেই সুমুখীর গুরুতর সন্দেহ হইল। এই সন্দেহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়াতে তিনি অত্যন্ত কাতরা হইলেন। বোধ হইতে লাগিল শক্রপুরি মধ্যে একাকিনী আবদ্ধা হইয়াছেন; শুনিলেন ভ্রাতা প্রভৃতি সকলে বাটী গিয়াছেন; লক্ষণ ভাল নয়। এ নৌকায় তাঁহার আর কে আছে যে উদ্ধার করিবে? বাল্যাবধি স্নেহময়ী পিতৃস্বসা, কাল ভুজঙ্গিনী রূপে সম্মুখে রহিয়াছেন; এখন কি আর কথা শুনিবেন? আর কাহাকে বলিবেন? পক্ষ থাকিলে উড়িয়া যাইতেন, তাহাও ত নাই; পিতৃস্বসাকেই বলিলেন, "নৌকা খুলিয়া কোথা যাইবে?"

"বৰ্দ্ধমানে।" প্রসন্ন এবার আর ঢাকিলেন না।

"কেন?"

প্রসন্ন নিরুত্তর। সুমুখী চাতুরী বুঝিলেন, প্রসন্নের স্বভাব তিনি জানিতেন, বুঝিলেন, স্তুতি অনুনয়াদি বৃথা; চিত্ত দমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন; সে চেষ্টাও নিষ্ফল হইতে লাগিল; গুরুতর বিপদের সময় হঠাৎ চিত্ত দমন করা অতি কঠিন কার্য্য। অনেকে পারে না, যাঁহারা পারেন তাঁহারাই সাধু। জীবিত থাকিলে সকল কষ্টই সহিয়া যায়, কিন্তু হঠাৎ নহে; —কালে। ইঁহারও কালে সহিবে। কিন্তু এখন বোধ হইতে লাগিল যেন

কেহ তাঁহাকে দৃঢ় রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তিনি বেগে চারিদিকে পলাই বার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু রজ্জুর সীমা অতিক্রম করিতে গেলেই চরণে বাধিয়া পতিত ও ব্যথিত হইতেছেন। অসহ্য চিত্ত বেগে কাতরা হইয়া মৌন হইয়া আছেন, মধ্যে মধ্যে পিতৃস্বসাকে স্তুতি ও ভয় প্রদর্শন করিতে-ছেন। অবশেষে সমস্ত বিফল দেখিয়া বস্ত্র মধ্যে মুখ লুকাইলেন, মতিলাল কোথা? আর তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে কি? ইহাই সুমুখীর দারুণ যন্ত্রণা। পিতার আদরের সুমুখী; পিতৃ গৃহে তাঁহার রোদনের কারণ কখন হয় নাই; সুমুখীর হৃদয় বাষ্পপূর্ণ হইল। অন্তর্নিহিত বহ্নি তাঁহাকে দ্বিগুণ দগ্ধ করিতে লাগিল। অনুশোচনা আসিয়া তাঁহার কর্ণে বলিল;—"কেন তরণীতে আসিয়া ছিলে?" আরও কাতরা হইলেন। এমন জানিলে কে আসিত? ইতি পূর্ব্বে যে পিতৃস্বসার জন্য কাতরা হইয়াছিলেন, বাঘিনীর মূর্ত্তি ধরিয়া তিনি সম্মুখে; তাঁহার দিকে চাহিতে সুমুখীর ইচ্ছা হইল না। এক ভরসা পিতা। তিনি ইহা কখনই সহিবেন না। এই আশাই এক এক বার শান্তি দিতেছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

"বাপ মা মহাবিয়োগী দেখনে ন পায়কে।"

পত্রবাহক যখন বাংলায় পৌঁছিল, তখনও রাধারমণ রায় আসেন নাই। একজন সরকার সর্ব্বদা থাকিত, মাঝি তাহারই হস্তে পত্র দিয়া তাহাতে লিখিত দ্রব্য সকল সত্বরে নৌকায় পাঠাইতে কহিল। খুলিয়া পাঠ করিতে গিয়া সরকার দেখিল, পত্র উত্তমরূপে আঁটা ও তদুপরি লিখিত আছে "অপর কেহ খুলিবে না।" শিরোনামা রায় মহাশয়ের নামে। পত্র অপর

কেহ খুলিলে বিশেষ ক্ষতি নাই জানিয়াও বনওয়ারির এরূপ লিখিয়া দিবার কারণ এই যে সংবাদ রায় মহাশয়ের আগমনের পূর্ব্বে কেহ জানিবে না।

লেখা দেখিয়া সরকার পত্র খুলিতে সাহস করিল না। বিস্মিত হইয়া মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিল;—"কি কি চাই কিছু বলিয়া দিয়াছেন কি?"

মাঝি বলিল, "না, কেবল পত্র দিয়া বলিলেন, যাহা যাহা চাই লিখিয়া দিলাম, আনাইয়া একেবারে লইয়া আইস।"

সরকার মহা সঙ্কটে পড়িল, বলিল "এ পত্র আমি খুলিতে পারিব না, কর্ত্তা আসিলে রাত্রে সমস্ত যাইবে।"

মাঝি বলিল "তবে আমি বসিয়া কি করি, নৌকায় যাই,—কিন্তু রাত্রের মধ্যে সব চাই শেষ রাত্রে নৌকা খুলিব।" সরকার বলিল "আমি স্বতন্ত্র ফর্দ্দ পাইলে দ্রব্য পাঠাইতে পারি, এরূপ অনুমতি আছে, কিন্তু চিঠী খুলিতে পারি না।" "তবে আমি চলিলাম তাই বলি গে," বলিয়া মাঝি প্রস্থান করিল। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সরকার পত্রখানির এপিট ওপিট দেখিল; না খুলিয়া যদি পড়িতে পারে তাহার ও চেষ্টা করিল, কিছু করিতে না পারিয়া শেষ ভাবিল, ভাল এ যখন নৌকার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ফর্দ্দ তখন আমি খুলিতে পারি, কৌতূহল বলবান হওয়াতে খুলিয়া ফেলিল; পড়িয়া যাহা দেখিল, বিস্মিত হইল, আবার জুড়িয়া কষ্টে সৃষ্টে একরূপ বদ্ধ করিল, ভয় হইল পাছে কর্ত্তা জানিতে পারেন। মাঝি যথা সময়ে কূলে পৌঁছিয়া দেখে বজরা নাই, নিকটস্থ লোককে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ কিছু বলিতে পারিল না। দুই একটা হাঁক দিল, কে উত্তর দিবে? একজন লোক জিজ্ঞাসা করিল; "জজ বাবুর বজরা খুজিতেছ?"

"হাঁ, বজরা কোথায় জান?"

"অনেকক্ষণ খুলিয়া গিয়াছে।"

"সেকি! কতক্ষণ খুলিয়াছে?"

" প্রায় দেড় ঘণ্টা হইবে। কেন গা ?"

" বজরা যে কাল খুলিবে। আমি মাঝি, হাল কে ধরিল ? "

" তাহা জানিনা ; অবশ্য আর কেহ ধরিয়া থাকিবে।"

মাঝি অবাক্ হইয়া রহিল, এদিক্ ও দিক্ চাহিয়া আর একবার হাঁকেদিল, ফিরিয়া সেই লোককে জিজ্ঞাসা করিল ; "হাঁগা সত্যই খুলিয়া গিয়াছে দেখিয়াছ ? " সে ব্যক্তি হাসিয়া বলিল, " না গিয়া থাকে ঘাটে বান্ধা আছে খুঁজিয়া দেখ।"

মাঝি ভাবিল তাওত বটে, অগত্যা বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইল। পথে মনে মনে কতই আন্দোলন করিতে লাগিল, নৌকায় যাইবার জন্য উত্তম তাম্রকূট কিছু সঞ্চিত ছিল, তাহার অপব্যয় হইবে ; আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। বাটী হইতে আসিবার সময়, আষাঢ় মাসে রায় মহাশয় একযোড়া পুরাতন পাদুকা দিয়াছিলেন, সে যোড়াটী এই কয়েক মাস বর্ষায় ব্যবহারেও একবার বই ছিন্ন হয় নাই, তাহাও মেরামত করান হইয়াছে, সে যোড়াটির অদৃষ্টে কি হইবে ? বস্ত্রগুলি ! তাইত সে গুলি লইয়া যাইবে কোথায় ? এখনই ফিরিবে, নচেৎ কাপড় গুলি দিয়া যাইত। আর তাহার ন্যায় শক্ত মাঝিইবা পাইবে কোথায় ? নৌকা যাইবে না স্থির হইল। কিয়দ্দূর গিয়া আর একবার ফিরিয়া চতুর্দ্দিক্ দেখিল, ভাবিল, একবার বাটীতে সংবাদ দেওয়াও আবশ্যক, যাই জিনিসগুলি লইয়া আসি। মাঝি গৃহাভিমুখেই চলিল।

অদ্য রাধারমণ রায় পাঁচটার পূর্ব্বেই বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া বেশভূষা পরিত্যাগ করতঃ নৌকায় যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন ; সহীসকে ঘোড়া খুলিতে নিষেধ করা আছে। ইতিমধ্যে সরকার প্রেরিত বনওয়ারির পত্র ভৃত্য তাঁহার হস্তে দিল। পাঠ করিতে করিতে রাধারমণ বাবু হদে আসিয়া বসিলেন। ক্রমে তাঁহার মুখ গম্ভীর ও আরক্ত বর্ণ হইল, সরকারকে ডাকিলেন, এমন সময়ে মাঝি আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল " নৌকা ঘাটে নাই।

খুলিয়া কোথা গিয়াছে।" আরক্ত লোচনে মাঝির দিকে চাহিয়া রায় মহাশয় বলিলেন; "কত ক্ষণ?"

মাঝি। "দুইটার পূর্ব্বে।"

সম্মুখে ঘড়ি ছিল, দেখিলেন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। স্রোতভরে পলায়নপর নৌকা প্রায় ছয় ক্রোশ গিয়াছে, এবং নঙ্গর করার পূর্ব্বে আরও চারি ক্রোশ যাইতে পারে, তাঁহার অনুমান হইল। নদী তীরে সন্ধান করিতে করিতে দশবার ক্রোশ গেলেই তাহাদিগকে ধরা যাইবে, এবং সহজে না আইসে পুলীসের সাহায্যে তাহাদিগকে আনা যাইবে বিবেচনা করিয়া তদুপযোগী ব্যবস্থা করিতেছেন, দেখিলেন, মতিলাল গৃহে প্রবেশ করিলেন। মতিলাল রাধারমণের পুত্রের ন্যায় স্নেহপাত্র হইয়া উঠিয়া ছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া রায় মহাশয় নিকটে বসিতে, ও পত্রখানি দিয়া পাঠ করিতে বলিলেন। পত্র পাঠ করিতে করিতে মতিলালের মুখ একবার ভ্রূকুটি-কুটিল হইল, তাহা দেখিয়া রায় মহাশয়েরও ভয় জন্মিয়া ছিল, তিনি সেরূপ ভ্রূভঙ্গী কখনও দেখেন নাই। তৎপরেই রক্ত বনিকের মুখ স্বাভাবিক প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইল। এই দুই ব্যাপারই রায় মহাশয়ের পক্ষে কিছু বিস্ময়কর হয়। মাঝি প্রভৃতি সকলে একেবারে কেন নৌকা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

বনওয়ারির পত্রে স্পষ্টতঃ লেখাছিল, যে উমাচরণের অনুমতি মতে বিবাহ নিবারণ জন্য সুমুখীকে বর্দ্ধমান লইয়া যাওয়া হইতেছে। বনওয়ারি ভাবিয়া ছিল, "এখন ত পগার পার হইলাম;" অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া অপরিণামদর্শী যুবা আমোদে এরূপ লিখিয়াছিল। এ সংবাদে রাধারমণ রায়ের ত ক্রোধ জন্মিবেই, মতিলালেরও ক্রোধ এবং ক্ষোভ জন্মিল। সুমুখী তাঁহার সহিত অচিরে পরিণীতা হইবেন; এবং তাঁহার প্রাণাপেক্ষাও যে প্রিয়তরা, রাধারমণ বাবু তাহা জানিতেন; এক্ষণে তাঁহার সহিত চির বিরহ আশঙ্কা-

জনিত ক্ষোভ ও চাতুরী-জনিত ক্রোধে তাঁহার ভ্রূভঙ্গী স্বাভাবিক, কিন্তু ভ্রূ-ভঙ্গীর প্রকার অদ্ভুত। এই ভ্রূকুটী দেখিয়াই তিনি বিস্ময়াপন্ন না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তৎপরেই মতিলালের ক্ষোভাদির পরিবর্ত্তে প্রসন্নতা দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন 'একি!'

যাহা হউক, নৌকা ফিরাইবার জন্য তিনি যে কল্পনা করিয়া ছিলেন, শুনিয়া মতিলাল বলিলেন, "ভালই, আপনার লোকের পশ্চাতেই আমিও কয়েক জন লোক পাঠাইব, কি জানি যদি দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়।" রাধারমণ বাবু অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না, নীরবে রহিলেন, মতিলাল বিদায় লই-লেন। অচিরে লোক জন প্রেরিত হইল। তখনও সহীস ঘোড়া খোলে নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

"And still they row'd——"

রাধারমণ বাবুর প্রেরিত লোক সকল সেই রাত্রে মশাল হস্তে ক্রমাগত তীরে-তীরে বেগে চলিতে আরম্ভ করিয়া প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ অতিবাহিত করতঃ একস্থলে কয়েকখান বড় বড় নৌকা বাঁধা রহিয়াছে দেখিল। সকলে কূলে নামিয়া অনুভব ও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, তন্মধ্যে একখানি বজরা আছে। নৌকা কয়েকখানির আরোহী ও নাবিকগণ ইহাদিগকে দেখিয়া দস্যু বিবেচনায়, প্রথমে ইহাদিগের কথার উত্তর দেয় নাই; পরে ইহা-দিগের সঙ্গে পুলীস দেখিয়া, ও কথা বার্ত্তায় দস্যু নহে এরূপ বিশ্বাস হওয়ায়, তন্মধ্যে একখানি বজরা আছে বলিয়া দিল। তখন তীরস্থ একজন জিজ্ঞাসা করিল, "বজরা কাহার?"

বজরা মধ্যে কি বলাবলি হইতে লাগিল। তীর হইতে পুনরায় প্রশ্ন হইল, "বজরা কোথা হইতে আসিতেছে?"

উত্তর হইল "তোমাদের প্রয়োজন কি?"

"প্রয়োজন না থাকিলে জিজ্ঞাসা করিব কেন? তোমাদের বলিবার আপত্তি কি?"

এই কথা কিছু কর্কশ ভাবে হওয়াতে বজরার লোক বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমরা অনেক দূর হইতে আসিতেছি। কোথা হইতে, কি বৃত্তান্ত, তাহা বলিব না।" রাধারমণ বাবুর মাঝি ইহাদের সঙ্গে ছিল, সে সগর্ব্বে বলিল "যত দূর হইতে হউক, আজ রাত্রেই পাটনা ফিরিতে হইবে। পলাইয়া কি পার পাওয়া যায়?" বজরার মধ্যে কে ব্যঙ্গ করিল, আর এক জন বলিল "কোম্পানীর লোক সঙ্গে আছে কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" স্ত্রী লোকের মৃদুস্বর ও অস্ফুট, ভয়-সূচক দুই একটি কথাও শ্রুত হইতে লাগিল। মাঝি আবার বলিল, "রাধারমণ বাবু তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হুকুম দিয়াছেন।"

"রাধারমণ বাবু কে?" বজরা হইতে প্রশ্ন হইল।

মাঝি। "পাটনা না গেলে চিনিতে পারিবে না।"

ইত্যবসরে মতিলাল প্রেরিত কয়েক জন লোক উপস্থিত হয়। ইহারা মল্লবেশী, যেন দাঙ্গা করিতেই আসিয়াছে। ইহাদের আসিবার কথা রাধা রমণ বাবুর লোকেরা পূর্ব্বেই জানিত, সুতরাং বড় একটা পরিচয় লইতে হইল না, ইহাদিগকে দেখিয়া সকলের সাহস বাড়িল। বাগ্‌বিতণ্ডা শুনিয়া মতিলালের লোকের মধ্যে এক জন বজরার উত্তরকারিকে ধমক্ দিল। সেই ধমকে সকলে চমকিয়া উঠিল। ক্রমে বাড়াবাড়ি দেখিয়া পুলীসের লোক মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন এ নৌকা তোমাদের বটে?"

মাঝি বলিল নিশ্চয়, কিছু মাত্র ভুল নাই।"

তখন তাহারা সেই বজরা খুলিতে নিষেধ করিল। রাত্রে মহা হুলস্থূল। গঙ্গাতীরে রাত্রি কাটিল। প্রাতঃকালে মাঝি স্পষ্ট দেখিল এ নৌকা রায় মহাশয়ের নয়, পশ্চিম প্রদেশীয় বজরা; কিন্তু সে কথা আর কাহাকেও বলিল না, কেহ জিজ্ঞাসাও করিল না। বজরাস্থ লোকে বিরক্ত; বিস্মিত ও ভীত হইয়া নৌকা অগত্যা পাটনা অভিমুখে ফিরাইল। পুলীসের লোক ভিন্ন অপর কহাকেও বজরায় উঠিতে না দেওয়াতে মাঝি ও অপরাপর সকলে গুণের সহিত চলিল; মনে করিল, আগে পাটনায় চল।

বজরা অপরাহ্লে পাটনায় পৌছিল; সংবাদ পাইয়া মতিলাল ও রাধারমণ বাবু কূলে আসিলেন। বজরা নিজের নহে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রায়মহাশয় মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ নৌকা কাহার?" মাঝির উত্তর নাই। তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করতঃ বজরার অতিশয় ক্রুদ্ধ আরোহী-দিগকে মিষ্ট কথা এবং কিঞ্চিৎ অর্থ দ্বারা শান্ত করিলেন। আরোহীগণ তীর্থযাত্রী, প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে; তাহারা রায় মহাশয়ের পরিচয় এবং ক্ষতি-পুরণ স্বরূপ কিছু পাইয়া অধিক গোলযোগ করিতে সাহস করিল না, আবশ্যক বোধও করিল না। এ দিনের গোলমাল এক প্রকার মিটিল। পর দিবস প্রভাতে বজরা খুলিয়া যাত্রীগণ প্রস্থান করিল। এরূপে বজরা ফিরাইয়া আনিবার বুদ্ধি ভাল হয় নাই। রায় মহাশয় নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

দুই এক দিন মধ্যে দুর্গোৎসবে আদালত বন্ধ হইবে, দেখিয়া, রাধারমণ বাবু স্বয়ং জলপথে বর্দ্ধমান গিয়া কন্যাকে আনয়ন করিবেন স্থির করিলেন ও তদুপযোগী উদ্যোগ হইতে লাগিল। পরিবার পাটনায় থাকিবে, একাকী যাইবেন।

এই সকল দেখিয়া মতিলাল যাহা করিলেন পরে বলা যাইবে।

এদিকে বনয়ারির নৌকা বায়ুভরে আসাতে, এবং সন্ধ্যার পরও কিয়ৎক্ষণ

বাহিয়া, প্রথম রাত্রেই প্রায় ১৫ ক্রোশ পথ আসিয়া নঙ্গর করে। পর দিবস প্রাতেঃ নৌকা খুলিল, ও এরূপে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

——oo——

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

" -that fatalblow
Has streched him on the bloody plain "

এক্ষণে আমরা বেহার হইতে বঙ্গে চলিলাম। জঙ্গিপুরের মোহানায়, ভাগীরথী, পদ্মার সহিত বিচ্ছিন্না হইয়া, যে সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করিয়াছেন আমরা সেই পথে প্রবেশ করি। যেখানে বিশাল হৃদয়া, ধবলোর্ম্মি সমলঙ্কৃতা, দুষ্প্রেক্ষণীয় কূলা, গর্জ্জন ভীষণা, বেগবতী প্রবাহিনী, স্রোতভরে তীরস্থ মৃত্তিকা ধৌত করতঃ সদর্পে আসিয়া স্বীয় বেগাদি পদ্মাকে সমর্পণ করিতেছেন, সে স্থান ক্রমে দৃষ্টির অতীত হইল। ইংরেজ মহাপুরুষেরা হুগলী নদী বলিয়া আজি যাহার মান বাড়াইতেছেন আমরা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। ইনি সঙ্কীর্ণা নদী বটে, কিন্তু বাঙ্গালা, বিহার, ও উড়িষ্যার পূর্ব্ব রাজধানী মুরসিদাবাদ ইঁহারই তীরে, সমগ্র ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতাও ইঁহার তীরে।

বেলা অবসান হইল; প্রকাণ্ড অনল কুণ্ডের ন্যায় দিনমণি পশ্চিম গগণে ধীরে ধীরে নামিতে নামিতে অদৃশ্য হইলেন, স্বর্ণ রেখার ন্যায় মেঘগুলিকে কেহ সিন্দুর ঢালিয়া দিল। সন্ধ্যা কপালে অর্দ্ধচন্দ্র ও একটি ম্লান তারার টিপ কাটিয়া দেখা দিলেন, সেই তারাটি যত উজ্জ্বল হইতে লাগিল, ঈর্ষায় আস পাশ হইতে বঙ্গীয় লেখকের ন্যায় রাশি রাশি নক্ষত্র দেখা দিল। নৌকায় একটি বাতায়ন পার্শ্বে বসিয়া সুমুখী শান্ত

সংসার দেখিতেছিলেন, চক্ষে সকল বস্তুরই প্রতিবিম্ব পড়িতেছিল, কিন্তু মনে কিছুরই নয়। অনতি দূরে একটি আলোক দৃষ্ট হইল। বনওয়ারীর বজরা সেই গ্রামাভিমুখে চলিল; গ্রামের কিছু অন্তরে বালুকাময় প্রদেশে তরী সংলগ্ন হইল।

অদ্য সোমবার, শুক্লপক্ষ। প্রসন্নময়ী সোমবারের ব্রত করিয়া থাকেন; অদ্যও করিবেন। আজ ভক্তি কিছু অধিক হইয়াছে; দেবাদিদেব মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন। নৌকায় পূজা ও পারণা হয় না, চরে নামিয়া হইবে। অপরিচিত স্থলে সুমুখীকে নামিতে দেওয়া উচিত নহে বলিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন না; স্বয়ং আবশ্যকীয় ভৃত্যাদি লইয়া যথাবিধি পূজা সমাপনান্তে কিঞ্চিৎ উপরে পাকের আয়োজন করিলেন। রাত্রিকালে নদীতীরে পাক করিয়া আহার করা যে কি কষ্টকর তাহা যাঁহারা জানেন না, তাঁহারা একটি প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রে দুই দণ্ড কাল মাত্র শূন্যে রাখিয়া দেখিলে কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হওয়াতে এবং যে স্থলে পাক হইতেছিল, সে স্থল কানাত দ্বারা বেষ্টিত থাকাতে অনেক সুবিধা হইয়াছিল। প্রসন্নের নিকট ভৃত্যাদি সমস্তই ছিল, নাবিকদিগের মধ্যে কয়েক জন গ্রামে গিয়াছিল, নৌকায় বনওয়ারি, সুমুখী ও দুই তিন জন নাবিক ভিন্ন অপর কেহ ছিল না।

বনওয়ারিলাল সুমুখীকে তরণীস্থা করিয়া অবধি স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করে। কিন্তু প্রসন্নময়ী কখনই সুমুখীর সঙ্গ ছাড়েন না, বনওয়ারির মনের অভিলাষ মনেই রহিল। সুমুখী কিছু বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, প্রসন্নময়ী দেখিয়া ছিলেন, বনওয়ারির চিত্ত কিয়ৎ পরিমাণে সুমুখীর রূপের পক্ষপাতী। কিন্তু বনওয়ারি সৎস্বভাব বলিয়া প্রসন্নর মনে ধারণা ছিল, সুতরাং বনওয়ারি চিত্ত দমন করিতে পারিবে, এ বিশ্বাসও মনে স্থান পাইয়াছিল, এবং সেই বিশ্বাসেই অদ্য সুমুখীকে এ

অবস্থায় রাখিতে সাহস করিয়াছিলেন। এক্ষণে সুযোগ পাইয়া বনওয়ারির পাপ মনে, পাপ বৃত্তির উদয় হওয়াতে ধীরে ধীরে ভিতরের কামরায় উপস্থিত হইল। দেখিল, সুমুখী অন্য মনে জলের দিকে চাহিয়া আছেন, তাহার গৃহ প্রবেশ জানিতেও পারেন নাই।

এখনও সুমুখী সেই জলের দিকে চাহিয়া আছেন, আর উপরে দেখিতেছেন না; দেখিতেছেন, জলে কেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি উঠিতেছে, বজরার তলে সেইগুলি লাগিয়া একটু একটু শব্দ হইতেছে, সম্মুখে নৌকার ছায়া পড়াতে জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়ে নাই, কিন্তু একটু বাহিরে বোধ হইতেছে যেন কেহ রাশি রাশি জোনাকি মারিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়াছে তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি উঠিতেছে আবার ডুবিতেছে। এইরূপ আর একদিন দেখিয়াছিলেন, তখন সুমুখী তাঁহার পিতার সঙ্গে; সেই একদিন আর এই এক দিন; হায়! সেদিন কি আর কখনও হ'বে না! একাগ্রচিত্তে সুমুখী সেই সকল ভাবিতেছিলেন, বাহ্যজ্ঞান একপ্রকার রহিত হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন. দেখিলেন বনওয়ারি পার্শ্বে বসিয়া দক্ষিণ হস্ত ধরিয়াছে; পাপিষ্ঠের অভিপ্রায় বুঝিতে সুমুখীর বাকী রহিল না।

সুমুখী রাধারমণ রায়ের আদরের কন্যা। কখন কর্কশ বাক্যের দ্বারাও কাহার ও নিকট অবমানিত হন নাই। রাধারমণ বাবু সুশিক্ষিত, সুমুখী তাঁহারই গৃহে চির পালিতা। শিক্ষা, উপদেশ, ও দৃষ্টান্তের গুণে সুমুখীর চিত্ত এত দূর উন্নত হইয়াছিল, যে বনওয়ারির ন্যায় পিশাচে, স্ত্রীলোকের, অথবা কাহারও চিত্তের সেরূপ উন্নত ভাব কল্পনা করিতে পারে না। অশিক্ষিত, নীচপ্রবৃত্ত লোকের, নিজ চিত্তই জগতের আদর্শ; যে উন্নত চিত্তের গতি অনুভব করিতে পারে, সে পিশাচ জন্ম হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। সুমুখী বালিকা; এরূপ ষোড়শ বর্ষীয়াকে যিনি যুবতী বলেন, বলুন, আমি বালিকা বলিব। সুমুখী বিবেচনা করিলেন, তৎসনায় বনওয়ারিকে

শাস্ত্র করিব। এটি সুমুখীর ভ্রম; বনওয়ারির প্রকৃতি তাঁহার সাধ্য কি বুঝেন?

ধৃতা হইবা মাত্র কুপিতা কনিনীর ন্যায় বালিকা গ্রীবা বক্র করতঃ গর্জিয়া উঠিলেন। অপর কেহ তথায় থাকিলে দেখিত, যে সুমুখী প্রদীপ্তবহ্নির ন্যায় জ্বলিতেছেন। যে পিতৃব্যকে সুমুখী এতদিনও পিতার ন্যায় মান্য করিতেন, আজি সগর্ব্বে, প্রৌঢ়া বীর নারী যোগ্য স্বরে, তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া কহিলেন; "কি! তোমার এই ব্যবহার! আমি তোমাকে সচ্চরিত্র বলিয়া জানিতাম, কিন্তু অদ্য হইতে জানিলাম, যে তোমার নামও সচ্চরিত্রের পক্ষে কলঙ্ক। যাহাকে প্রত্যহ তোমার,—মুখ দেখা দূরে থাকুক, নাম মুখে আনিতে বা স্মরণ পর্য্যন্ত করিতে হয়, তাহার ন্যায় দুর্ভাগ্য আর জগতে নাই। আমি নিতান্ত হতভাগিনী, নচেৎ—" বলিতে বলিতে সুমুখীর চক্ষে জল আসিয়া স্বর বিকৃত হইল, জড়িতস্বরে আবার বলিলেন, "নচেৎ সিংহের কন্যা হইয়া শৃগাল কর্ত্তৃক এরূপ অবমানিত হইতাম না।" ক্রোধে অভিমানে, ও ঘৃণায় সুমুখী আর কথা কহিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন জগতের সকলেই তাঁহার পিতার ন্যায় উদার, অমায়িক, মহৎ, ও জ্ঞান পূর্ণ; সংসারের প্রথম পাপচিত্র তিনি বনওয়ারিতে দেখিলেন; ভাবিলেন আর এক মুহূর্ত্তও কেমন করিয়া ইহার সংসর্গে থাকিবেন?

বনওয়ারি এখনও পাপ মুখে ঈষৎ হাসি হাসিয়া কিছু বলিতে আরম্ভ করিতেছে দেখিয়া, দ্বিগুণতর কুপিতা সুমুখী দণ্ডায়মানা হইলেন, বলিলেন, "পাপিষ্ঠ! আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ আপনিই বহির্গতা হইবেন, হস্ত আকৃষ্ট বোধ করিলেন, তাঁহার হস্ত পাপিষ্ঠ কর্ত্তৃক ধৃত! কি পাপ! এখনও হাসে! এইবার সুমুখী ভীতা হইলেন, অনন্য সহায়, দাঁড়িদিগের সাহায্য চাহিতে ঘৃণা বা লজ্জা করে, কাতরা হইলেন।

"বাপরে" এই উক্তির পরই ঝপাৎ করিয়া জলে কিছু পড়িল। কামান্ধ

বনওয়ারির বা ক্রোধান্ধ সুন্মুণীর কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল না। মশাল হস্তে যম দূতবেশী দুইজন অস্ত্রধারী পুরুষ প্রথমেই বহির্গমনোন্মুখা সুন্মুণীর চক্ষে পতিত হইল। তিনি তাহাদের আকার দেখিয়া কিঞ্চিৎ শিহরিলেন বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আনন্দিতা হইলেন, ভাবিলেন, তাহার উদ্ধারার্থ দেবদূতের আগমন হইয়াছে। তাহারা অগ্রসর হইতে না হইতে নির্ভয়ে সুন্মুণী বলিলেন "দেখুন, পাপিষ্ঠ স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।" ক্রোধভরে এই কথা বলিতে বলিতে লজ্জিতা হইলেন, কিন্তু গৃহ প্রবেশ করিলেন না। "নরাধম! এখনই উপযুক্ত শাস্তি পাইবি।" বলিয়া এক জন বনওয়ারিকে আকর্ষণ করিয়া বাহিরে আনিল, বিশেষ বলবান্ হইলেও বনওয়ারি কিছু মাত্র আত্ম রক্ষার চেষ্টা করিল না। ইত্যবসরে আর এক জন বীর পুরুষ গৃহ প্রবেশ করিল। প্রদীপ্ত আলোকে সুন্মুণী স্পষ্ট দেখিলেন মতিলাল। এখনও বনওয়ারি জীবিত, সম্মুখে দণ্ডায়মান; লজ্জায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করতঃ অধোবদনে রহিলেন।

• মতিলালকে দেখিয়া তাঁহার মশালধারী অনুচরদ্বয় কামরার মধ্যে উপযুক্ত স্থলে মশাল রক্ষিত করিল। যে ব্যক্তি বনওয়ারিকে ধরিয়াছিল, সে বনওয়ারিকে মহাষ্টমীর ছাগের ন্যায় মতিলালের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিল, "পাপিষ্টকে উৎসর্গ করুন, আমরা না আসিলে অত্যাচার করিত।"

ক্রোধে আরক্ত লোচন মতিলাল বজ্রমুষ্টিতে বনওয়ারির হস্ত ধারণ করতঃ অসি উত্তোলন করিলেন। বনওয়ারি মতিলালকে চিনিতে পারিয়া এবং হননোদ্যত দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে পার্শ্বস্থ পুরুষের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক ছুরিকা গ্রহণ করতঃ মতিলালকে আক্রমণ করিল; অস্ত্রধারী পুরুষ, বনওয়ারির আকর্ষণের প্রতিরোধে অক্ষম ও সম্মুখে নত হইয়া পড়িল, এবং মতিলালের অসি যদি লঘু হস্ত চালিত হইয়া সেই আক্রমণের বাধা না দিত তাহা হইলে তাঁহাকেও পতিত হইতে হইত। মতিলাল নিমেষ মধ্যে অসি পুনশ্চালিত

করিয়া বনওয়ারির মস্তক দ্বিখণ্ডিত ও ভূপাতিত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেহও পরিবর্ত্ত হইয়া কিয়ৎকালের জন্য হস্ত পদ চালনা করিতে লাগিল। সুমুখী শিহরিয়া উঠিলেন, দেখিলেন মতিলাল জীবিত আছেন, দেহ ও অসি রুধিরাক্ত; মতিলালকে যেন আর কোথায় জলপথে দেখিয়া ছিলেন, বোধ হইতে লাগিল, চিত্ত চঞ্চল হইল।

পূর্ব্ব প্রবিষ্ট অস্ত্রধারীদ্বয় সত্বরে মৃতদেহ অন্তরিত, ও গৃহ পরিষ্কৃত করতঃ বহির্গত হইল। মতিলাল অসি কোষস্থ করিয়া শান্ত মূর্ত্তিতে সুমুখীর নিকট আসিলেন, ক্ষণমধ্যে তরণীর অবস্থান্তর হইল।

—o(—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"প্রতি পথ গতিরাসীৎ——"

নৌকা চলিতেছে দেখিয়া সুমুখী আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া মতিলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৌকা চলিতেছে নাকি? পিশিমা কোথায়?"

ম। "তিনি নিকটেই আছেন।"

সু। "নৌকা যাইতেছে কোথা?"

ম। কোথাও যাইতেছে না; একটু বাহির জলে উত্তম রূপে নঙ্গর করা থাকিবে, চাল দাঁড় কিছুই থাকিবে না, এবং তাহা সংগ্রহ করিবার পূর্ব্বে রায় মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তিনি তোমার জন্য পশ্চাতে আসিতেছেন।

সু। "এত দিন এইখানে নৌকা বাঁধা থাকিবে?"

ম। "সে জন্য ভয় নাই কেহ কিছু বলিবে না, তোমার পিতা শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিবেন।" বলিয়া মতিলাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন,

সুমুখীরও ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করেন, "এ সকল কি?" কিন্তু বলিতে সাহস হইল না মতিলাল আপনা আপনিই বলিলেন, "দেখ এ অঞ্চলে দস্যু অনেক আছে; তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাদিগকে হস্তগত করিয়া এ কার্য্য করিয়াছি, কিন্তু একথা যেন কোনরূপে প্রকাশ না পায়। তোমার পিতৃস্বসা আসিলে বলিও যে—দস্যুর ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া পড়িয়া ছিলাম, তাহারা কি করিয়া কোথায় গেল কিছুই জানি না, এবং আমাকেও তাহারা দেখিতে পায় নাই। দেখিও যেন কোন রূপে আমার নাম ভুলিয়াও প্রকাশ করিও না তাহা হইলে আর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না।"

"এতমিথ্যা কিরূপে কহিব?"

"না কহিলে আমার সম্পূর্ণ বিপদ্ হইবে।"

"কেন?"

"দস্যুগণের কথা আমার দ্বারা প্রকাশিত হইবার উপক্রম শুনিলে তাহারা আমাকে আর জীবিত রাখিবে না।"

সুমুখী বুঝিলেন, আর কোনও উত্তর করিলেন না। যাহাতে মতি-লালের বিপদাশঙ্কা তাহা তাঁহার দ্বারা হইবে না।

মতিলাল সুমুখীর নিকটেও প্রকৃত বিষয় গোপন করিলেন। সুমুখীর এই কথাতে সম্পূর্ণরূপ কৌতূহল নিবারণ হইল। তাঁহার উদ্ধারের জন্য মতিলাল এতদুর করিয়াছেন ভাবিতে তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল; ভাবি-লেন মতিলালের ন্যায় আপনার এ জগতে আর কেহ নাই।

ততক্ষণে নৌকা থামিল, নঙ্গর ফেলার শব্দ শ্রুত হইল। দস্যুগণই প্রভুর আদেশক্রমে বাহির জলে নঙ্গর করিল। বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত জানিয়া, মতিলাল সুমুখীর হস্ত ধরিলেন, সুমুখীর রোমাঞ্চ হইল, এই প্রথম স্পর্শ সুখানুভব। মতিলাল তাঁহার মুখের দিগে চাহিয়া বলিলেন, "ভবে

এক্ষণে চলিলাম, পাটনায় পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে; কিন্তু দেখিও যেন তোমার পিতার সাক্ষাতে আমার নাম মাত্র করিও না।” সুমুখী অধোবদনা হইলেন, মতিলালের হস্তে এক বিন্দু উষ্ণজল সুমুখীর চক্ষু হইতে ঝরিয়া পড়িল, মতিলাল জানিলেন, কিন্তু সুমুখী জানিতে পারেন নাই। অধোবদনে, স্পষ্ট মশালের আলোকে সুমুখী মতিলালের হস্তে একটি অঙ্গুরীয় দেখিলেন, দেখিবা মাত্র আবার শিহরিলেন। “একি! এ অঙ্গুরীয়ত মতিলালের হস্তে ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই এ যে পরিচিত অঙ্গুরীয়। বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে।” প্রকাশ্যে মতিলালকে বলিলেন, “এ অঙ্গুরীয় কাহার?

হাসিয়া মতিলাল বলিলেন, “কেন, আমার অঙ্গুরীয়?” সুমুখী জিজ্ঞাসা করিলেন, “এত দিন দেখি নাই।”

এই অঙ্গুরীয় সর্ব্বদা মতিলালের হস্তে থাকিত, কিন্তু রাধারমণ বাবুর বাটীতে যাইবার সময় কোন কারণ বশতঃ খুলিয়া রাখিতেন, সুতরাং সুমুখী বা রাধারমণ বাবু কেহই দেখেন নাই। মতিলাল সুমুখীর কথার ভাবে বুঝিলেন, সুমুখী অঙ্গুরীয় চিনিয়াছেন; মনে মনে তাঁহার স্মরণশক্তির প্রশংসা করিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন, “এটি কি ভাল?”

সুমুখী কোন উত্তর দিলেন না। মতিলাল বলিলেন, “ভাল এটি তোমার হস্তে থাক্ যত দিন ইহা তোমার হস্তে থাকিবে তত দিন আমাকে স্মরণ থাকিবে” বলিয়া নিজ কর্কশ হস্তচ্যুত করিয়া কোমল অঙ্গুলীতে স্বয়ং পরাইয়া দিলেন, সুমুখী বাধা দিলেন না, কিন্তু মনে করিলেন, “এই সামান্য অঙ্গুরীয়টি তোমায় মনে রাখিবার উপায় নাকি?” অঙ্গুরীয় হস্তে দিয়া মতিলাল বলিলেন, “ইহা গোপনে রাখিও কাহাকেও দেখাইও না।”

“কেন?”

“কোথা হইতে পাইলে বলিবে?”

সুমুখী এ কথারও কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, মতিলাল বলিলেন, "কোন কথায় এখন কাজ নাই, এখন ইহা গোপনে রাখিও, পরে পাটনায় গিয়া আমার সহিত সাক্ষাত হওয়ার পর যাহা কর্ত্তব্য হয় করিও; এখন প্রকাশ করিলে আমারই বিপদের সম্ভাবনা।" বলিয়া মতিলাল আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না সত্বরে বিদায় লইলেন। যতক্ষণ না মতিলাল দৃষ্টির অতীত হইলেন, সুমুখী ততক্ষণ তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, পরে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ ভিতরের কামরায় প্রবেশ করিলেন; গৃহান্তরে দুইটি মশাল জ্বলিতেছিল, একটি গৃহ মধ্যে আনিয়া অঙ্গুরীয়টিকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে নানা তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইল, মতিলালকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছেন কি না? মতিলাল কে? অঙ্গুরীয় কাহার? কিছুই স্থির হইল না।

নৌকায় গোলযোগ এত গোপনে হইয়াছিল, যে যতক্ষণে, এক জন দাঁড়ি কার্য্যোপলক্ষে নৌকার নিকট আসাতে, নৌকা দূরে অবস্থিত, এবং আত্মপক্ষের কেহ উত্তর দিল না দেখিয়া, ফিরিয়া অদূর স্থিতা প্রসন্নকে সংবাদ দেয়, ততক্ষণে তিনি জানিতে পারেন। প্রসন্নময়ী আহার করিতে বসিয়াছিলেন মাত্র, সংবাদ পাইয়াই ব্যস্তে উঠিয়া আচমন করিলেন। কূলে আসিয়া নৌকা জনশূন্য বোধ হওয়াতে প্রসন্নের বিশেষ আশঙ্কা হইল। কয়েক বার ডাকাডাকির পর সুমুখীর উত্তর পাইলেন; সুমুখী জানিতেন না, যে উপরে কেহই নাই, সুতরাং প্রথমে উত্তর দেন নাই, যখন বাহিরে আসিয়া উত্তর দিলেন, তখন বুঝিলেন, তরণীতে দ্বিতীয় মানব নাই। প্রসন্ন-ময়ী এই কথা শুনিয়া আকুলা হইলেন, কে নৌকা তীর সংলগ্ন করিবে? কূলে একখান ডিঙ্গি অদূরে বান্ধা ছিল, মাঝিরা খুলিয়া তাহাতে উঠিয়া নৌকায় যাতায়াত আরম্ভ করিল। মতিলাল সুমুখীকে যেরূপ শিখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, প্রসন্ন নৌকায় আসিলে, তিনি পিতৃস্বসাকে প্রায় সেইরূপ

বলিলেন; মিথ্যা কথা সুমুখীর নিতান্ত অনভ্যস্ত বলিয়া একটু গোলমাল হইল, এবং একটু থতমত খাইলেন, কিন্তু প্রতিলালের নামও করিলেন না বনওয়ারি সম্বন্ধে আর কিছুই বলিলেন না, কেবল স্পষ্ট বলিলেন "জানি না, বোধ হয় মারিয়া ফেলিয়াছে।"

সুমুখীর কথায় প্রসন্ন তাঁহাকে ভীতা মনে করিলেন মাত্র, অপর কোন সন্দেহই করিলেন না, আর কেহও করিত না, কেনইবা করিবে? বিশেষ সে অঞ্চল দস্যু পূর্ণ। বনওয়ারির মৃত্যুতে প্রসন্ন কাতরা হইলেন বটে, কিন্তু সুমুখী যে আত্ম রক্ষা করিয়া জীবিতা আছেন সেই আনন্দে প্রসন্নের চক্ষে জল আসিল, বলিলেন, "মা তোমায় আমি তোমার বাপের নিকট হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছি, তোমার একগাছি কেশ ছিঁড়িলে আর কখন ও দাদার নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না," সুমুখীর চক্ষুও ছল ছল করিয়া আসিল।

এমন সময় একজন লোক বলিল, "দাঁড়, হাল, কিছুই নাই, দুইতিন দিন থাকিয়া সে সকল সংগ্রহ না করিলে নৌকা চলিবে না।" ইহাতে প্রসন্ন অত্যন্তভীতা ওকাতরা হইলেন; সুমুখী হইলেন না। প্রসন্নর এক ভয়, এখানে এই রাত্রি কিরূপে কাটিবে ভাবিতেছিলেন, আবার দুই তিন রাত্রি! দ্বিতীয় ভয়, রাধারমণ বাবু। তিনি নিশ্চয় জানিতেন রাধারমণ রায় নিশ্চিন্ত থাকিবার লোক নহেন, কিন্তু বর্দ্ধমান গেলে যাহাহয় হইবে, সেখানে মাতুল আছেন, এখানে রাধারমণ বাবু যদি আসেন অনন্যগতি হইয়া প্রসন্নকে ফিরিতে হইবে। সে ইচ্ছা এখনও তাঁহার হয় নাই।

প্রসন্ন যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই হইল। কোন মতে রাধারমণ বাবু আসিবার পূর্ব্বে আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগৃহীত হইল না, কোথা হইতে বিঘ্ন সকল উপস্থিত হইতে লাগিল। রাধারমণ বাবু পথে অপরিচিত লোকের মুখে শুনিয়াছিলেন,—পথে একখানি নৌকা দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ভগ্ন

হইয়া অচল অবস্থায় আছে, তাহাকে তাঁহার কন্যা আছে। কথাটি বিশ্বস্ত সূত্রে না শুনিলেও অনুসন্ধান লিপ্তার আবশ্যক মনে করিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দেখেন যথার্থই বটে।

রাধারমণ রায় সমস্ত শুনিলেন। একদিনে সমস্ত সংগৃহীত হইলে পাটনা অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, নিষ্প্রয়োজন বা ঘৃণাজনক বোধে বনওয়ারি সম্বন্ধে কোন কথা সুমুখী কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না। এবং বনওয়ারির জন্য কখনও শোক প্রকাশও করেন নাই।

—00—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

"Has a new master——"

বর্দ্ধমান হইতে বনওয়ারির সঙ্গে যে কয়েক জন লোক আসিয়াছিল, তন্মধ্যে ভূতনাথ নামক এক জন ভৃত্য ছিল। নৌকায় বিপৎপাত কালে ভূতনাথ প্রসন্নের নিকট ছিল। যখন রাধারমণ রায় পাটনায় প্রতিগমন করেন, তখন সেই খানেই বনওয়ারির আনীত লোক সকলকে বিদায় দেন; তাহারাও বর্দ্ধমান নিকট বলিয়া সানন্দে বিদায় গ্রহণ করে, কেবল ভূতনাথ গেল না। ভূতনাথের কিছু পরিচয় দিয়া না রাখিলে পাঠক ভুলিয়া যাইতে পারেন। এরূপ লোককে ভুলিয়া গেলে চলিবে না।

ভূতনাথ সর্ব্বাংশে মনুষ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। হস্ত পদ সকলই আছে কিন্তু এক নূতন প্রকার মনুষ্য। মনুষ্য সকলেই নূতন, কাহারও সহিত কাহারও আকৃতি বা প্রকৃতি গত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই, লক্ষ্য করিলে অনেক প্রভেদ দেখা যায়; কিন্তু সাধারণতঃ প্রকাশ্যে বিস্তর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ভূত-

নাথের কথা স্বতন্ত্র। তাহার সহানুভূতির পরিবর্ত্তে স্বার্থপরতা হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে; বুদ্ধি কিছু মাত্র নাই, সাহসও তাহাই, তবে দুই একটি এমন কার্য্য করিবে, যে তাহাতে ভূতনাথের ন্যায় সাহসী নাই বোধ হইবে কিন্তু বাস্তবিক তাহা সাহস নহে, বুদ্ধি হীনতার পরিচয়, তাহাতে কোন অনিষ্টাশঙ্কা আছে জানিলে ভূতনাথ অগ্রসর হইত না, এরূপ সাহসী অনেক দেখা যায়। ভূতনাথ প্রভুভক্ত, নিরহঙ্কার, নিরভিমানী, সত্যবাদী এবং স্পষ্টবাদী। এই সকল দোষ ও গুণের জন্য ভূতনাথকে জন সাধারণ হইতে পৃথক্ করিতেছিলাম।

বিশ্বাসী ও বলিষ্ঠ বলিয়া বনওয়ারি ইহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। বিশ্বাসী বলিলাম বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে ইহাকে কোন গোপন কথা বলিলে প্রকাশিত হইবে না; কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিবে। আমি বলিতেছিলাম, কোন দ্রব্যাদি ইহাকে দিলে কুক্কুরের ন্যায় রক্ষা করিবে অন্যথা হইবে না, কিন্তু অন্য কোন কর্ম্মও সে সময় করিবে না; একটা কার্য্য করিতেছে যে, এ বুদ্ধি আছে।

উমাচরণের গৃহে বাল্যাবধি ভূতনাথ পালিত। এক্ষণে ভূতনাথের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের ন্যূন; ইহার মাতা উমাচরণের বাটীতে কর্ম্ম করিত; তাহার মৃত্যুর পর ভূতনাথ একাকী উমাচরণের গৃহেই আছে। বেতনাদি যাহা পায় আবশ্যকমত ব্যয় করে, সঞ্চয় করিতে শিখে নাই। ভূতনাথ কিছু ঔদরিক। যখন প্রসন্নময়ী নৌকায় বিপদ আশঙ্কায় প্রায় অনাহারে অন্ন পরিত্যাগ করিয়া আইসেন, ভূতনাথ পরিত্যক্ত অন্নগুলি উদরসাৎ করিতে তাড়াতাড়িতে বিস্মৃত হয় নাই—আবার নৌকায় উঠিয়াও তেমনি ব্যস্ত; শুনিল দস্যু আসিয়াছিল, এদিক্ ওদিক্ সমস্ত ব্যগ্রতার সহিত দেখিল; কি দেখিল, তাহার নিজের যাহা কিছু ছিল গিয়াছে কিনা? কিছু যায় নাই, দস্যুগণ প্রবঞ্চিত হইয়াছে বিবেচনায় হাসিল; নৌকায় যাহারা ছিল তাহাদের

মধ্যে কেহই জীবিত নাই! ভূতনাথ প্রকাশ্যে বলিল, "ভাগ্যে আমি নৌকায় ছিলাম না!" মনে মনে অনেকেই বলিয়াছিল, কিন্তু ভূতনাথ প্রকাশ্যে বলিল, ইহাই তাহার বৈচিত্র। যথাকালে শয্যা বিস্তৃত করিয়া শয়ন করিবা মাত্র ভূতনাথের নিদ্রাও আসিয়া ছিল।

এত গেল সে দিনের কথা, অদ্য ভূতনাথ কি ভাবিয়া বলিল, "বর্দ্ধমান যাইব না পাটনায় যাইব।" কেন বলিল জানিনা; বোধ হয় বর্দ্ধমান অপেক্ষা পাটনায় সুখে ছিল। ভূতনাথ একেবারে বুদ্ধি হীন নহে। ভূতনাথের প্রস্তাবে রাধারমণ বাবু কিছুমাত্র অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। ইহার অবস্থা তাঁহার অবিদিত ছিল না। সঙ্গীগণ চলিয়া গেলে রাসযাত্রা ও গোকুলের বিবাহের কথা ভূতনাথের স্মরণ হইল। একথা যে কল্পিত, ভূতনাথ তাহা জানিত না।

যথা সময়ে রাধারমণ রায় পাটনায় পৌছিলেন, নৌকার বৃত্তান্ত বাটীতে কাহারও অবিদিত রহিল না। নৌকায় সুমুখী সাবধানে অঙ্গুরীয় গোপনে রাখিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে গৃহে আসিয়া প্রত্যহ মতিলালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এক দিন রাধারমণ রায় মতিলালের দোকানে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া বাটীতে সংবাদ দেন, "মতিলাল অনেক দিন হইল লক্ষ্ণৌ গিয়াছেন, অদ্যাপি প্রত্যাবৃত্ত হন নাই।" উদ্বেগের সহিত সুমুখীর দিন কাটিতে লাগিল। প্রসন্নময়ী পুনরায় আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য সযত্না হইলেন। আবার নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। অসাধারণ স্ত্রীলোক!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

" এখন তখন করি দিবস গোঁয়ায়নু ; দিবস দিবস
করি মাসা,——"

বাটীতে গোলমাল এক প্রকার মিটিল। স্থির হইল, মতিলাল পাটনায় উপস্থিত হইলেই সুমুখীর বিবাহ হইবে; প্রসন্নের আর সহ্য হয় না, অশেষ প্রকারে চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না কিছুতেই কিছু হয় না। এমন সময় রাধারমণ বাবু অবিনাশ বাবু নামক তাঁহার কলিকাতাস্থ এক বন্ধুর নিকট হইতে একপত্র পাইয়া জানিলেন, যে জামাতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং অবিনাশ বাবু তাঁহাকে নিজ বাটীতে আনাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তিনি পাটনায় আসিতে সম্মত নহেন, কারণ অবিনাশ বাবু কিছু বিশেষ করিয়া লেখেন নাই, এবং জামাতা এত দিন কোথায় ছিলেন, তাহাও লেখেন নাই।

রাধারমন বাবুর বিষম-সংশয় উপস্থিত হইল; অনুসন্ধান সহজ হয় নাই, তাহার পর তিনি অপেক্ষা এবং অনেক বিবেচনা করিয়া শেষে সুমুখীর বিবাহ পর্য্যন্ত দিবেন স্থির করিয়াছিলেন, জামা‧া যে জীবিত আছেন, তাহা কোন সূত্রে আভাসেও বুঝিতে পারেন নাই, এত দিনের পর জামাতা উপস্থিত! আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, অথচ অবিনাশ পত্র লিখিয়াছেন, অবিশ্বাসও করিতে পারেন না। পত্রের উত্তরে অবিনাশ বাবুকে যেরূপে হউক জামাতাকে পাঠাইয়া দিতে লিখিলেন।

পত্রের কথা স্ত্রী ব্যতীত অপর কাহাকেও জানাইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, "বিবাহ হইলে কি সর্ব্বনাশই হইত?" যাহা হইয়াছিল, সহজ নহে। তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, যে সুমুখী মতিলালের একান্ত অনুরাগিণী হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার চিত্তের সে গতি সহসা রোধ করিতে

গেলে স্থায়ী চিত্তবিকার উপস্থিত হওয়াও অসম্ভব নহে। সেই জন্যই কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না; ক্রমে চিত্তের বেগ পরিবর্ত্তন করাইবার যত্ন করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্য ক্রমে তখন মতিলাল পাটনায় ছিলেন না। ইঁহারা স্থির করিলেন, উভয়ে আর পরস্পর সাক্ষাৎ না হইলে এবং সুমুখীর চিত্ত অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট হইলে সত্বর অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।

এ দিকে সুমুখী মতিলালের জন্য, এবং প্রসন্ন তাঁহাকে মতিলালের হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য দিন দিন ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। তাঁহারা কেহই এ দিগের সংবাদ কিছুমাত্র জানেন না।

এক দিন রাধাবমণ বাবুর পত্নী, প্রসন্ন সুমুখী প্রভৃতি সকলের সমক্ষে কথাচ্ছলে দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "এত সন্ধানেও জামাতাকে পাওয়া যাইতেছে না, বড়ই দুর্ভাবনার বিষয়, কি করি, এবারেত এক জন নিশ্চয় জামাতাকে সন্ধান করিয়া আনিবে বলিয়াছে।" এই কথা শুনিয়াই প্রসন্ন সন্তোষের সহিত অথচ তিরস্কার সূচক স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের সে বিষয়ে মন থাকিলে কি আর সেই জহুরীর সম্মুখে মেয়েকে বাহির হইতে দিতে?"

তাঁহার ভ্রাতৃজায়া কিছু রুষ্টা হইয়া কহিলেন, "আমরা ত আর সাধ্য-মতে সন্ধানের ক্রটী করিতেছি না, কিন্তু তোমরা তাহা জান না বলিয়া মনে মনে যাহা হয় একটা ভাবিয়া স্থির কর, নহিলে এ সকল ভাবের কথা কহিবে কেন? সুমুখী আমার সধবা কন্যা, লক্ষ্মী, আজি না হয় কালি জামাতা আসিবে; ও সকল কোন্ কথা; আর ওরূপ কথা মুখে আনিও না।" প্রসন্ন তিরস্কারে অপ্রতিভ হইলেন সন্তুষ্টও হইলেন; বলিলেন, "আমি তাহা জানি, কিন্তু অপরের সঙ্গে কথা কহিতে দেওয়াটা ভাল নহে।"

"কর্ত্তা তাহা মনে করেন না বলিয়াই কিছু বলেন না, তোমাদের দোষ বিবেচনা হয় বারণ কর না কেন?" মনন্দকে ইহা বলিয়াই, রাধারমণ বাবুর পত্নী, কন্যাকে কহিলেন, "সুমুখি! আর কাহারও সঙ্গে কথা কস্‌নে বাছা, জামাই এলে যা হয় করিস্‌।"

সুমুখীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কি সর্ব্বনাশ! পিশিমাই যম। তিনি বুঝিয়াছিলেন মতিলালের সঙ্গে বিবাহ হইবে, তাহা তবে ভ্রম! মাথা ঘুরিয়া উঠিল; ছলে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, আজি হইতে মতিলালের প্রতি অনুরাগ দ্বিগুণিত হইল, গৃহ অবরোধ বোধ হইতে লাগিল, আর দেখা হইবে না ভাবিয়া কাতরা হইলেন, কষ্টে সুমুখীর দিন কাটিতে লাগিল। প্রাতে, সন্ধ্যায়, মধ্যাহ্নে মতিলালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; করিলে হইবে কি? কথা ত আর কহিতে পারিবেন না। কি বলিয়াই বা কথা কহিবেন না! মতিলাল মনে করিবেন কি? যাহাই মনে করুন তাঁহার উপস্থিতিই এখন সুমুখীর অগ্রে প্রয়োজন। কিন্তু মতিলাল কোথা? সুমুখীর এ কষ্ট জানিতে পারিলে তিনি কোথাও স্থির থাকিতে পারিতেন না। ক্রমে মাঘ মাস যায়।

———oo———

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

" Marvellous sweet music. "

রাজমহলের কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে একটি অনুচ্চ শৈলোপরি উঠিলে পার্শ্বস্থ অপর একটি উচ্চতর শৈল দৃষ্ট হয়। উভয় শৈল পরস্পর সংলগ্ন, মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী বেগে প্রবাহিত হইতেছে। নির্ঝরিণী সঙ্কীর্ণা, পর্ব্বতদ্বয় মধ্যে লুকাইত, কেবল শব্দ মাত্রে অনুভূত হয়। প্রথম শৈলের শিখরদেশ

হইতে শৈলান্তর দেহ স্পর্শ করা যায় না, তবে যদি উভয় শৈলই সমতল হইত তাহা হইলে আমাদিগের অপেক্ষা সাহসী লোকে বেগে লম্ফ প্রদান করিয়া যাতায়াত করিতে পারিত; কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই, উচ্চতর শৈল সরল। এক মাত্র উপায়ে উচ্চতর শৈলে যাওয়া যায়। একখানি ধাতুময় পাত শৈলগাত্রে এরূপে সংলগ্ন আছে, যে শৈলান্তর শিখরদেশ হইতে আকর্ষণী সহকারে আকর্ষণ করিলে সেতুর কার্য্য করে, আবার যে দিক্ হইতে ইচ্ছা বন্ধ করা যায়। এ উপায় সকলে জানে না, ঐ ধাতুময় পাতের বহির্দ্দিক্ কর্দ্দমাদি পূর্ণ এবং কৌশলে বদ্ধ ও উদ্ঘাটিত হয়। ধাতুময় পাত উদ্ঘাটিত করিলেই এক গুহা পথ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া বামদিকে একটি পথ দেখা যায় কিন্তু সে পথে গেলেই সর্ব্বনাশ। অন্ধকারে কোথায় যাইতে হইবে স্থির হয় না আলোক লইয়া না গেলে হঠাৎ গহ্বরে পড়িয়া মরিবার সম্ভাবনা। দক্ষিণদিগে একখানি প্রস্তর আছে সেখানি কৌশলে সহজে সরান যায়; এবং সরাইলে একটি অপ্রশস্ত অথচ সমতল পথ দৃষ্ট হয়। ঐ পথে ক্রমাগত দক্ষিণাবর্ত্তে কিছু দূর গেলেই এক প্রশস্ত আলোকময় উপবন পাওয়া যায়। সেটি কেবল উপবন নহে, একটি প্রকৃত দুর্গ; দৈর্ঘ্য প্রায় এক ক্রোশ, প্রস্থে কোথাও অর্দ্ধক্রোশ, কোথাও তদপেক্ষাও ন্যূন; চতুর্দ্দিক্ অত্যুচ্চ পর্ব্বত বেষ্টিত, এবং উপবন ভূমি হইতে শিখরদেশ পর্য্যন্ত সরল, বোধ হয় যেন কেহ প্রস্তরময় প্রাচীর গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। শিখরদেশ হইতে সে উপবন দেখিতে আরণ্য পশুরও সাহস হয় না এবং তাহাতে প্রবেশ করিবার অপর পথও নাই সুতরাং সে স্থল নিভৃত এবং অপর মনুষ্য বা অন্য কোন হিংস্র পশু প্রভৃতির অগম্য। মধ্যস্থলে মনুষ্য হস্ত খাদিত প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, দীর্ঘিকার সোপানাবলির উপরেই চাতাল, এবং সেই চাতাল হইতে একেবারে তীরস্থ অট্টালিকার সোপানাবলি আরব্ধ হইয়াছে। এতৎ অট্টালিকা প্রকাণ্ড, সুন্দর, সুসু-

জ্জিত, একাধারে রাজভবনোপযোগী। অট্টালিকার পশ্চাৎ দিক্ হইতে অট্টালিকা ও দীর্ঘিকা বেষ্টন করিয়া যূথিকার সারি, যখন ফুলফুটে, বোধ হয়, যেন অট্টালিকা স্ফাটিক বেদীতে উপবিষ্ট হইয়া স্থূল জুইফুলের হার গলায় পরিয়া আছে, মালা যেন বেদী বেষ্টন করিয়া পড়িয়া আছে। নানা জাতীয় মনোহর বৃক্ষরাজি দ্বারা উপবন পূর্ণ। সমস্ত উদ্যান ধূলি বিরহিত যেন কেহ এই মাত্র মার্জ্জিত করিয়া দিয়াছে। নরলোকে দেবালয় কল্পনা করিতে গেলে ইহা অপেক্ষা সুন্দর কল্পনা হয় না। দিবাকর দগ্ধ করেন না কিন্তু আলোক দেন, মধ্যাহ্নে রৌদ্র একবার দেখা দেন, তাহা কেবল বৃক্ষাদির জন্য। পবন প্রবল বেগে ধূলি আনয়ন ও বৃক্ষাদির প্রতি উপদ্রব করিতে পারেন না সতত পবিত্রভাবে মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করেন আর কুসুমের সুগন্ধ চুরি করিয়া পলাইতে না পারিয়া উপবনময় ছড়াইয়া ফেলেন। বসন্ত তথায় চির বিরাজিত। অট্টালিকা সুসজ্জিত, কোথাও কিছুরই অভাব নাই। মধ্যের তলে এক বিস্তৃত গৃহের চতুর্দ্দিক পুস্তক পূর্ণ পুস্তকাধার শোভিত, গৃহ মধ্যে একাকী মতিলাল।

মতিলাল পাঠ করিতেছিলেন; পড়িতে পড়িতে তাঁহার চিত্ত কোন কারণ বশতঃ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, পুস্তক বন্ধ করিয়া স্থির হইয়া বসিলেন, উঠিয়া দুই একবার মাত্র পদচারণ করিয়া নিম্নে চলিয়া আসিলেন; সরোবর-তীরে উপবিষ্ট হইয়া জলের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। কাল জল, পরিষ্কার, স্থির, কোথাও মধ্যে মধ্যে বায়ু লাগিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া ছোট ছোট তরঙ্গের ন্যায় বহিতেছে, মধ্যে মধ্যে মৎস্যাদি নড়িয়া একটু একটু গোল তরঙ্গমালা তুলিয়া দিতেছে, সেই তরঙ্গ ঘাত প্রতিঘাতে ক্রমে ছোট অথচ পরিধিতে বৃহৎ হইয়া সারি সারি করিয়া তীরের দিকে আসিতে আসিতে মিলাইতেছে, যে গুলি তীরের নিকট হইতেছে সেগুলির আবার প্রতিঘাতও অনুভূত হইতেছে। মতিলাল অন্য মনে এই সকলের ছবি

দেখিতেছিলেন। এই সকলের কি দেখিতেছিলেন ইহাত সকলে সকল সময়ে ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পায়, ইহাতে সৌন্দর্য্য কি? সৌন্দর্য্য আছে। তাহা সকলে দেখিতে পায় না। মতিলালও অদ্য বিশেষ পাইতেছিলেন না; কিন্তু তিনি ইহার সৌন্দর্য্য দেখিতে পান বলিয়াই বসিয়াছিলেন, নচেৎ পারিতেন না।

হঠাৎ মতিলালের কর্ণে মধুর সঙ্গীত স্বর প্রবিষ্ট হইল, স্বর পর্ব্বতের উপর হইতে আসিতেছে বোধ হওয়াতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু সেই স্বরে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে যেখানে গেলে স্বর অতি নিকট বোধ হয়, সেই দিগে না গিয়া থাকিতে পারিলেন না। যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন চিত্ত তত মোহিত হইয়া পড়িতে লাগিল, তিনি সঙ্গীত রসাস্বাদন সুখে বঞ্চিত, কিন্তু অদ্যকার কণ্ঠস্বর তাঁহাকে নিতান্ত চঞ্চল করিয়া তুলিল। এ সঙ্গীত একপ্রকার রোদন। রোদনের সুরে, দুঃখ প্রকাশক ভাষায়, মধুর কণ্ঠে কেহ গান করিতেছে, আবার সেই স্বর পর্ব্বতের উপর হইতে বায়ু তরঙ্গিত করতঃ নামিতে নামিতে জলের তরঙ্গের ন্যায় কতক মিলাইয়া মতিলালের কর্ণে অমৃতবর্ষণ করিতেছে। ক্রন্দন, মতিলালকে অনেক শুনিতে হইয়াছে; কিন্তু একি মধুর ক্রন্দন! রোদনের কর্কশতা নাই, কেবল কোমলতা, হৃদয় দ্রব কারিতা, মাধুর্য্য, লালিত্য, অথচ তাহার মধ্যে কি আছে যাহাতে সমস্ত ইন্দ্রিয় একেবারে অবশ করিয়া ফেলিল। যতক্ষণ স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, ততক্ষণ ফণীর ন্যায় স্থির হইয়া রহিলেন, তাঁহার চিত্তে তখন যাহা হইতে লাগিল, তাহা কে বলিবে? তিনি বলিতে পারেন না, গায়ক বলিতে পারে না, সঙ্গীত বলিতে পারে না, স্বর বাহক বায়ু বলিতে পারে না, তবে কে বলিবে? যিনি বলিতে পারেন তিনি অন্তর্যামী।

সংগীত থামিল; স্বরের শেষ তরঙ্গ বায়ুর সহিত মিলাইয়া গেল। এতক্ষণে ক্রমে মতিলালের হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিতে আরম্ভ হইল। মতিলালের

পাষাণ চিত্ত গলিয়া তরলময় হইল। সংগীতে চিত্ত বিকৃত হইয়া মনে পড়িল সুমুখীকে! কোথাকার কথা কোথায়! কোথায় সঙ্গীত কোথায় সুমুখী! সংগীত কি আর সুমুখী কি! আশ্চর্য্য কথা! সঙ্গীত শুনিয়া মনে পড়িল সুমুখীকে! ভাল, তবে কি এত দিন সুমুখীকে ভুলিয়া ছিলেন? বালাই! সুমুখীকে ভুলিবেন? শয়নে, স্বপনে, গৃহে, বাহিরে, বিপদে, সম্পদে, প্রতিপদে সুমুখী যাঁহার হৃদয়ের জীবন্ত প্রতিমা তিনি সুমুখীকে ভুলিয়া থাকিবেন! ইহা অপেক্ষা গালাগালি আর কি আছে? ভুলেন নাই; তবে এত দিন হৃদয় প্রতিমা নিদ্রিতা ছিলেন, অদ্য জাগিয়া উঠিলেন, সে এক মূর্ত্তি আর এ এক মূর্ত্তি। আর পাটনায় না গিয়া থাকিতে পারিলেন না; ক্রমে চিত্ত অধিকতর চঞ্চল হইল। পাটনায় যাওয়াই স্থির হইল। বিহঙ্গ হইলে উড়িয়া যাইতেন, বায়ু অথবা বিদ্যুত সাহায্যে যাতায়াত চলিলে অদ্য তাঁহার সুবিধা হইত।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"এই রূপে উঠে পড়ে, নরভাগ্য চিত্রকরে,—"

বর্দ্ধমানে, রাধারমণ রায়ের মাতুল বৃদ্ধ উমাচরণের বাটীতে এক কক্ষে দুইটি যুবা গোপনে কোন পরামর্শ করিতেছে। এক জনের নাম গোকুল বিহারি, উমাচরণের দৌহিত্র, অপরের নাম রঘু, উমাচরণের এক জন কর্ম্মচারির পুত্র। ভাগিনেয়, কন্যার বিবাহ দিতে এখনও স্থির প্রতিজ্ঞ শুনিয়া তন্নিবারণ জন্য উমাচরণ স্থির করিয়াছিলেন, যে রঘুকে জাল নৃপেন্দ্র সাজাইলে আপাততঃ সুমুখীকে বর্দ্ধমানে আনিবেন, পরে যাহা হয় বিধান করিবেন।

রঘুর চরিত্রের প্রতি উমাচরণের বিশ্বাস ও নৃপেন্দ্রের সহিত বাল্যে রঘুর সাদৃশ্যই তাহাকে সুমুখীর স্বামী সাজাইবার জন্য মনোনীত করিবার কারণ। অনুসন্ধানে স্থির হইল,—যাহারা পূর্ব্বের সংবাদ কিছুমাত্র জানেনা তাহারা ও প্রমাণ দিল—রাধারমণ বাবু যেকয়েক বার বর্দ্ধমানে আসিয়া ছিলেন, কয়েক-বারই রঘু অনুপস্থিত ছিল।

অবিনাশ বাবুর পত্র আনান হইল। রঘুর পাটনা গমনের জন্য যে দিন স্থির হইল তাহার পূর্ব্ব দিন মধ্যাহ্নের পর গোকুল রঘুকে এক নিভৃত কক্ষে লইয়া গোপনে পরামর্শ আরম্ভ করিল। সেপাপ পরামর্শের উত্তর প্রত্যুত্তর সবিশেষ বলিয়া পাঠকের-বিশেষতঃ পাঠিকার-শ্রুতি কলুষিত করিতে ইচ্ছুক নহি; কথোপকথনের স্থূল মর্ম্ম এই, গোকুল রঘুকে নানা প্রকারে বুঝাইতে ছিল, যে সুমুখীকে চির দুঃখিনী করা রঘুর যখন বিশেষ আয়ত্তাধীন হইতেছে তখন রঘু যেন সে সুযোগ পরিত্যাগ না করে। জরা জনিত লুপ্ত বুদ্ধি উমাচরণ সম্ভাবিত তদ্বিপদাশঙ্কা নিবারণ জন্য যে সকল অকিঞ্চিৎকর উপায় করিয়া ছিলেন, দুষ্ট বুদ্ধি গোকুল তাহার ও খণ্ডনের পন্থা বলিয় দিতে ক্রুটি করে নাই। কিন্তু রঘু কিজানি কোন্ কারণে গোকুলকে সে বিষয়ে নিরাশ করিতেছিল।

ইতিমধ্যে পার্শ্বের বারেণ্ডা দিয়া বৃদ্ধ উমাচরণ যাইতেছিলেন। গৃহমধ্যে গোকুলের কণ্ঠস্বর পাইয়া এবং বোধ করি কোন কথা শুনিয়াই হইবে, ক্ষণ কাল দাঁড়াইয়া দুই চারিটি কথা মাত্র শ্রবণ করতঃ স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন! তখন গোকুল এক লম্বা স্পীচের দ্বারা রঘুকে পাপে লওয়াইতে ছিল। পরামর্শ প্রথমে, ধীরে ধীরে, নিতান্ত চুপে চুপে আরম্ভ হইলেও, ক্রমে তর্ক হেতু স্বর তীব্র হইয়াছিল, এমন কি দ্বাররুদ্ধ থাকিলেও উমাচরণ বাহির হইতে শুনিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু গোকুল কিম্বা রঘু কেহই গৃহ অতিক্রম করার পুর্ব্বে উমাচরণের আগমন জানিতে পারে নাই। যখন পদশব্দ

শুনিতে পাইয়া, এবং আপনার স্বরের তীব্রতা বোধ হওয়াতে গোকুল ব্যস্তে দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিল, তখন বৃদ্ধ যাহা শুনিবার শুনিয়া স্বগৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন। গোকুল পাণ্ডুরবদনে গৃহে আসিয়া বসিল।

রঘু মুখদেখিয়াই ব্যস্তে বলিল "কে?"

"কর্ত্তা,—ভাগ্যে আমাদের কথা শুনিতে পান নাই।"

"শুনিতে পান নাই কিরূপে জানিলে?"

"শুনিলে কি রক্ষা রাখিতেন?"

রঘু নীরব রহিল; কিছুক্ষণ পরে গোকুলকে বলিল "দেখ গোকুল আমি পূর্ব্বাবধি বলিয়া আসিতেছি এবং এখনও বলিতেছি যে আমার নিকট তুমি ওসকল কথা আর উত্থাপন করিওনা। দরিদ্রের সন্তান তোমার মাতামহের আশ্রয়ে প্রতিপালিত, আমার প্রতি কাহার ও সন্দেহ হইলে মারা যাইব বিশেষ আমার পাটনায় যাইতে পর্য্যন্ত ইচ্ছা নাই, তুমি আমার নিকট বারং-বার এসকল কথা উত্থাপন করাতে বিশেষ দোষ আছে; যদি তোমার মাতামহ তোমার কথা কিছু শুনিয়া থাকেন তাঁহার আমার উপরে ও সন্দেহ হইবে, তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ?"

এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে একজন প্রতিহারী উপস্থিত হইল। উমাচরণ গৃহে ফিরিয়া গিয়া প্রতিহারীর প্রতি গোকুল এবং রঘুকে ডাকিতে আদেশ করিলে প্রতিহারী আসিয়া উভয়কে জ্ঞাপন করিল। তৎক্ষণাৎ এককালে উভয়ের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। রঘু মহাষ্টমীর ছাগের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল; গোকুল দেখিল গতিক বড় ভাল নহে, রঘুকে অগ্রসর হইতে বলিয়া গোকুল সরিল। প্রতিহারীর প্রতি ডাকিবার আজ্ঞা হইয়াছে মাত্র ধরিবার আজ্ঞা হইলেও তাহার সাধ্য কি যে গোকুলকে হঠাৎ ধরে; সে আপন প্রভুর হুকুম জানাইয়া প্রস্থানোন্মুখ হইল। রঘু সঙ্গেসঙ্গে চলিল, মনেকরিল বুঝি গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির হইয়াছে। একবার ফিরিয়া দেখিল, কই গোকুল ও পলাইল শ্লা, একাকী বিসম বিপদ্! কি করে ধীরে ধীরে চলিল।

উভয়ে উমাচরণের গৃহ প্রবেশ করিবা মাত্র ক্রোধে হুতাশন সম বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন "সে পাজি কই ?'

"আসিতেছেন" ধীরে প্রতিহারী এই মাত্র বলিল।

"যাও তাহার কাণ ধরিয়া লইয়া আইস।" প্রতিহারী প্রস্থান করিল। সে আর গোকুলকে কোথায় পাইবে ? গোকুল প্রচ্ছন্ন থাকিয়া এ পর্য্যন্ত ও শুনিয়াছে এইবার একেবারে প্রস্থান করিল। ইহার কত পরে এবং কো পথে বাটী হইতে বহির্গত হইল তাহা কেহ জানে না অথচ বাটিতে ও কেহ তাহাকে পাইল না। প্রতিহারী গৃহ বহির্গত হইবা মাত্র উমাচরণ রঘুকে কহিলেন, "তোমাদের কুপরামর্শ আমি শুনিয়াছি।"

ভীতি-বিবর্ণ রঘু "গোকুল"—এইপর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে না করিতে বৃদ্ধ উঠিয়া কর্কশ স্বরে কোপ-কম্পিত দেহে বলিয়া উঠিলেন, "গোকুল, গোকুল, পাজি ! তোরা আমার সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টায় আছিস্ ! এই মুহূর্ত্তে আমার বাটী হইতে দূর হ। আর একবার তোকে দেখিলে দেয়ালে গাঁথিব।" বৃদ্ধ এই পর্য্যন্ত বলিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, আর বলিতে পারিলেন না ক্রোধে চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইল ; রঘুও কাঁপিতে লাগিল—ভয়ে, কিছুই উত্তর করিতে পারিল না পদ ও চলিল না দাঁড়াইয়াই রহিল। "দূর হ—আমার সমুখ হইতে এইদণ্ডে দূর হ——বলিয়া বৃদ্ধ চীৎকার করিল, ধীরে কাঁদিতে কাঁদিতে রঘু বাহির হইল।

গোলমাল শুনিয়া লোকজন উপরে আসিতেছিল, তাহারা দেখিল রঘু কাঁদিতে কাঁদিতে নামিতেছে ; গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রঘু নিরুত্তরে নামিয়া গেল। কেহ কেহ উপরে গেলে বৃদ্ধ তখনও কাঁপিতেং অনুমতি করিলেন " গোকুলকেও আর বাটীতে আসিতে দিবে না।" তাহারা বুঝিল আজিও গোকুল কোন অন্যায় করিয়া থাকিবে ; এ অনুমতি তাহাদের নিকট নূতন নহে, তথাচ সবিশেষ জানিবার জন্য দুই একজন রঘুকে উপরোধ করিতে ছাড়িল না, কিন্তু শূন্যপদ অশ্রুমুখ রঘু বাটী হইতে নীরবে বহির্গত হইয়া প্রস্থান করিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

"দিবসে মলিন জনু চাঁদ কিরেহা।"

উমাচরণের বাটী হইতে প্রায় এক ক্রোশ পথ অন্তরে একটি নাতি বিস্তৃত নাতি সংকীর্ণ পথের ধারে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোহারা কুঠরি। পাঁচ সাত বৎসর জীর্ণ সংস্কার হয় নাই, যেখানের বালি খসিয়াছে, যে ইটে লোনা ধরিয়াছে, যে কানিস ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহা তেমনিই আছে, কেহ মেরামত করে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া অপরিষ্কারও নহে। চত্বরে একটিও তৃণ নাই সর্ব্বত্র মার্জ্জিত, ছাদে বা দেয়ালে একটিও বৃক্ষ নাই। বোধ হয় কোন সামান্য অবস্থার পরিষ্কার গৃহস্থ লোকের বাটী, স্বহস্তে যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া থাকে। বাস্তবিকও তাহাই; গৃহস্বামীর প্রায় তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে পরলোক হইয়াছে। গৃহে একমাত্র বিধবা পত্নী ও একটি দৌহিত্রী। দৌহিত্রীটি গৃহস্বামীর পূর্ব্বপত্নীর গর্ভজাতা দুহিতার অপত্য। সে স্ত্রী প্রসবের কিছু পরেই পরলোক গমন করেন এবং দৌহিত্রীর জন্মের কিছু পরেই কন্যা ও জামাতা বিগত হয়। দৌহিত্রীর নাম অমলা। অমলা পিতামহীর এক মাত্র ভরসা, যথেষ্ট স্নেহের পাত্রী। গৃহে অপর কেহ অভিভাবক নাই, উভয়ে উভয়ের সহায়।

কক্ষদ্বয়ের একটিতে এক অপূর্ব্বা কিশোরী বসিয়া গৃহ আলোকিত করিতেছে। পূর্ব্বে সুমুখীকে বালিকা বলিয়াছি তাহার পর এই সুন্দরীকে কিশোরী বলা অন্যায় হয়। বয়সে ইনি সুমুখী অপেক্ষা কনিষ্ঠা হইবেন। তবে সুমুখীকে আর একভাবে বালিকা বলিয়াছি। তাহা যিনি বুঝেননা তাঁহাকে বুঝাইতে পারিব না। আর ইহাকে কিশোরী বলিতেছি, সে আর একভাবে। শৈশব গত, যৌবন আগত প্রায়; যৌবনের সমস্ত লক্ষণ

দেহে অর্দ্ধস্ফুট, অথচ শৈশবের লক্ষণ সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই, তবে কিশোরী না বলিয়া আর কি বলিব?

কিশোরী, কিন্তু নিতান্ত মলিন বেশা, দীনা, শান্তপ্রকৃতি, সদাই ম্রিয়মানা, আধফুল্লা গালদুটি যেন অধোবদনে থাকিয়াই আরক্তিম হইয়াছে। আকর্ণবিস্তৃত বিশালনেত্র দ্বয়ের ভঙ্গী দেখিলে বুঝিবে সদাই ভীতা, সদাই সঙ্কুচিতা, কিন্তু আর ভুলিবে না; বাসন্তী কুসুম সুকুমার অবয়ব রজোপূর্ণ। অনতি দীর্ঘ, কিন্তু খর্ব্বাকারা নহে; অনতিস্থূলা, কিন্তু কৃশাঙ্গী নহে। অদ্য একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতেছেন; প্রত্যহই একাকিনী, পিতৃ মাতৃ বিহীনা অনাথিনী। বোধ হইবে ভারত লক্ষ্মী নাকি? অদ্য এ মলিনবেশে কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্না?

কিশোরী হঠাৎ চমকিয়া দেখিল সম্মুখে রঘু! মুখ ঈষৎ প্রফুল্ল হইল, তখনই সে প্রফুল্লতার উপর কালিমার ছায়া পড়িল; স্বাভাবিক শঙ্কিতমুখে কাতরতার চিহ্ন দেখা দিয়া এক অপূর্ব্বভাব ধরিল। অমলা রঘুকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, কিন্তু রঘু সে দৃষ্টিতে বুঝিল অমলা কাতরা হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে 'মুখ বিষণ্ণ কেন? চক্ষে জলধারা কেন?' অমলার মুখ দেখিয়া রঘু আপনার দুঃখ ভুলিল। অপরের অধিক দুঃখ দেখিলে অনেকে আপনার অল্প দুঃখ বিস্মৃত হয়, রঘু সে জন্য আপনার দুঃখ ভুলিল না; রঘু ভাবিল দুঃখের সময় যাহার মুখ পানে এরূপ করিয়া চাহিবার লোক আছে তাহার আবার দুঃখ কিসের? এই জন্যই রঘু আপনার দুঃখ ভুলিয়া গেল।

"চখে জল কেন?" কোমল স্বরে এই প্রশ্ন রঘুর কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল। সেই সুখ কিয়ৎক্ষণ অনুভব করার পর রঘু উত্তর করিল "ধনীর পরামর্শে ন্যায় পথ ত্যাগ করার ফল।"

অমলা বুঝিলেন, অমলা রঘুর নিকট সমস্ত পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত শুনিয়া-

ছিলেন, বিষাদ প্রতিমা সেই জন্য আরও বিষণ্ণা এবং কুণ্ঠিতা থাকিত; অদ্য একটা কিছু দুর্ঘটনা হইয়াছে বুঝিয়া জানিতে উৎসুকা হইলেন, কিন্তু পাছে রঘু তাঁহাতে অধিক ক্লেশ পায় বলিয়া সে কথা উল্লেখ করিলেন না। ধীরে বলিলেন, "সে কথা পূর্ব্বেই বলেছিলাম, তা যাহক্ আর সে পথে গিয়ে কায নাই।" রঘুও দুঃখিতভাবে বলিল, "আমি সহজে এ দুষ্কর্ম্মের পথে যাইতে স্বীকার করি নাই, গোকুলের কুপরামর্শে এবং প্রলোভনেই আমার এ দুর্দ্দশা।" অমলা গোকুলকে জানিতেন, রঘু তাহার সহিত থাকায় অমলা কাতরা, আবার সেই গোকুলের নাম রঘুর মুখে। অমলা অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া অধোমুখী হইলেন। ক্রমে রঘু কথায় কথায় সেদিনের ঘটনার পরিচয় দিল। অমলার মনের ভাব মনেই রহিল নীরবে সমস্ত শুনিলেন, এক এক বার মাত্র রঘুর মুখ নিরীক্ষণ করতঃ নেত্র তৃপ্ত করিয়াছিলেন। রঘু বিদায় গ্রহণ করিল, বলিল, "অমল আজ্ আমি যাই হয়ত কিছু দিন পরে আসিব।

এ প্রার্থনায় অমলা ব্যথিতা হইলেন, 'হয়ত?' 'হয়ত কেন?' মনের অজ্ঞাতে মুখদিয়া কথা বাহির হইল, "আজ্ত বাটী পৌছিতে পারিবে না।" "পারিব, একটু রাত্রি হইবে তাহাতে ক্ষতি নাই, জ্যোৎস্না আছে।"

অমলা আর কিছু বলিলেন না নীরব হইলেন, ভাবিতেছিলেন, 'হয়ত কেন?'——

রঘু গৃহ হইতে বহির্গত হইল, যতক্ষণ দেখা গেল অমলা চাহিয়া রহিলেন, আর দেখা গেল না শূন্য দৃষ্টি অমলা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহ প্রবেশ করিয়া কাঁদিলেন কি কি করিলেন, আমরা জানি না, জানিতে চাহিও না। এত ম্রিয়মানা, এত বিষাদিনী এত শঙ্কিতা এত কাতরা, ভাল লাগে না। যেখানে ভুবন মোহিনী হাসির বিজুলি কখন খেলে না, যেখানে জলদজালে দিনমনিকে নিয়ত গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সেখানে থাকিতে নাই। কেবল মেঘের নীলিমা দেখিয়া কি হইবে?

এসব যাহার ভাল লাগে তাহারই থাক্। এ সংসারে দুঃখ কে ভাল বাসে? দুঃখীকে কে দেখিতে চাহে। ধনীর ধন গৌরব না দেখিয়া দীনের দৈন্য কে সাধ করিয়া দেখে? সৌন্দর্য্যের জ্যোতি অবহেলা করিয়া মলিনার দিকে কে চাহিয়া থাকে? প্রফুটিত গোলাবের পরিবর্ত্তে কয় জন অপরাজিতার নীলিমা মাধুরী দেখে? সত্য হউক, মিথ্যা হউক, সার হউক, অসার হউক, ধনীর মুখের অমৃত বর্ষণে শ্রবণ যুগলতৃপ্ত না করিয়া, সে সুখের কাহিনী সকল না শুনিয়া কে দুঃখীর অবসাদ হেতু দুঃখের কাহিনী শুনে? এ সংসারে তাহা কয় জনের ভাল লাগে? যাঁহারা দুঃখীর দুঃখে কাতর হন, দুঃখীকে ত্যাগ করেন না, তাহাদিগকে শতবার সাধু বলি কিন্তু স্বার্থ শূন্য হইয়া অল্প লোকে সেরূপ সাধু হইতে পারে।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

"কেন পুনঃ দেখাহল?"

মতিলাল এবং তাঁহার সঙ্গীগণ দীর্ঘ শালতীতে উঠিয়া যাতায়াত করিতেন। সকলেই কষ্ট সহিষ্ণু, দৃঢ়, সাহসী, বলবান্, সর্ব্বত্রগামী, অর্থের অভাব নাই, জগতে দুষ্প্রাপ্যও কিছুই নাই বলিলে হয়। আবশ্যক মত নৌকা জলে ডুবাইয়া রাখিত, এবং যথাকালে তুলিয়া যথেচ্ছা গমন করিত। সকলেই বাহক, তরী তীরবৎ বেগগামী, প্রত্যেক তরীতে ত্রিংশৎ জন বাহক নৌকা পূর্ণ করিয়া বসিয়া যুগপৎ তালে তালে ত্রিংশৎটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাঁড় নিক্ষেপ করিতে করিতে রাত্রি কালে,—সুবিধা হইলে দিবসেও যাতায়াত করিত। ইহারা কে কোথায় যাইতেছে কে কোথা হইতে আসিতেছে, কেহ কিছুই বুঝিতে পারিত না। দেবতাদিগের ন্যায় অন্তর্যামী, সর্ব্বত্র সঞ্চারী, চক্ষুর্বিষয়াতীত। যদি কেহ মতিলালকে পথে দেখিয়া থাকে,

সে দেখিয়াছে তিনি দস্যুবেশে জলপথে স্রোতের প্রতিকূলে পাটনাভিমুখে প্রায় ষষ্টি সংখক সঙ্গী সমভিব্যাহারে আসিতেছেন। অদ্য মতিলাল রত্ন ব্যবসায়ী বেশী, অশ্বারোহী, দুই জন সহচর মাত্র সহায়, বেলা এক প্রহরের পর ব্যবসায় গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। কয়েক মাসের পর পাটনায় আসিলেন, বোধ হইল যেন কত কাল প্রবাসের পর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। চিত্তের উদ্বেগ ইতিপূর্ব্বে দিন দিন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছিল, এক্ষণে দণ্ডে দণ্ডে ততোধিক বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এত দিন কেবল সুমুখীর দর্শন লালসা প্রবল হইতেছিল, অদ্য তৎসহ প্রিয় জনের অমঙ্গলাশঙ্কা; এ আশঙ্কা কেন? তাহার অর্থ নাই। অনেক দিন অদর্শন? তাই কি? বঙ্গে গিয়া অবধি কয়েকবার সংবাদ পাইয়াছেন। যদি ও সে সংবাদ কেবল শারীরিক কুশল সংবাদ মাত্র তাহাইত মতিলালের পক্ষে যথেষ্ট। মধ্যে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা মতিলাল জানিতেন না, জানিলে কি হইত বলিতে পারিনা সে সকল পাটনায় অপ্রকাশছিল, নচেৎ তাঁহার অগোচর থাকিত না। এক্ষণে মতিলাল সুমুখীময়। সুমুখী কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কোন অমঙ্গল হয় নাইত? এই ভাবনায় মতিলালের আশঙ্কা কত কল্পিত বিপদে সুমুখীকে জড়িত দেখিল। বর্দ্ধিত চিত্তের বেগ ক্রমাগত কষ্টে সায়ংকালের অপেক্ষায় সংবরণ করিতে লাগিলেন। আমরা জানি মতিলাল বিবেচনা করিয়াছিলেন সে দিনের বেলা অস্বাভাবিক রূপ বড়। এই ভাবিয়া একবার দিবসেই গমন সিদ্ধান্ত করিতেছিলেন, কিন্তু কার্য্যে তাহা করেন নাই; অন্য লোক হইলে কি করিত সন্দেহ।

যখন মতিলাল সুমুখীর পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন তখন সুমুখী উদ্যান বাটীতে; অন্যান্য দিনের ন্যায় প্রতিক্ষণে মতিলালের অপেক্ষা করিতেছেন। সুমুখী জানিতেন, মতিলাল লক্ষ্ণৌয়ে, কিন্তু নৌকায় দেখিয়া তাহা ভ্রম বোধ হইয়াছে, সম্প্রতি কবে আসিবেন স্থির নাই; তথাচ পাট-

য়ায় আসিয়া অবধি প্রত্যহ এইরূপ মতিলালের জন্য অপেক্ষা করেন। আশ্চর্য্য অধ্যবসায়! অপূর্ব্ব আশা!! এইরূপ করিয়া প্রত্যহ ক্লান্তা হইয়া খিন্নমনে ধীরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনোন্মুখিণী হন, আবার ভাবেন এখন ও আসিতে পারেন, অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া—প্রায়ই অপর কর্ত্তৃক আহূতা হইলে—গৃহে যান; পর দিন নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে উদ্যানে উপস্থিত হন। কোথায় উদ্যান আর কোথায় মতিলাল?

আজি ও সুমুখী পুষ্পচয়ন করিতে করিতে মনে করিতেছেন, কোথা হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা আসিয়া পূজা লও। তিনি জানেন না, যে, যে দেবতার অর্চ্চনার জন্য প্রত্যহ এইরূপে যত্নে পুষ্প চয়ন করেন, অদ্য সেই দেবতা তাঁহার পিতৃগৃহে অধিষ্ঠিত; তাহা হইলে কি আর এখানে সময় নষ্ট করেন? কিসের জন্য পুষ্প?

মতিলাল রায় মহাশয়ের নিকট বসিয়া আগ্রহ সহকারে সকলের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। রায় মহাশয় সকল কথারই উত্তর সংক্ষেপে গম্ভীর ভাবে দিলেন। মতিলাল আশা করিয়া আসিয়াছিলেন, যে একবার সকলের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হইবে, এবং প্রতিক্ষণে রায় মহাশয়ের অনুমতির অপেক্ষা করিতে ছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়! রায় মহাশয় সে উল্লেখও করিলেন না। নিতান্ত গম্ভীর ভাব, অন্য অন্য দুই একটি কথার পর কার্য্যান্তর উপলক্ষে মতিলালকে তাঁহার সহিত স্থানান্তরে যাইবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব শুনিয়া মতিলাল বিস্মিত হইলেন, তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, যে রায় মহাশয়ের ইচ্ছা যে তাঁহার কন্যার সহিত মতিলালের সাক্ষাৎ আর না হয়। কিন্তু কেন যে এরূপ ইচ্ছা হইল তাহার কারণ কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে (বিধবা হইলেও) বিবাহ সম্ভাবিতা কন্যার সহিত মতিলালের আলাপ হওয়াতে যে ব্যক্তি কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, উভয়ের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধন কামনা নিয়ত করিতেন,—অন্যে যাহা মনে

করুক, রাধারমণ বাবু ইংরাজী সভ্যতার প্রথম প্রাদুর্ভাব কালের লোক; সুতরাং তিনি ইংরাজী ধরণে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার সম্ভাবিত পতির সহিত আলাপ করায় কিছু মাত্র দোষ বিবেচনা করেন নাই, এখন সেই রাধারমণ বাবু ছলে মতিলালকে সরাইবার চেষ্টা পাইতেছেন, ইহা মতিলালের স্পষ্ট বোধ হওয়ায় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এবং ভবিষ্যতে আর দেখা না হইতেও পারে, এই আশঙ্কায় এক প্রকার নৈরাশ্য ও উপস্থিত হইল। যে উদ্বেগ পূর্ব্বে ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিত হইতেছিল এখন তাহা তাঁহাকে একেবারে অধীর করিয়া ফেলিল। এ কষ্ট কি সহ্য হয়! কত দূর হইতে আসিতেছেন। কত প্রিয় কার্য্য ফেলিয়া আসিয়াছেন, কয়েক দিন অনাহার অনিদ্রা, তাহাতে তিনি বড় কাতর নহেন, কিন্তু জীবনের সার ব্রত প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছেন। কাহার জন্য? যাহার জন্য তাহার নিকটে আসিয়া এত নিকটে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাত পর্য্যন্ত না করিয়া কি যাওয়া যায়। মনে হইল সুমুখী কোথায়! কেহ যদি সুমুখীকে সংবাদ দেয়, যদি সুমুখী তাঁহার আগমন সংবাদ পায় তাহা হইলে বোধ হয় না দেখা করিয়া থাকিতে পারিবে না। মনে মনে এই সকল আন্দোলন করিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; বলা বাহুল্য যে মতিলালের কিছু মাত্র যাইতে ইচ্ছা ছিল না। মতিলালকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া রায় মহাশয় উঠিলেন, অগত্যা তাঁহাকেও ভগ্ন হৃদয়ে রায় মহাশয়ের অনুগমন করিতে হইল।

মতিলাল উঠিবার পূর্ব্ব ক্ষণেই সুমুখীর দাসী কারণ বশতঃ সেদিগে আসিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইল মতিলাল বসিয়া আছেন। সে জানিত মতিলালের সহিত সুমুখীর বিবাহ হইবে, তাঁহার অনুপস্থিতির জন্যই বিলম্ব হইতেছে। মতিলালকে দেখিয়া সে আনন্দে অস্থির হইয়া পড়িল, কার্য্য ফেলিয়া দৌড়িল, দৌড়িল সুমুখীকে সংবাদ দিতে।

দাসী উদ্যানে প্রবেশ করিয়াই দেখিল সুমুখী অন্য মনে কি ভাবিতে

ছিলেন, তাহার প্রবেশে হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কেও ঝি"

দাসীও ব্যস্তে বলিল, "মতিলাল বাবু আসিয়াছেন।"

সুমুখীর রক্তধমনী মধ্যে বেগে ছুটিল, ধীরে বলিলেন, "কোথায়?"

"বাহিরে কর্ত্তার নিকটে বসিয়া আছেন।"

দাসী অল্পক্ষণ মাত্র তথায় দাঁড়াইয়া রহিল, যতক্ষণ সে রহিল সুমুখী স্তম্ভিতার ন্যায় তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, দাসী চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে উঠিয়া পিতৃগৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। চলিতে চলিতে চরণের গতি পতনশীল পদার্থের ন্যায় ক্রমে বাড়িতে লাগিল। গৃহদ্বারে আসিয়া দেখেন দাসী তথায় দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু মতিলাল দ্বারান্তর দিয়া তাঁহার পিতার পশ্চাতে, অধোবদনে ধীরে গৃহ বহির্গত হইয়া চলিয়া যাইতেছেন, একেবারে সুমুখীর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল বোধ হইল। একি! চলিয়া যান কেন? মতিলালত? দাসীকে কহিলেন, "তিনি নন, তিনি হইলে চলিয়া যাইবেন কেন?" দাসী উত্তর করিল "আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যদি মিথ্যা কথা কই ত চক্ষের মাথা খাই।" সুমুখী তাহার কথার শেষাংশে কর্ণপাত ও করিলেন না, চিত্ত ভয়ানক আন্দোলিত হইতে লাগিল, এক এক বার প্রত্যাগমনের আশা করিতে লাগিলেন; চঞ্চল হইয়া অন্য মনে ইতস্ততঃ করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল; রায় মহাশয় ফিরিলেন, একাকী! দাসী ইতিপূর্ব্বেই কার্য্যান্তরে গিয়াছিল, পিতাকে নিতান্ত একাকী ফিরিতে দেখিয়া ভগ্ন হৃদয়ে স্বীয় শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন। মনে করিতে লাগিলেন এত দিন না দেখিয়া ছিলাম ভাল। গৃহের দ্বার রুদ্ধ হইল।

সেই রাত্রেই জামাতাকে সত্বরে পাটনায় আনাইবার জন্য রাধারমণ বাবু বর্দ্ধমানে মাতুলকে পত্র লিখিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

"——অঙ্গুরী অসুন্নামে অঙ্গুলী।"

গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুমুখী মতিলালের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মতিলাল আসিয়া দেখা করিলেন না। ইহার কারণ কি? অবশ্য কোন কারণ আছেই। তিনি এত দিন বিদেশে থাকিয়া বিবাহ করিলেন কি? এমনই কি হইবে? সেই জন্যই বুঝি পিতা আর সাক্ষাৎ করিতে দিলেন না। তাঁহারই বা তাহা হইলে আর সাক্ষাতের প্রয়োজন কি? মতিলাল কি বিবাহ করিলেন; সুমুখীর প্রণয় ভুলিয়া বিবাহ করিলেন কি? করিতে পারেন; সুমুখী এমনই হতভাগিণী বটে; ভাল তাহা হইলে আর এখানে আসিবেন কি করিতে? কিছুই স্থির হইল না, বড় গোলমাল বোধ হইতে লাগিল। মতিলালের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ অবধি সমস্ত ঘটনা ক্রমে স্মরণ হইতে লাগিল; শেষে নৌকার কথা; মতিলাল তাঁহার জন্য কোথায় গিয়া কত ক্লেশে তাঁহার উদ্ধার করেন! ক্রমে অঙ্গুরীয়ের কথা মনে পড়িল, অমনি অঞ্চলপ্রান্তে হস্ত দিলেন,—"একি?" এই কথা সুমুখীর মুখদিয়া বাহির হইতে হইতে একেবারে মুখ শুকাইয়া গেল, যেন কোন ভয়ানক বিপদ উপস্থিত। অঙ্গুরীয় নাই! সুমুখী যত্নে এ পর্য্যন্ত অঙ্গুরীয় রাখিয়া ছিলেন। বাটী পঁহুছিবার পূর্ব্বে উহা বস্ত্রাঞ্চলে থাকিত, বস্ত্র পরিবর্ত্তন কালে উহারও স্থান পরিবর্ত্তন হইত কেহ জানিত না; মতিলাল গোপনে রাখিতে বলিয়া ছিলেন! বাটী আসিলে অঙ্গুরীয় গোপনে রক্ষিত হইল; কেবল মধ্যে২ গোপনে দেখিবার জন্য বাহির করিতেন। এ এক নূতন কথা! গোপনে অঙ্গুরীয় দর্শন কি? সুমুখীর পিতার গৃহে অনেক বহুমূল্য রত্ন ছিল; সুমুখী রত্ন দর্শন লালসায় তাহা দেখিতেন না। অঙ্গুরীয়ে সুদক্ষ কারিগরের দ্বারা গুটিকত অক্ষর খোদিত ছিল এবং তৎসম্বন্ধে কিছু কৌতূহল সুমুখীর

অন্তঃকরণে উদয় হইত বটে, কিন্তু সে জন্য তিনি এত সাদরে, এত যত্নে, এত গোপনে, চোরে চুরি করার ন্যায় চুরি করিয়া অঙ্গুরীয় দেখিতেন না। এ অঙ্গুরীয় যে মতিলালের হস্ত চ্যুত হইয়া তাঁহার হস্তে আসিয়াছে, ইহারই জন্য এত আদর; সহস্রবার দেখিলেও পুরাতন হয় না, মতিলালের অনুপ-স্থিতিতে ইহার আদর গুরুতর। আজি সে অঙ্গুরীয় কি হইল? অপরাহ্নে উদ্যানে গোপনে দেখিবার অভিপ্রায়ে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই খানে দাসীর মুখে মতিলালের নাম শুনিয়া অন্যমনে ফেলিয়া আসিয়া থাকিবেন সন্দেহ হইল; সন্দেহ কেন, নিশ্চয়ই হইল; আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না, দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দীপ হস্তে দ্রুতপদে উদ্যানাভিমুখে গেলেন, পথে জননীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন;—"কোথা যাইতেছ সুমুখি?"

"আমার এক জিনিস হারাইয়াছে।"

"কোথায়?"

"বাগানে।" বলিয়া সুমুখী প্রস্থান করিলেন, তাঁহার প্রসূতি মুখ টিপিয়া হাসিলেন, তিনি সে অঙ্গুরীয় দাসীর নিকট পাইয়াছিলেন, দাসী মধ্যে উদ্যানে আসিয়াছিল সুমুখীর অসাবধানতা বুঝিতে পারিয়া অঙ্গুরীয় কুড়াইয়া লইয়া সুমুখীকে না দিয়া একেবারে তাঁহার জননীর নিকট দেয়; সুতরাং তিনি কি হারাইয়াছেন তাহা না জিজ্ঞাসা করিয়া হাসিলেন মাত্র। মনে করিলেন, 'দেখি কি করে?'

দ্বার উদ্ঘাটন করতঃ সুমুখী উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। যথায় বসিয়া-ছিলেন, তথায়, ও আর যে যে স্থানে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল সমস্ত অন্বেষণ করিলেন, কোথাও পাইলেন না। আপনা আপনি বলিলেন, কি সর্ব্বনাশ! এত দিন পরে আজি হারাইলাম। অদ্য কি অশুভক্ষণে রাত্রি পোহাইয়াছিল। অঙ্গুরীয়ের জন্য সুমুখীর বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। অতি যত্নে অতি আদরে অতি গোপনে এত দিন রাখিয়া আজি হারাইলেন! মতিলালকে একবার

দেখাইবার পর হারাইলে এত ক্ষতি ছিল না। আবার ভাবিলেন, মতিলাল আর আসিবেন কি? তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে কি? সে দিন কি আর হইবে? হইতে পারে, আশা কে ত্যাগ করে? আর কেনই বা দেখা হইবে না। দেখা না হইলে অঙ্গুরীয় কি হইবে? তথাপি কেমন বোধ হইতে লাগিল আর দেখা হইবে কি? সুমুখী অন্য মনে সেই বাগানে বসিয়া পড়িলেন, চিত্ত লক্ষ্য শূন্য হইল। শীত বোধ হইল না। ফাল্গুন মাসে পাটনায় যথেষ্ট শীত থাকে, কিন্তু সে শীতল বায়ু তৎকালে সুমুখীর পক্ষে বাসন্তী অনিলের ন্যায় শৈত্য শূন্য, ঈষৎ শান্তিপ্রদ, বিয়োগীর শোকের উদ্দীপক বোধ হইল। সে বায়ুতে তাঁহার চিত্ত কেবল হেলিতে দুলিতেছিল মাত্র, সম্মুখস্থ দীপ হেলিতে দুলিতেছিল, হেলিয়া দুলিয়া নিকটস্থ পতঙ্গদিগকে পুড়িয়া মরিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছিল। সুমুখীর অন্তরের বহ্নিও সেই বায়ুতে সুমুখী পতঙ্গকে পোড়াইতেছিল, কিন্তু বায়ু বাহিরের অগ্নি নিভাইতে সমর্থ, সুমুখীর হৃদয়েরই অগ্নি নিভাইতে তাহার সাধ্যছিল না। সে বহ্নি নিভাইতে পৃথিবীতে একা মতিলাল সমর্থ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

"Not to be cured; yet not incurable.---"

মতিলাল রাধারমণ বাবুর সহিত পৃথক হইয়া যখন বাস গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার মুখের ভাব ভয়ঙ্কর। সে আরক্তিম মুখ, সে বিস্ফারিত নয়ন,—যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে,—সে ঈষৎ কম্পিত ওষ্ঠাধর দেখিয়া তাঁহার মৃত্যুভয়ে অকাতর সঙ্গীগণেরও হৃৎকম্প হইল। তাহারা তাঁহার ধর্ম্মভ্রাতার নিকট সংবাদ দিল। সৌভাগ্য ক্রমে তিনি সে দিন পাটনায় ছিলেন; মতিলালের সঙ্গেই আসিয়াছিলেন।

রাধারমণ রায়ের কথার ভাবে মতিলাল বুঝিয়াছিলেন, যে সুমুখীর স্বামী

ইতিপূর্ব্বে পাটনায় আসিয়াছেন, এবং শ্বশুর বাটীতেই আছেন। এরূপ ভ্রম বুঝিবার কারণ কিয়ৎপরিমাণে রায় মহাশয়ের কথার জটিলতা এবং কিয়ৎ পরিমাণে মতিলালের বুঝিতে অশক্তি। যাহাহউক ‘সুমুখীর স্বামী আসিয়াছেন’—এই পর্য্যন্ত যখন মতিলালের বোধগম্য হইল তখনই তাঁহার সর্ব্ব শরীরে বেগে রুধির প্রবাহ বহিল। রাধারমণ বাবুর প্রমুখাৎ যাহা যাহা শুনিবার শুনিয়া, সত্বরই বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিলেন, কাহারও সহিত কথা না কহিয়া একেবারে শয়ন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। অনুচরবর্গ অন্তরে থাকিয়া অসহ্য প্রভাব মাত্র অবলোকনে শঙ্কিত চিত্তে তাঁহার ধর্ম্মভ্রাতার নিকটে গেল। ক্রোধের সময় তিনি ভিন্ন আর কেহই দস্যুপতির নিকটে যাইতে সাহস করিত না। দস্যুপতি তাঁহাকে সহোদরের ন্যায় দেখিতেন।

গৃহ প্রবেশ করিয়া মতিলাল গৃহ মধ্যে পাদ চরণ করিতে ছিলেন। তৎকালে তাঁহার হৃদয়ে কি হইতেছিল তাহা বলা দুঃসাধ্য। সুমুখী তাঁহার কে তাহা তিনিই জানিতেন; তৎপ্রতি সুমুখীর স্নেহাদিও তাঁহার অবিদিত ছিলনা। কিন্তু তিনি ইহাও জানিতেন যে তাঁহার সহিত সুমুখীর কি সম্বন্ধ তাহা সুমুখী অবগত নহে; সুতরাং পতিভ্রমে অন্য পুরুষ সহবাস অসম্ভব নহে। বিশেষ বাঙ্গালীর মেয়ে। যখন মতিলালের মনে উদয় হইতে লাগিল কোন বঞ্চক বঞ্চনা করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইতে লাগিলেন; আপনার দুষ্প্রধর্ষ তেজোরাশির দ্বারা আপনি দগ্ধ হইতে লাগিলেন, দৃঢ় মুষ্টিতে অসি ধারণ করিলেন, মানসের পটে দেখিলেন, অন্যের স্ত্রীভ্রমে সুমুখী বঞ্চকের পার্শ্বে বসিয়া আছেন—দেহের জ্বালায় অধীর ও ভগ্ন হৃদয় হইয়া বসিলেন; ভাবিলেন, এখন কর্ত্তব্য কি? কিয়ৎক্ষণ পরে স্থির হইল পরে আর যাহাই কর্ত্তব্য হউক অগ্রে সুমুখীর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ; কিন্তু সুমুখী মরিবে! সেই স্বর্ণ প্রতিমা এজগৎ হইতে জন্মের মত বিদায়

হইবে! আর তিনি সে মধুর হাসিমাখা মুখ পৃথিবীতে দেখিতে পাইবেন না! সংসারে তাঁহার কেহই নাই; যে ছিল সেও যাইবে! হৃদয় বিদীর্ণ হইল; চক্ষু জল পূর্ণ হইল। মতিলালের হৃদয় পাষণ; তিনি স্থির করিয়াছেন সুমুখীর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। তাহা অবশ্যই শ্রেয়ঃ কিন্তু কে তাঁহাকে মরিতে বলিবে? ভাবিলেন, আপনিই বলিব। কিরূপে বলিবেন স্থির হইল; তখন পাষাণময় চিত্ত লইয়া লেখনী ধারণ করিলেন। তদ্গত প্রাণা, কোমল হৃদয়া সুমুখীর জীবন অন্তক পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কি সর্ব্বনাশ! অকাতরে লিখিতে লাগিলেন। লিখিলেন;—

"সুমুখি!" সুমুখি কাটিয়া হতভাগিনী লিখিলেন, "হতভাগিনি। তুমি স্বামিভ্রমে পর পুরুষের সহবাস করিয়াছ; তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যেরূপে পার জীবন বিসর্জ্জন করিও। যে পাপাত্মা তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছে সে সত্বরই তাহার প্রতিফল পাইবে। কিন্তু তোমার মৃত্যু ভিন্ন আর গতি নাই। তোমার স্বামী মৃত অথবা নিরুদ্দেশ, যে তোমায় বঞ্চনা করিয়াছে সে তোমার স্বামী নহে নিশ্চয় জানিবে।"

নিম্নে আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া মতিলাল পত্র হস্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; দেখিলেন, বাহিরেই তাঁহার ধর্ম্মভ্রাতা। তিনি গৃহে দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। মতিলাল তাঁহাকে পত্র দিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের আদেশ করিলেন। "তোমাকেই এই কার্য্য করিতে হইবে, এবং জানিবে যে রাধারমণ রায়ের জামাতা কত দিন এবং কোথা হইতে আসিয়াছে, এই সমস্ত সবিশেষ জানিয়া আমাকে বলিবে।"

তাঁহার ধর্ম্মভ্রাতা আশ্চার্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাধারমণ রায়ের জামাতা!"

সেখানে অপর লোকনাই জানিয়া মতিলাল বলিলেন, "কোন বঞ্চক বঞ্চনা কবিয়াছে।"

বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কত দিন?"

"তাহা জানিতে হইবে।"

অধোবদনে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া ধর্ম্মভ্রাতা বলিলেন, অগ্রে পরিচয় দিলে এ সকল হইত না।"

"পরিচয় না দিবার কারণ ত বলিয়াছিলাম; তখন এরূপ হইবে কে জানিত! যাহা হউক এখনকার কর্ত্তব্য কর।"

"এখনও আর এরূপ ব্যবহারে কায কি? আপনার পত্নীকে তথা হইতে এই দণ্ডে আনয়ন করুন।"

মতিলাল ধর্ম্মভ্রাতার কথায় উত্তর করিলেন; স্বর কিছু কর্কশ অথচ নিতান্ত কাতরতা শূন্য নহে; "কে আমার পত্নী? কেহনয়। এক্ষণে যাহা করিতে বলিলাম তাহা কর, পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় হইবে।"

এই কথায় তাঁহার ধর্ম্মভ্রাতা আর উত্তর না করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, তিনিও পুনরায় গৃহ প্রবেশ করিলেন। চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল, পর্য্যায়ক্রমে, ক্রোধ, ক্ষোভ, আশা, কাতরতা, প্রতিহিংসা, নৈরাশ প্রভৃতি হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া তুলিল। যে সুমুখীর জন্য তাঁহার প্রিয়তম ব্রত পর্য্যন্ত প্রায় ত্যাগ করা হইয়া আসিয়াছিল, সেই সুমুখীকে আজ মরিতে পত্র লিখিলেন। মতিলালের সর্ব্বাঙ্গ যেন আশী বিষে জর্জরিত হইতে ছিল। এক এক বার ভাবিলেন কেন কষ্ট পাই? বঙ্গদেশে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ! পার্ব্বত্য উপত্যকা দুর্গ, এক একটি দ্বিতীয় কৃতান্ত সম বিশ্বাসী অনুচর; সে সুখ সম্পত্তি প্রভুত্ব মনে করিলেন, দেখিলেন, এখন সুমুখী না থাকিলে তাহাতেও সুখ নাই, পূর্ব্বের ন্যায় সে সকলও এখন সুখপ্রদ নহে, বিষময়! কিছু ভাল লাগিল না; যখন সুমুখীকে ভাল লাগিতেছে না তখন আর কিছু কেমন করিয়া ভাল লাগিবে? একাকী গৃহ মধ্যে অসহ্য যাতনায় রাত্রি কাটিল, কাটিল কিন্তু অনেক বিলম্বে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"যাও আশু আশু গতি যথা ব্রজ কুলপতি"

অন্যমনে সুমুখী উদ্যান বাটীতে বসিয়া আছেন, সম্মুখে পতঙ্গবেষ্টিত দীপশিখা জ্বলিতেছে, উপরে নক্ষত্র জ্বলিতেছে, আবার হৃদয় জ্বলিতেছে, হঠাৎ একটা ছায়া অনুভূত হইল, সিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার সম্মুখে কি পড়িল, ভীত হইয়া দেখিলেন, একখান পত্র! কে লিখিয়াছে, কোথা হইতে আসিল বুঝিতে না পারিয়া চমৎকৃতা হইলেন। পত্র খানি হস্তে তুলিয়া দেখিলেন উপরে তাঁহার নাম লেখা আছে,—দেখিয়া বুঝিলেন, পত্র খানি মতিলালের; হর্ষ বিস্ময়ে জড়ীভূতা হইয়া পত্র খুলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় দাসী আসিয়া উপস্থিত হইল; তাঁহার আগমনের বিলম্ব দেখিয়া জননী ডাকিতে পাঠাইয়াছেন। অগত্যা পত্র বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া দাসীর সহিত জননী সমীপে উপনীতা হইলে তাঁহার জননী জিজ্ঞাসা করিলেন,— "কি হারাইয়াছে?"

ইতস্ততঃ করিয়া সুমুখী উত্তর করিলেন, "একটি আংটী।"

"কোন্ আংটীটি?"

এইবার সুমুখী কি উত্তর দিবেন? রাধারমণ বাবু তাঁহার জামাতার জন্য একটি সুন্দর বৃহৎ পান্নাযুক্ত অঙ্গুরীয় কলিকাতা হইতে প্রস্তুত করিয়া আনান এবং তদুপরি জামাতার নাম খোদিত থাকে; সুমুখী তৎকালে বালিকা থাকিলেও সেটিকে চিনিতেন; নৃপেন্দ্র সর্ব্বদা সে অঙ্গুরীয় ব্যবহার করিতেন, সুতরাং সেটি নৃপেন্দ্রের সহিত অদৃশ্য হয়; এ সেই অঙ্গুরীয়। সুমুখী এখন কেমন করিয়া বলেন যে সেই অঙ্গুরীয়টি মতিলালের নিকট পাইয়াছেন।

সুমুখীর জননী অঙ্গুরীয় দেখিয়া আশ্চার্য্যান্বিতা হইয়াছিলেন। এবং কন্যা তাহা কোথায় পাইল, জানিবার জন্য উৎসুকা হইয়াই জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন, "কোন্ আংটিটি?" কিন্তু তাহার উত্তর দানে কন্যাকে কুণ্ঠিতা দেখিয়া আর কিছু বলিলেন না। আহারান্তে শয়ন করিতে অনুমতি করিলেন; বলিলেন, "কাল সকালে পাওয়া যাইবে রাত্রে আর কষ্ট করিয়া কায নাই।"

অগত্যা সুমুখী আহারান্তে গৃহ প্রবেশ করিলেন। আহার! হাঁ একবার বসা চাই বই কি, নহিলে জননী ও অপর সকলে কি মনে করিবেন? গৃহ প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। একটি ভ্রাতা তাঁহার নিকট থাকিত, দেখিলেন, সেটি নিদ্রিত; দীপের নিকট গিয়া সুমুখী পত্র খানি খুলিলেন; তখন তাঁহার হস্ত পদ কাঁপিতে ছিল, পত্র পড়িতে পড়িতে কম্প আরও বৃদ্ধি হইল, দাঁড়াইতে পারিলেন না বসিয়া পড়িলেন, বুকের ভিতর যেন ফাটিয়া যাইতেছিল; ধীরে সুমুখী নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন, সমস্ত অন্ধকার, চক্ষু খুলিলেন, অন্ধকার ঘুচিল না, দীপ দেখা গেল না, মস্তক ঘুরিতেছিল। কি সর্ব্বনাশ! মতিলাল এরূপ লিখিলেন! কেন লিখিলেন! স্বামী! স্বামী কে? বঞ্চনা কে করিল? আমি মরিব, তাহা ত সহজ কথা; কিন্তু মতিলাল তাহা লিখিলেন কেন? ইহা সম্ভব নহে আর কে লিখিয়া থাকিবে; মতিলালের হস্তাক্ষর সুমুখী চিনিতেন না কিন্তু কি একখানা কাগজে তাঁহার স্বাক্ষর দেখিয়া ছিলেন স্মরণ হইল; এ স্বাক্ষরও প্রায় সেইরূপ বটে; তবে কি মতিলাল পীড়িত? অসম্ভব নহে, মস্তকের পীড়া হইয়া থাকিবে, সেই জন্যই বা পিতা সাক্ষাৎ করিতে দেন নাই। সুমুখীর সন্দেহ হইল; সেই সন্দেহ ক্রমে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। আর কোন্ কারণে মতিলাল এরূপ লিখিতে পারেন? কোন কারণে নয়, নিশ্চয় হইল, মতিলালের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে।

তখন সুমুখী নিতান্ত কাতরা হইলেন, যে মতিলাল, তাঁহাকে মরিতে লিখিয়াছেন, সেই মতিলাল অসুস্থ বোধে সুমুখী সংসার শূন্য দেখিতে

লাগিলেন, মতিলাল তাঁহাকে যে মরিতে লিখিয়াছেন তাহা ভুলিয়া গেলেন। এখন মতিলাল কিসে সুস্থ হইবেন, তিনি কাছে গিয়া সুশ্রূষা করিলে কি আরোগ্য হইবেন না? এই চিন্তায় সুমুখী অস্থিরা হইলেন এখনও দাসী শয়ন করিতে আসিল না। আর অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিলেন না বাহিরে গিয়া দাসীকে ডাকিয়া গৃহে আনিয়া পুনরায় দ্বার বদ্ধ করিলেন। পরে দাসীকে মিনতি করিয়া বুঝাইয়া, পুরস্কার দানে স্বীকৃতা হইয়া গোপনে প্রাতে মতিলালের নিকট যাইতে সম্মত করিলেন। দাসী জানিত, সুমুখীর সহিত মতিলালের নিশ্চয় বিবাহ হইবে, সুতরাং সুমুখীর মিনতিতে এবং বিশেষ পুরস্কারের লোভে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইল; নচেৎ রাধারমণ রায়ের বাটীতে থাকিয়া এরূপ দৌত্যে স্বীকৃতা হইতে তাহার কিছুতেই সাহস হইত না।

সুমুখী মতিলালকে কেবল দেখিয়া আসিতে কহিলেন। তিনি কেমন আছেন, পীড়া অধিক কি অল্প এই পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিতে কহিলেন; সুতরাং দাসীর গমনের আপত্তি ছিল না। সুমুখী এই কথার জন্য রাত্রে দাসীকে নিদ্রা যাইতে দেন নাই। কখন যাইবে, কখন পৌছিবে, কোথায় সাক্ষাৎ হইবে, কি বলিয়া সাক্ষাৎ করিবে, এই কয়েকটি কথার পরামর্শ করিতে করিতে সুমুখীর রাত্রি কাটিল। সুমুখীর নিদ্রা নাই। একবার বসিয়া, একবার শয়নে, একবার বেড়াইতে বেড়াইতে মনে মনে কল্পনা করিতেছেন আর মধ্যে মধ্যে দাসীকে সেইমত পরামর্শ দিতেছেন, দাসী যখন দেখিল যে রাত্রে যতবার তন্দ্রা আইসে ততবারই সুমুখী একটা না একটা কথা পাড়েন, তখন ছলে উঠিয়া বাহিরে গেল, একস্থানে পড়িয়া গাত্রবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করত অবশিষ্ট রাত্রিটুকু কাটাইল। প্রভাত না হইতেই সুমুখী তাহাকে উঠাইয়া বিদায় দিলেন। সে চলিয়া গেলে পুনরায় গৃহপ্রবেশ করতঃ ভাবিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

"———Searched in vain."

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই দাসী মতিলালের বাসভবনে উপস্থিত হয়। মতিলালের প্রতিপত্তি বিলক্ষণ হইয়াছিল, দাসীকে কষ্ট করিয়া অন্বেষণ করিতে হয় নাই। গৃহদ্বারে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাটী কি মতিলাল বাবুর ?"

দ্বারে প্রহরী ছিল, উত্তর করিল, "কেন ?"

"তাঁহার অসুখ হইয়াছে তাহাই দেখিতে আসিয়াছি।"

প্রহরী অসুখের সংবাদ জানিত না, নূতন কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি অসুখ ?"

দাসী বলিল, "কেন মাথায় কি অসুখ হইয়াছে তুমি কি জাননা ? তাঁহার বাটী এই বটেত ?" দাসী সুমুখীর কথায় বুঝিয়াছিল, মতিলাল মস্তকে ক্ষত কি অন্য প্রকার কোন রোগের জন্য অনেক কষ্ট পাইতেছেন, এবং সেই রোগ এখন অত্যন্ত বাড়িয়াছে। বলা বাহুল্য যে যে দাসী পূর্ব্বদিন মতিলালকে দেখিয়াছিল এ সে নহে। কিন্তু প্রহরীর কথায় বোধ করিল, যে এ ব্যক্তি যখন বাটীতে থাকিয়াও রোগের সংবাদ জানে না তখন এ বাটী বোধ হয় মতিলালের নহে, বিশেষতঃ এত প্রকাণ্ড অট্টালিকা, এরূপ সুসজ্জিত, এত লোকজন, যদি মতিলালের থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই সেরূপ ভাল মানুষ হইতেন না। মতিলালের যে এত দূর আধিপত্য তাহাতেই দাসীর সন্দেহ হইয়াছিল। দাসী প্রহরীকে চিন্তিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে মতিলালের কোন্ বাটী ?"

মতিলালের অনুচর মাত্রেই নূতন প্রকৃতির লোক। সে এরূপ অসংলগ্ন কথা শুনিয়া মাগীকে পাগল বিবেচনা করিয়া উত্তর করিল, "কোন্ বাটী আমি জানিনা।" দাসী বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিল।

যখন দাসী যায়, তখন আর একজন প্রহরী আসিয়া পূর্ব্ব প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কে ও?"

"একটা স্ত্রীলোক।"

"কি বলিতেছিল?"

বলিতেছিল মতিলালের এই বাটি! আমি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি, তাঁহার মাথার অসুখ হইয়াছে।

"সে কোথায় গেল?"

"চলিয়া গেল, কোথায় তাহা জানিনা।"

"কেন?"

প্রথম প্রহরী কারণ বলাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "কার্য্য ভাল হয় নাই, তাহাকে দেখ, বোধ হয় রায় মহাশয়ের বাটী হইতে আসিয়া থাকিবে, কল্য রাত্রে গোপনে এক পত্র গিয়াছে আমি জানি, বোধ হয় তাহারই গোপন উত্তর আসিয়াছিল।"

"তাহা হইলে কি সংবাদ হইত না।"

"না হইতে পারে, কিছু গোলমাল ঘটিয়াছে।"

প্রথম প্রহরী দৌড়িল, যে দিকে দাসী গিয়াছিল, সে দিক্ লক্ষ্য করে নাই, দাসী ফিরিয়া গিয়াছে বোধে রাধারমণ রায়ের বাটীর দিগে গেল। দাসী মতিলালের বাটী অন্বেষণ করিবার জন্য ক্রমে অগ্রসর হইয়াছে; সুতরাং সে ব্যক্তি দাসীকে না পাইয়া কিয়দ্দূর হইতে ফিরিয়া আসিয়া অপরকে বলিল, "পাওয়া গেল না।"

তখন উভয়েই প্রভুকে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক বোধে সমস্ত সংবাদ মতিলালকে দিল।

মতিলাল রাত্রে সংবাদ পাইয়াছিলেন, যে রাধারমণ রায়ের জামাতা আইসে নাই এমন কি রায় মহাশয়ের বাটীর লোকে জামাতার নাম শুনিয়া

বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল; তজ্জন্য তিনি সুমুখীকে অন্যায় পত্র লিখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন; আবার অপর লোকের দ্বারাও প্রাতে ভাল করিয়া জানিবার জন্য বলিয়া রাখিয়াছেন, এবং তাহার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রহরীর মুখে সংবাদ পাইয়া তিনি বুঝিলেন, সুমুখীর লোক, দাসীর আকার প্রকার জিজ্ঞাসা করিয়া বিলক্ষণ বোধ হইল, সুমুখীরই দাসী। দাসী মস্তকের পীড়ার যে অর্থই করুক, মতিলাল শুনিয়া বুঝিলেন, সুমুখী পাগল ভাবি য়াছে; মনে মনে হাসিলেন, ভাবিলেন, ভাবিবেই ত! সুমুখীর অপরাধ কি! যাহা হউক দাসীর জন্য সত্বরে চারি দিক্ দেখিতে কহিলেন, অনেক দিন সুমুখীর সংবাদ ভাল করিয়া পান নাই, দাসীর মুখে সে সমস্ত পাইবেন। মুখী কেমন আছেন, কি করিতেছেন, তাঁহার বিষয় কোন উল্লেখ করেন কিনা? তাঁহার প্রতি কোনও অনুরাগ লক্ষণ প্রকাশ করেন কিনা? কথা বার্ত্তায় এই সকল দাসী প্রমুখাৎ শুনিলেও বিশেষ তৃপ্ত হইবেন বোধ হইতে লাগিল।

তৎকালে দাসীর অন্বেষণই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়ায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না, আপনিও অশ্বপৃষ্ঠে দাসীর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন।

দাসী পথভ্রমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমে রায় মহাশয়ের বাটী হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পথ অন্তরে আসিয়া পড়িয়াছিল। যখন দাসীর কষ্টবোধ হইতে লাগিল তখন তাহার সংজ্ঞা হইল। গোপনে আসিয়াছে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ফিরিবার কথা আছে, দেখে রৌদ্রে চারিদিক্ পূর্ণ হইয়াছে ফিরিয়া গিয়া কি বলিবে? ভয়ে মুখ শুকাইয়া গেল, আবার যখন দেখিল কোন্ পথে ফিরিয়া যাইবে? কে পথ বলিয়া দিবে? জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলিতে পারে না; তখন একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। বসিয়া রোদন করিতে লাগিল।

মতিলালের অনুচরগণের দশাও প্রায় সেইরূপ; তাহাদের মধ্যে একজন মাত্র দাসীকে দেখিয়াছে, সে ভিন্ন আর সকলে পথে ইহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিয়া ক্রমে ফিরিল। মতিলাল শুনিয়াছিলেন, প্রহরী রাধারমণ রায়ের বাড়ীর পথে দাসীর সাক্ষাৎ পায় নাই সুতরাং অন্য পথে অশ্বচালনা করিলেন। মতিলাল দাসীকে চিনিতেন, সুতরাং কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হয় নাই, কেবল অনতিবেগে অশ্বচালনা করত পথের দুই পার্শ্ব দেখিতে দেখিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনিও পথে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না অন্য পথ অবলম্বন করাতে তাঁহাকেও অগত্যা ফিরিতে হইল। গৃহে আসিয়া নিতান্ত উৎকণ্ঠিত-চিত্ত হইলেন। অপরাহ্নে সুমুখীর সংবাদ লওয়া আবশ্যক বোধ করিলেন, কিন্তু স্বয়ং যাওয়াও অনুচিত।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

"হেরে হারা নিধি পায়,——"

সুমুখীর জননী প্রভাতে স্বামীর সমক্ষে, দাসী কর্ত্তৃক অঙ্গুরীয় প্রাপ্তি ও তজ্জন্য সুমুখীর আগ্রহ প্রভৃতি সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বলিলেন, পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুমুখী এ অঙ্গুরীয় কোথা পাইল?"

রাধারমণ রায় চিন্তিত হইলেন, স্ত্রীর নিকট অঙ্গুরীয় ছিল গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করতঃ কহিলেন, "পূর্ব্বাবধি সুমুখীর নিকট ছিলনাত?"

"আশ্চর্য্য কথা! সে বিপদের সময় সুমুখীর বয়স কত?"

"সত্য, কিন্তু বাটীতে থাকিবার সম্ভাবনা ছিলনা কি?"

"কেন তুমি কি আংটীর অন্বেষণ কর নাই? সর্ব্বদাই বলিতে যে আংটীটি পাওয়া গেলে কিম্বা পাথর খানি কাহারও নিকট দেখিতে পাইলেও কথক জানা যাইতে পারে। বাড়ীতে কাহারও কাছে থাকিলে তখন লুকাইয়া রাখিবে কেন?"

কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া রায় মহাশয় বলিলেন, "ভাল সুমুখীকেই ডাক।"

তাঁহার পত্নী দাসীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "সুমুখী কি করিতেছে?"

"তিনি এখনও উঠেন নাই।"

"ভাল, তাহাকে একবার ডাক্ দেখি।"

দাসী প্রস্থান করিলে উভয়ে তর্ক বিতর্ক করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে হয়ত বর্দ্ধমানে জামাতা অনেকদিন আসিয়া থাকিবে, এবং উমাচরণ সেই অঙ্গুরীয় এখানে আনিয়াছিল, নচেৎ তাহার এরূপ পলাইতে সাহস হইত না।

সুমুখী আপন গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাসীর প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিতেছেন। কোথায় দাসী! সে পথ হারাইয়া কাঁদিতেছে। সূর্য্য উদয় হওয়ার পর ক্রমেই সুমুখীর উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল, প্রথমে কেবল মতিলালের বিষয়ই ভাবিতেছিলেন; তিনি কেমন আছেন? দাসীর বিলম্বের কারণ কি? ইত্যাদি। এক্ষণে ক্রমে আর এক ভয় উদয় হইল। দাসীকে চুরি করিয়া পাঠাইয়াছেন, প্রথম চুরি, পাছে ধরা পড়ে! ক্রমে সে ভয় ঢাকা পড়িল, মতিলালের অমঙ্গলাশঙ্কা সকল চিন্তা দূর করিয়া একাকী বালা-হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল।

একাকিনী প্রতিক্ষণে এইরূপে দাসীর প্রত্যাগমনাপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় জননী প্রেরিত পরিচারিকা তাঁহাকে ডাকিল। হৃদয়ের বেগে কণ্ঠস্বরের প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া ব্যস্তে দ্বারোদ্ঘাটন করিবামাত্র যাহার আশা করিতেছিলেন, সে নহে দেখিয়া হতাশ হইলেন। দাসী তাঁহার হঠাৎ এরূপ অবস্থান্তর দেখিয়া বলিল, "এখন বুঝি ঘুম ভাঙ্গিল?"

অপ্রতিভ হইয়া সুমুখী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"ঘুমের ঘোরে দোর খুলে একেবারে চম্‌কে উঠেছেন?"

সুমুখী সে কথার কোনও উত্তর না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্‌ছেহ কেন?"

দাসী বলিল "মা ঠাকুরাণী ডাক্‌তেছেন।"

"কেন?"

"জানি না কর্ত্তাবাবুও সেখানে আছেন।"

সুমুখী মুখ মুছিয়া, কৃত্রিম প্রসন্নতার আচ্ছাদনে মুখের চিন্তাযুক্ত ভাবকে ঢাকিয়া মাতৃ সন্নিধানে চলিলেন। আবার চুরি! এবার জননীর নিকট মনের ভাব গোপন করিবেন। চোরের ন্যায় মনে করিতে লাগিলেন, "পাছে মুখ দেখিয়া পিতা মাতা কিছু টের পান।"

কন্যা উপস্থিত হইলে রায় মহাশয় অঙ্গুরীয় দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল্ রাত্রে বাগানে এ আংটীটি তুমি ফেলিয়াছিলে?"

সুমুখীর মুখ রক্তবর্ণ হইল, কপালে স্বেদ বিন্দু দেখা দিল; পিতার মুখ পানে চাহিয়া দেখিলেন, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। রায় মহাশয় বুঝিলেন, কোন গূঢ় কথা অবশ্য আছে। কন্যাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কোথায় পাইলে?"

এইবারে সুমুখী জড়িত স্বরে উত্তর করিলেন, "মতিলালের নিকট।"

সকলেই অবাক্! কাঁচা চোর; আপনা হইতে ধরা দেওয়া নিতান্ত কাঁচা চোরের কাজ। সুমুখীর উত্তরে সকলেই এইরূপে স্তম্ভিত হইয়া আছেন, এমন সময় প্রসন্ন প্রফুল্লমুখে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রসন্ন আনন্দ ছড়াইতে ছড়াইতে আসিয়া উপস্থিত; কথক আনন্দ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, কথক পাদবিক্ষেপের সঙ্গে মাটিতে লাগিয়া থাকিতেছে, কথক নয়নের কোন্ দিয়া ও কথক হাস্যের সহিত মিশিয়া দিক্ আলোকিত করিতেছে। সে মুখের দিকে না চাহিয়া কেহই থাকিতে পারিলেন না, জিজ্ঞাসু হইয়া সকলেই প্রসন্নের প্রতি চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে আনন্দ-জড়িত স্বরে প্রসন্ন বলিলেন, "জামাই আসিয়াছে।"

সুমুখী হতবুদ্ধি। রাধারমণ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়?"

"কেন বাটীতে, এইমাত্র গোকুলের সঙ্গে আসিলেন।"

গত রাত্রের লিখিত লিপি এখনও রায় মহাশয়ের বাক্সের মধ্যে আছে, পাঠান হয় নাই। যাহা হউক, তিনি আর বসিতে পারিলেন না, উঠিয়া গেলেন। প্রসন্নও "আয়" বলিয়া সুমুখীর হস্তধারণ করতঃ বহির্গতা হইলেন, সুমুখীও অগত্যা পিতৃস্বসার অনুগামিনী হইলেন, এতক্ষণে মতিলালের পত্রের অর্থ বোধ হইল। সুমুখীর জননীও জামাতা দর্শন লালসায় বাহিরে গেলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

"———Still to find means of evil."

রঘু যে দিবস বৰ্দ্ধমান হইতে তাড়িত হয়, গোকুলও সেই দিবসেই অদৃশ্য হইল। সায়ংকালে কার্য্যান্তর উপলক্ষে গোকুলের মাতা গৃহ প্রবেশ করিয়াই দেখেন, যে এক থোকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তা মাটিতে পড়িয়া আছে। দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইল, অবিলম্বেই জানিতে পারিলেন যে দেরাজের কল ভাঙ্গিয়া কেহ লোহার সিন্দুক খুলিয়াছে, এবং তথা হইতে সামান্য রূপ অলঙ্কার, সমস্ত মোহর, গিনি, সিকি এবং নোটগুলি ও গুটি কত টাকা চুরি গিয়াছে। এরূপ চুরি আর কে করিবে? গোকুলেরই কায, অন্নের মধ্যে যত পারিয়াছে লইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় তিন চারি হাজার টাকার জিনিষ হইবে। তৎক্ষণাৎ বাটীময় গোল হইল, দেখ্ দেখ্, চারিদিকে গোকুলের অন্বেষণে লোক বাহির হইল। কোথায় গোকুল? কেহই সন্ধান করিতে পারিল না। উমাচরণ শুনিলেন, বলিলেন, "কস দিন থাবে থাউক, আমার বাটীতে আসিলেই ধরিয়া দিও, জেলে দিব।"

এদিকে গোকুল ৩।৪ দণ্ডকাল মধ্যে স্বকার্য্য সম্পন্ন করতঃ রঘুর অন্বেষণে প্রথমে রঘুর শ্বশুরালয়াভিমুখে গমনই সিদ্ধান্ত করিল। গোকুল নিশ্চয় জানিত রঘু সেই খানে থাকিবে। সুতরাং সেই পথেই চলিল।

রঘুর শ্বশুরালয় পাঠকের অবিদিত নাই। অমলা রঘুর পত্নী। অদৃষ্ট দোষে অমলা শ্বশ্রূর অপ্রিয়া ছিলেন। সুতরাং শ্বশুরালয়ে প্রায় থাকিতে পাইতেন না। বাঙ্গালীর ঘরে অনেক বধূই শাশুড়ীর অপ্রিয়া; কিন্তু অমলার বিশেষ অপরাধ দেখি না। রঘু অমলাকে ভাল বাসিত তাহাই অমলার অপরাধ, অমলাও রঘুর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ছিলেন। অনেক বধূ আছেন, যত দিন না স্বামীকে শেয়ানা করিতে পারিলেন, তত দিন হয়ত মাছির মত পড়িয়া লাথি ঝাটা খাইলেন, কিন্তু একবার স্বামীকে আয়ত্ত করিতে পারিলে হয়; যখন দেখিলেন, যে স্বামীরূপ অশ্বের রশ্মি দৃঢ় ধৃত হইয়াছে, যে দিগে মনে করিব ফিরাইতে পারিব, রাঙ্গা চক্ষে এক ফোঁটা জল দেখাইতে পারিলে জগৎ আঁধার দেখাইতে পারিব, তখন একেবারে স্বামীর স্বজন বর্গের বিরুদ্ধে ঢাল খাঁড়া ধরিয়া রণবেশ ধারণ করেন। অমলা সে দরের লোক ছিলেন না। তিনি অধোবদনে ঝড় বৃষ্টি মাথায় পাতিয়া লইতেন, কথাটি কহিতেন না, ভুলিয়া ও রঘুর নিকট সে কথার উল্লেখ করিতেন না; রঘু জননীর অন্যায় স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার নিকট অনুযোগ করিলে অমলা দুঃখিতা হইলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার যন্ত্রণা আরও বাড়িত। স্বামীর নিকট গোপনে বলিয়াছে, বলিয়া অমলাকে পীড়ন করিত; অমলার মনের দুঃখ মনেই থাকিত দ্বিরুক্তি করিতেন না। অনেক সুন্দরী বলিতে পারেন, "মর্ বোকা ছুঁড়ী স্বামী যদি এমন সহায় তবে কষ্ট পেয়ে মরিস্ কেন?" অমলার সে কথা মনেও আসিত না, অমলার স্বামী কৃতী নহে, কৃতী হইলেও তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি ছিলনা। যাহাহউক অমলার শ্বশুরালয়ে স্থান হইল না; বৃদ্ধা মাতামহীর আশ্রয়ে আসিলেন, মাতামহীর

যাহা কিছু ছিল, সাদরে দৌহিত্রীর ভরণপোষণ করিতেন। অমলার শ্বশুর ভাল মানুষ, স্ত্রীর আজ্ঞামত বধূকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিলেন, কিন্তু স্ত্রীর অজ্ঞাতে গোপনে কিছু কিছু দিতেন, সুতরাং দুই জনের স্বচ্ছন্দে চলিত, কোন কষ্ট হইত না।

রঘুও অমলার জন্যই প্রায় বর্দ্ধমানে থাকিত, বাটীতে বলিত, কায কর্ম্মের চেষ্টায় আছি।

গোকুল কল্পিত স্থানে রঘুর দেখা পাইল না। অমলা জানিলেন, আবার গোকুল রঘুর অন্বেষণে আসিয়াছে, না জানি আবার কি অনর্থ ঘটাইবে! রঘুর বিশেষ দোষ ছিলনা তাহা তিনি জানিতেন, কিন্তু তাহার বুদ্ধি হীনতার জন্য সর্ব্বদাই ভাবিতেন।

গোকুল, রঘুর অন্বেষণে তাহার পিতৃগৃহাভিমুখে প্রাস্থান করিল। রঘু নহিলে চলিবে না। প্রায় দেড়ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া দেখিল, পথ-পার্শ্বে সরোবরতীরে এক জন অধোবদনে বসিয়া কি ভাবিতেছে; বোধ হইল রঘু; নিকটে গিয়া চিনিল, বলিল "কেও রঘু! এখানে বসিয়া কেন?" রঘু গোকুলকে দেখিয়া প্রথমে চমকিয়া, মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। সে প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিল যে, যদি কোথাও স্বাধীন রূপে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিতে পারেত একবার এদিকে আসিয়া অমলাকে লইয়া যাইবে, নচেৎ এই পর্য্যন্ত। অমলাকেও সেই ভাবের কথা বলিয়া আসিয়াছে। এখন আবার পাপিষ্ঠ গোকুলকে দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহার কথায় কোন উত্তর করিল না। গোকুল ব্যস্তে রঘুর হাত ধরিয়া কহিল, "এক উপায় করিয়াছি, চল শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন করি।"

রঘু ঘৃণা প্রকাশ করিয়া কহিল, "আর কোন উপায়ে কাজ নাই, তুমি যাও, আমার পলাইবার আবশ্যক নাই, কাহারওত চুরি করি নাই! পলাইব কেন? তুমি পলাইয়া আসিয়াছ পলাও।"

রঘু জানিত যে গোকুল মাতামহের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে এই পর্য্যন্ত। গোকুল রঘুর কথায় কিছু মাত্র লজ্জিত বা কুণ্ঠিত না হইয়া বলিল "আমার কথা শুন ভাল হইবে শীঘ্র চল।"

"ভাল খুব হইয়াছে, আর কায নাই। আমি যাইব না, তুমি যাও।,,

গোকুল আর কিছু না বলিয়া একবার চারি দিক দেখিয়া একটি বস্ত্রাবৃত পুটলী সাবধানে রঘুর সম্মুখে বাহির করিয়া খুলিল। রঘু দেখিয়া চমৎকৃত হইল, কহিল "এসকল কোথা পাইলে?"

"আমার সঙ্গে চল, গোপনে বলিব।"

"না বলিলে যাইব না, আবার তোমার সঙ্গে গিয়া চোর বলিয়া ধরা পড়িব!"

রঘুর মনে একটু লোভ জন্মিয়াছে; গোকুল বুঝিল, কহিল, "দেখ আজ্ অপমানের এক শেষ হইয়াছে, কলঙ্ক যাহা হইবার হইয়াছে; বৃদ্ধের নিকট আর মুখ পাওয়া যাইবে না, তবে আমরা স্বার্থত্যাগ করি কেন? যাহা কিছু পাইয়াছি লইয়া আসিয়াছি; ইহার জন্য কেহ আমাকে লইয়া পীড়াপীড়ি করিবে না, আর তুমি সকলের সমক্ষে তাড়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছ। তোমাকে কেহ সন্দেহও করিতে পারিবে না, এখন এখান হইতে চল, এত দূর লোক আসিতে পারে।"

রঘু। "কোথায় যাইব?"

"আমি মনে করিয়াছি পাটনায় যাইব।"

"দেখ আর ও কথা মুখে আনিও না। ইতি পূর্ব্বে যে কেবল তোমার পরামর্শেই সম্মত হইয়াছিলাম তাহা মনে করিও না, তোমার মাতামহ, এই উপায় দ্বারা একটি স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা করিতেছিলেন বলিয়া পাটনায় যাইতে ছিলাম, আমার মনে পাপ ছিল না, কেবল তোমার মনের পাপের জন্য, এবং তোমার সঙ্গে থাকার জন্য এ যন্ত্রণা আজ সহিতে

হইয়াছে। এবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর বর্দ্ধমানে আসিব না, আর তোমার মুখ দেখিব না।"

"দেখ, আমাদের অসাবধানতার জন্য তিরস্কৃত হইয়াছি বলিয়া এত বিমর্ষ হওয়া ভাল নহে, আমার যুক্তিতে যদি তুমি উত্তর না করিতে কোন গোলই হইত না! যাহা হউক, আমার বুদ্ধি শুন, চির কাল কষ্ট পাইবে না, এখন এখান হইতে চল।" বলিয়া গোকুল রঘুর হস্ত ধারণ করতঃ প্রস্থান করিল, রঘুও কথক ইচ্ছা কথক অনিচ্ছার সহিত গোকুলের অনুগামী হইল। অর্থলোভ বড় ভয়ানক!

উভয়ে গোপনে পরামর্শ হইল। গোকুল রঘুকে ক্রমে সম্মত করিল, যে রঘু নৃপেন্দ্র বেশে পাটনায় যাইবে, এবং তথা হইতে কোন গতিকে সুমুখীকে লইয়া দেশান্তরে উভয়ে থাকিবে। গোকুল মনে মনে স্থির করিয়া ছিল, যে সুমুখীকে হস্ত গত করার পর রঘুকে বিদায় করা কষ্টকর হইবে না। যাহা হউক পর দিনেই সমস্ত আয়োজন করতঃ রঘু ও গোকুল ডাক গাড়িতে পাটনা অভিমুখে প্রস্থান করিয়া যথাকালে আসিয়া উপস্থিত হইল। উমাচরনের একখানা পত্র প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিল, আবশ্যকীয় লোকজনও সাজাইয়া আনিতে ক্রটি করে নাই। গোকুল নিশ্চয় জানিত উমাচরণ পাটনায় জামাতা সম্বন্ধে এরূপ ঘটনা কখনই লিখিতে পারিবেন না, এবং পূর্ব্বে জামাতাকে পাঠাইতেছি লিখিয়াছেন, সুতরাং তাহার পথমুক্ত। দুষ্টের সাহসও অসাধারণ।

অমলার মাতামহের আলয়ে গোকুলের অন্বেষণে লোক আসিয়াছিল। অমলা জানিলেন, গোকুল চুরি করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। পরে শুনিলেন রঘুও, বাটী যায় নাই কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

" Like a white hind under the grypes Sharp claws."

রাধারমণ বাবু বাহিরে আসিয়া অপরাপর কথার পর গোকুলের প্রমুখাৎ জামাতার উদ্দেশের সংবাদ লইলেন। শুনিলেন, যে জামাতা দস্যুগণ কর্ত্তৃক হৃত এবং বিক্রীত হইয়া দূর দেশে নীত হইয়া ছিলেন, সে সমস্ত সবিস্তার পরে শুনিবেন স্থির হইল, বেলা অধিক হওয়াতে স্নানাদির উদ্‌যোগের আবশ্যক হইল। রায় মহাশয় মাতুলের এক পত্রও গোকুলের নিকট পাইয়া ছিলেন, তাহা জাল। গোকুল হঠাৎ দেখিল সম্মুখে ভূতনাথ, একেবারে মুখ শুকাইয়া গেল। ভূতনাথ উভয়কেই বিলক্ষণ চিনিত, এবং সে যে এখানে ছিল গোকুলের তাহা স্মরণ ছিল না। ভূতনাথ জামাতা দেখিতে আসিয়াছে, জামাতাই দেখিতেছে, জামাতা যে তাহার সুপরিচিত রঘু তাহা তাহার মনেও হয় নাই, গোকুলকে দেখিয়া প্রনাম করিল। প্রত্যুৎপন্ন-মতি গোকুল অনতি বিলম্বে ভূতনাথকে কথা কহিবার সাবকাশ না দিয়াই বলিলেন, "ভূতনাথ, একবার বাহিরে এস একটি কথা বলিব।"

ভূতনাথ আহ্লাদে, গলিয়া গেল। গোকুল নিভৃত স্থানে গিয়া গোপনে ভূতনাথকে বলিল, "জামাই বাবুর নাম কাহারও নিকট রঘু বলিও না, আর উঁহাকে যে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলে তাহাও বলিও না, দেখিও যেন প্রকাশ না হয়। আপাততঃ একটি টাকা লও একথা না বলিলে রোজ এক টাকা করিয়া দিব।"

এই বলিয়া একটি টাকা ভূতনাথের হস্তে দিল।

ভূতনাথের তখন স্মরণ হইল, "তাইত এ যে রঘু!" টাকা পাইয়া ভূতনাথ সানন্দ হৃদয়ে কর্ম্ম করিতে লাগিল, কিঞ্চিৎ সাবকাশ পাইয়াই অন্তঃপুরে গিয়া একজন দাসীকে ডাকিয়া কহিল "দেখেছিস্", বলিয়া টাকা দেখাইল।

তাহার সঙ্গে ভূতনাথের কিছু ভাল বনিত, সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা পাইলি।"

"গোকুল বাবু দিলেন, রোজ তাঁর এক কাম করিতে পারিলে রোজ এক টাকা করিয়া পাইব ?"

"কি কাম রে, আমরা পারিনা ?"

"তোরা জান্‌বি কি করে ? জামাই বাবুর আর এক নাম আছে তা কারও কাছে বল্‌ব না।"

"তুই কেমন্ করে জান্‌লি ?"

"বাঃ আমি বুঝি জামাই বাবুকে কখনও দেখি নাই. ও যে আমাদের গোপাল আমীনের ছেলে।"

দাসী অবাক্ হইয়া গেল।

এদিগে প্রসন্ন সুমুখীর বেশভূষাদির জন্য ব্যস্ত হইলেন, গোকুলের আহারের পর প্রসন্ন গোপনে তাহার নিকট ভ্রাতার গ্লানি করিলেন, তিনি যে কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সে জন্য এখন বিশেষ অনুযোগ করিলেন। পরক্ষণেই সুমুখীকে ডাকিলেন। সুমুখী কোথায়! সুমুখী এখনও আহার করেন নাই! আজি কে এ সংবাদ লইবে! সুমুখী গৃহে দ্বাররুদ্ধ করিয়া ছিলেন, দ্বাররুদ্ধ করিয়া সুমুখী কি করিতে ছিলেন, কে জানে ? মতিলালের পত্র তাঁহার স্মরণ ছিল, গোকুলের চরিত্র তাঁহার অবিদিত ছিল না। সুমুখীর মনে দৃঢ়প্রত্যয় ছিল, যে আগন্তুক তাঁহার স্বামী নহে, তবে অনাহারে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ছিলেন কেন ? তাহার কারণ আছে। সুমুখী কিরূপে পিতামাতার বিশ্বাস জন্মাইবেন ভাবিতে ছিলেন।

প্রসন্ন সুমুখীকে ডাকিলেন, সুমুখী জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন ?" দ্বার খুলিলেন না। এরূপ নূতন ব্যবহারে প্রসন্ন অসন্তুষ্টা হইলেন, বলিলেন, "বেশ বিন্যাস করিতে হইবে।" সুমুখী একেবারে অস্বীকৃতা হইলেন।

এইবার প্রসন্ন আর সহ্য করিতে পারিলেন না; একেবারে ক্রোধে অধীরা হইয়া সুমুখীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, দ্রুতপদে তর্জ্জন করিতে করিতে ভ্রাতৃজায়ার সমীপে গমন করিয়া সহস্রমুখে ক্রোধবহ্নি-স্ফুলিঙ্গ বহির্গত করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃজায়া অনেকক্ষণ পরে তাঁহার অভিপ্রায়ের কিয়দংশ অনুভব করতঃ সুমুখীর প্রতি আপাততঃ মৌখিক বিরক্তি প্রকাশ করিয়া প্রসন্নকে কথক শান্ত করিলেন পরে স্বয়ং সুমুখীর নিকট চলিলেন, প্রসন্নকে বলিলেন, "তুমি থাক আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।"

প্রসন্ন পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, তিনি স্থির থাকিবার লোক নহেন।

গৃহাভ্যন্তর হইতে সুমুখী শুনিলেন জননী ডাকিতেছেন, কণ্ঠস্বর পাইয়া ব্যস্তে দ্বার খুলিলেন। সুমুখীর জননী বিস্মিতা হইয়া দেখিলেন কন্যার চক্ষে জল! প্রসন্নের তিরস্কারে সুমুখী কাঁদিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "চক্ষে জল কেন সুমুখি?" উত্তর নাই। অনুভব করিলেন, মতিলালই জলের কারণ। ভাবিলেন, কি সর্ব্বনাশই করা হইয়াছে। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পিশিমাকে কি বলিয়াছ?"

আবার সুমুখী বিপদে পড়িলেন, কি বলিযাছেন বলিবেন? সুমুখী কি বলিয়াছেন? কিছুইত বলেন নাই, সুতরাং বলিলেন "কিছু না।"

পশ্চাতে প্রসন্ন ছিলেন উভয়ের কেহই জানিতেন না সুমুখীর উত্তর শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমার দরজা পর্য্যন্ত খুলিয়া দিস্ নাই।"

সুমুখী চম্‌কিয়া দেখিলেন প্রসন্ন।

প্রসন্ন কথা শেষ না করিয়াই সুমুখীর হাত ধরিলেন। ব্যাঘ্র যেমন মৃগ শিশুকে লইয়া যায় প্রসন্ন তেমনি করিয়া সুমুখীকে লইয়া গেলেন। হাসিতে হাসিতে রাধারমণ বাবুর পত্নী প্রস্থান করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

"——Everlasting banishment"

মতিলাল চরমুখে শুনিতে পাইলেন রাধারমণ বাবুর জামাতা প্রাতেঃ উপস্থিত হইয়াছেন। শুনিয়াই অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইলেন। দাসীর অন্বেষণ জনিত শ্রম তখনও দূর হয় নাই। তখনও আহারাদি হয় নাই। যাহাই হউক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কখন আসিয়াছে ঠিক জান?"

"সূর্য্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা পরে।"

"তুমি কিরূপে জানিলে?"

"যখন তাহারা উপস্থিত হয় তখন আমি সেখানে ছিলাম।"

"তবে আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন?"

"তাহারা কে না জানিয়া কেমন করিয়া আসি? সমস্ত সংবাদ লইয়া আসিতে বিলম্ব হইল।"

সেই দিনই আসিয়াছে শুনিয়া কথক সুস্থ হইলেন। দুইজন মাত্র বিশ্বাসী দৃঢ় লোককে লইয়া গোপনে পরামর্শ করিলেন; তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেন, যে যদি রাধারমণ রায় তাঁহার কথায় বিশ্বাস না করেন তবে ইঙ্গিত করিয়া আসিলে তাহারা জাল জামাতাকে রাত্রি হইবার পূর্ব্বে পাটনা হইতে দূর করিয়া দিবে। তাঁহার সঙ্গীগণের অসাধ্য কর্ম্ম অতি অল্পই ছিল। ছদ্মবেশে যথাবিধি সজ্জিত হইয়া উভয়ে মতিলালের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

সত্বর আহারাদি করতঃ মতিলাল রায় মহাশয়ের বাটীর উদ্দেশে বাহির হইলেন। পথে মনে মনে কত প্রকারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এই রৌদ্রে তিনজনে অশ্বারোহণে আসিতেছেন; কিয়দ্দূর আসিয়া সঙ্গীদ্বয়কে বলিলেন, "তোমরা অন্য পথে যাও; অশ্ব দূরে রাখিয়া গোপনে থাকিও।"

তাহারা সঙ্গ ত্যাগ করিল। মতিলালের অশ্ব চলিল। একবার ভাবিলেন "আবার যাইতেছি?" তখনই মনে হইল "যাইব না কেন! আমার শ্বশুরালয়ে আমি অবশ্য যাইব।" তিনি গত রাত্রে রাধারমণ বাবুর বাটী হইতে সুমুখীকে আনয়ন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু কিরূপে আনিবেন তাহা স্থির হয় নাই এখনও ভাবিতে লাগিলেন, যে যদি রায় মহাশয় তাঁহার কথায় প্রত্যয় না করেন, যদি তাঁহাকে কোন অপমানের কথা কহেন, তবে কি হইবে?" আবার সুমুখী অলক্ষিতে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অশ্ব চালাইতেছেন, অথচ মনে মনে ভাবিতেছেন 'অশ্ব অন্যদিকে যায় যাউক নিষেধ করিব না, অশ্বের যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে যাইব।' রশ্মি শ্লথ করিলেন, অশ্ব বেগে চলিতে আরম্ভ করিল। ইতস্ততঃ ভাবিতে ভাবিতে দেখিলেন রাধারমণ বাবুর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন আর চালাইতে পারিলেন না অন্যমনে নামিয়া পড়িলেন আবার অন্যমনে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এরূপ অন্যমনে অনেকে অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। অশ্ব শিক্ষিত ছিল যেখানে মতিলাল নামিলেন সেখান হইতে একপদ মাত্র নড়িল না।

গৃহে প্রবেশ করিয়া মতিলাল দেখিলেন, রায় মহাশয় ও দুইজন আগন্তুক। একজন গোকুল ও অপর ব্যক্তি কপট জামাতা। মতিলালও বুঝিয়াছিলেন যে এক ব্যক্তি কপট জামাতা এবং সত্বরেই কথা বার্ত্তায় রঘুকে চিনিতে পারিলেন। রাধারমণ বাবু জামাতার পূর্ব্বের ঘটনা সমস্ত শুনিতে ছিলেন। মতিলাল প্রবেশ করিলে রায় মহাশয় বসিতে বলিলেন মাত্র অপর কথা তাঁহার সহিত না কহিয়া জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দস্যুগণ ধরিয়া কোথায় লইয়া গেল?"

কপট নৃপেন্দ্র বা রঘু উত্তর করিল, "প্রথমে চক্ষু বান্ধিয়া লইয়া যায়, পরে বোধ হইল যেন নৌকায় তুলিল।"

এই কথা শেষ হইবামাত্র রাধারমণ বাবু কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে মতি-

লাল রঘুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জহুরীর নিকট হইতে আনীত অলঙ্কার গুলিও কি আপনার সঙ্গে ছিল ?"

এই প্রশ্নে রাধারমণ বাবু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, অলঙ্কারের বিষয় তাঁহার স্মরণও ছিল না, এখন স্মরণ হইল যে তিনি অলঙ্কারের কথা কাহারও নিকট বলেন নাই অথচ এ ব্যক্তি কিরূপে জানিল ? আবার সুমুখী বলিয়াছেন অঙ্গুরীয় মতিলাল দিয়াছেন !' তাহাও স্মরণ হইল। রায় মহাশয় মতিলালের মুখ পানে চাহিয়া দেখিলেন। গোকুল ও রঘু ভীত হইল, ভাবিল এ ব্যক্তি যখন অলঙ্কারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে তখন তৎসম্বন্ধে কোন গূঢ় কথা থাকিবে কিন্তু তাহারা কিছুই অবগত ছিল না, গোকুলের মুখ শুকাইল; রঘু উত্তর করিল "অলঙ্কার কোথায় ছিল আমার স্মরণ নাই।"

মতিলাল হাসিলেন, রায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার এ জামাতাটীকে কোথায় পাইলেন ?"

রায় মহাশয় মতিলালের নূতন ধরণের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে দাসী আসিয়া রায় মহাশয়কে বলিল, "আপনাকে একবার গা তুলিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিতে হইবে।"

"কেন ?"

"বাড়ীতে কি গোলমাল হইতেছে বলিয়া মা ঠাক্রুণ বলে পাঠালেন।"

কৌতূহল পরবশ হইয়া রায় মহাশয় উঠিলেন। গোকুল দেখিল গতিক মন্দ। ছলে উঠিল, বুদ্ধিহীন রঘু বুঝিতে পারিল না এবং মতিলালকে একা রাখিয়া উঠিতেও পারিল না।

গোকুল ধীরে ধীরে গৃহান্তর হইতে সংগৃহীত অর্থমাত্র লইল, প্রকাশের ভয়ে বস্ত্রাদি না লইয়া ধীরে ধীরে বাটী হইতে প্রস্থান করিল, রঘুকে ডাকিলও না। বর্দ্ধমানে স্থান নাই, চির অজ্ঞাত বাস ব্রতধারণ করিল। গৃহমধ্যে রঘু ও মতিলাল বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

"চলেছ নদীর বেগে, চাপি চিন্তা, চিত্ত বেগে,"

বাটীতে তুমুল কোলাহল উপস্থিত। প্রসন্নময়ী সুমুখীর কেশ বিন্যাস করিতেছেন; ইত্যবসরে দাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মতিলালের জহরের দোকান খুঁজিয়া পাইলাম না।"

"সেকি!" সুমুখী ভুলিয়া বলিয়া ফেলিলেন "সেকি?"

প্রসন্নময়ী যে তাঁহার পশ্চাতে তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। আবার প্রসন্নময়ীও সেই সঙ্গে সুমুখীর স্বরের সহিত স্বর মিশাইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেকি?"

সুমুখীর চৈতন্য হইল, দাসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন কে তাঁহাকে বল পূর্ব্বক বন্দী করিয়া প্রিয় জনের সহিত বিচ্ছিন্ন করিতেছে, তিনি তৃষ্ণাতুর হইয়া চাহিয়া আছেন।

হত বুদ্ধি সুমুখীর বেশ বিন্যাশ উপেক্ষা করিয়া আরক্ত নয়নে দাসীর দিগে প্রসন্নময়ী চাহিয়া দেখিলেন, দাসী এত জানিত না. সে বলিল "কত খুজিলাম, একটা বাড়ীতে গেলাম কেহ বলিল এবাটী জহরীর কিন্তু বাটীর লোকে বলিল মতিলালের নহে।

প্রসন্ন নিতান্ত রুষ্টা হইয়া দাসীকে বলিলেন, "মতিলালের নিকট কেন গিয়াছিলি?"

ভয়ে সুমুখী বিবর্ণা হইলেন।

দাসী উত্তর করিল, "তাঁহার অসুখ হইয়াছিল বলিয়া দিদি ঠাক্রোণ দেখিয়া আসিতে বলিয়াছিল।" এই কথা শুনিবা মাত্র প্রসন্ন একেবারে দাসীকে অশ্রাব্য কটু কথা কহিয়া ভৎর্সনা করিয়া উঠিলেন, এবং তদ্দণ্ডে উঠিয়া দাসীকে বলিলেন,

"তোর্ মাঠকরূণের কাছে চল্‌ত দেখিগে।"

ভয়ে দাসীর মুখ শুকাইয়া গেল, ভাবিল না জানি কি অপরাধই হইয়াছে!

প্রসন্ন ছাড়িবার লোক নহেন, ধমক্ দিয়া দাসীকে অগ্রে লইয়া ভ্রাতৃ জায়া সমীপে লইয়া গেলেন; যে স্থান দিয়া গেলেন, তথাকার লোকে বুঝিল কোন গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত।

প্রসন্ন ভ্রাতৃ জায়ার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, তিনি অপর এক দাসী ও ভূতনাথকে লইয়া কোনগূঢ় বিষয়ের মীমাংসায় ব্যস্ত।

পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন, যে দাসীর নিকট ভূতনাথ জামাতা সম্বন্ধে রহস্য প্রকাশ করে সেই দাসীরই কথায় ভূতনাথকে ডাকিয়াছেন। যাহা হউক প্রসন্ন সে সকল বিষয় জানিতেন না সুতরাং নিজের কথাই সরোষে ভ্রাতৃ জায়ার সমক্ষে বলিতে লাগিলেন। রাধারমণ বাবুর পত্নী আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিলেন, শুনিয়া নিকটস্থ দাসীকে দিয়া রায় মহাশয় কে বাটীর মধ্যে আসিবার জন্য সংবাদ দিলেন। দাসী বিদায় হইল; প্রসন্ন তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃ জায়া কোন উত্তর দিলেন না।

রায় মহাশয় গৃহ প্রবেশ করিলে গৃহিণী দাসী ও ভূতনাথের সংবাদ অগ্রে তাঁহাকে বলিলেন, প্রসন্নও পূর্ব্বাপর সমস্ত শুনিলেন; সুতরাং নিজের মোকদ্দমা স্থগিত রহিল। তিনি নিতান্ত ব্যপিকা হইলেও ভ্রাতার সমক্ষে একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্যা হইতে সাহস করিতেন না, আপাততঃ ভ্রাতার উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগলেন। রায় মহাশয় কিয়ৎক্ষণ মৌন ভাবে থাকিয়া বলিলেন, আমারও ভূতনাথের কথায় বিশ্বাস হইতেছে; কিন্তু মাতুল জানিয়া শুনিয়া এমন কায করিবেন কি?"

ভ্রাতার উত্তরে প্রসন্নের মুখ শুকাইল, ধীরে বলিলেন "পাগল চাকরের কথায় মামাকেত আর মিথ্যাবাদী বলা যায় না।"

রাধারমণ রায় কোন উত্তরই না করিয়া ভূতনাথকে সঙ্গে করিয়া বাহিরে

গেলেন। প্রসন্নময়ীর ইচ্ছা ছিল একবার ভূতনাথকে আক্রমণ করিবেন কিন্তু তাহা হইল না। তিনি আর সুমুখীর গৃহে গেলেন না ভ্রাতৃজায়াকে সঙ্গে করিয়া ভ্রাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, এবং তাঁহার সহিত মৃদুস্বরে জামাতা সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে ব্যস্তা হইলেন।

যে দাসীকে প্রসন্ন গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, সে সুযোগ পাইয়া নিঃশ্বাস ছাড়িল, একে তত বেলা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়াছে তাহাতে আবার নূতন বিপদ্। যাহা হউক পরিত্রাণ পাইয়া বিশ্রামের চেষ্টায় সরিয়া পড়িল। অপরা দাসী মনিবের সঙ্গে অস্পষ্টস্বরে ওকালতী করিতে করিতে চলিল তাহার সূক্ষ্ম বিবেচনা দেখাইবার এ সুযোগ ছাড়িবে কেন? সকলে আসিয়া অন্তরাল হইতে গৃহে কি হয় শুনিতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্তরে প্রবাহ ধায়, হৃদয় ভাঙ্গিতে চায়,—"

বাংলার যে অংশে প্রসন্ন ময়ী সুমুখীর কেশবিন্যাস করিতে ছিলেন, সে অংশ এক প্রান্তে, নিভৃত। প্রসন্নময়ী চলিয়া গেলে সুমুখী কিয়ৎক্ষণ কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়া হইয়া বসিয়া থাকিলেন। পরে ভাবিলেন, স্বামী আসিয়াছে, কপট হউক সত্য হউক সকলে জানে স্বামী আসিয়াছে, এক্ষনে আমার এরূপ ব্যবহারে পিতা মাতা অসন্তুষ্ট হইবেন। আমি যে বাস্তবিক স্বামীর বিষয় ঘুণাক্ষরেও না জানিয়া লোক পাঠাইয়া ছিলাম তাহা এ সংসারে কে বিশ্বাস করিবে? ইহা দারুণ কলঙ্ক; কিন্তু আমি কলঙ্কিণী নহি, অথবা আগন্তুক যদি যথার্থ স্বামী হয়, তবে আমি কলঙ্কিণী নহি কিসে? যে কেহ আমার স্বামী হউক আমি কি মতিলালকে ভুলিতে পারিব? মতিলাল এখন

আমার চিত্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। বিবাহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু স্বামী জানি না। প্রণয়! মাজানাই ছিল ভাল জানিতেই ইচ্ছা ছিল না আজন্ম স্বামীর চরণ ধ্যান করিয়া কাটাইব ভাবিয়া ছিলাম। কুক্ষণে পিতা বিবাহ দিব বলিয়াছিলেন, কুক্ষণে মতিলালকে দেখিয়া ছিলাম। দেখিয়া অবধিই চিত্ত পরের হইয়াছে। মতিলালকে পাইয়া যেন হারাণ নিধি পাইলাম। যাহাহউক সম্প্রতি যখন আমার মনে এক জন জাগিতে লাগিল তখন আমি কপটতা করিয়া আর এক জনকে কি বলিয়া ভাল বাসিব? কি বলিয়া অপরের সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিব? তাহা যদি পারি তবে আমার পাপের ভার আর পৃথিবী বহন করিতে পারিবেন না।" সুমুখী কাঁদিলেন, যদি আগন্তুক তাঁহার স্বামী হয় তবে কি হইবে? আর যদি স্বামী নাই হয় তাহা হইলেই বা কি করিবেন, ক্রমে তাঁহার চিত্ত অবসন্ন হইয়া আসিল। চিত্তে গুরুতর ভার পড়িয়াছিল, সে ভার আর বহন করিতে পারিলেন না কাতরে জগদীশ্বরকে ডাকিলেন, "কোথায় বিশ্বনাথ এসংকটে রক্ষাকর, নিঃসহায়ের আর উপায় নাই।" সুমুখী স্থির করিলেন আর ভাবিবেন না। ক্রমে তাঁহার কল্পনা তাঁহাকে বলিয়া দিল আগন্তুক তাঁহার স্বামী কখনই নহে; মতিলাল পূর্ব্বে জানিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু মতিলাল কোথায়? অপার বিপদ সাগর। তখন সুমুখী আবার দাসীর সন্ধানে চলিলেন। পিতৃস্বসার আগমনের বিলম্ব দেখিয়া কৌতুহলী হইতে ছিলেন; সেই কৌতুহল ক্রমে তাঁহাকে জননীর গৃহের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল, অথচ লজ্জায় পারিলেন না। আপনার গৃহের দিকে গেলেন, দাসীর জন্য দ্বার রুদ্ধ করিতে পারিতেছেন না, দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় দাসী সেই পথে উপস্থিত। সুমুখী আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। দাসী-প্রমুখাৎ সুমুখী আদ্যোপান্ত শুনিলেন, দাসী যত দূর শুনিয়া ছিল সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বলিল। সে জামাতার আগমন বৃত্তান্ত শুনে নাই সুতরাং

সমস্ত ভাল বুঝে নাই কিন্তু সুমুখী মাতৃ গৃহের সম্বাদ শুনিয়া সমস্ত বুঝিলেন অন্যে জামাতা কপট বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, সুমুখী তাহাও হইলেন না মনে মনে আনন্দিত হইলেন, বলিলেন, জগদীশ্বর রক্ষা কর্ত্তা! দাসী ভাল বুঝে নাই বলিয়া প্রথমে সমস্ত ভাল করিয়া বলিতে পারে নাই, সুমুখী বুঝাইয়া দিলে যাহা পূর্ব্বে স্মরণ না থাকাতে বলে নাই তাহাও বলিল। তখন সুমুখী সাহস পাইয়া একটু স্থির হইলেন।

দাসী পলাইতে চায় সুমুখী ছাড়িলেন না "মতিলালের সংবাদ বল্।"

সে কি বলিবে? মতিলালের সঙ্গে সাক্ষাত হয় নাই, সুতরাং পথের কষ্টের কাহিনী আরম্ভ করিল। তাহা সুমুখীর ভাল লাগিল না অথচ দাসীকেও ছাড়িতে চাহেন না দেখিয়া "আস্‌ছি" বলিয়া ব্যস্তে দাসী সরিল। সুমুখীও ধীরে অন্য পথে পিতৃগৃহে সংবাদ জানিতে গেলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

" And gnashing with impenitent remorse. "

বাহিরে আসিয়া রায় মহাশয় দেখিলেন, গোকুল নাই, কোথায় গেল জিজ্ঞাসা করিলেন, রঘু কহিল, "এই মাত্র উঠিয়া গেলেন।"

পাটনায় আসিয়া রঘু ও গোকুল পরস্পরের সহিত সসম্ভ্রমে কথা কহিত।

রাধারমণ বাবু অপর একজন পরিচারককে কহিলেন, "গোকুলকে সত্বরে ডাকিয়া আন।" তাঁহার সন্দেহ হইল যে গোকুল পলাইয়াছে। ক্ষণকাল পরেই সে ব্যক্তি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তিনি বাটীর মধ্যে কোথাও নাই।"

রায় মহাশয় বুঝিলেন, সম্মুখে ভূতনাথ ছিল, দেখাইয়া রঘুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাকে চেন?"

দেখিয়া রঘুর মুখ শুষ্ক হইল, বুকের মধ্যে দুপ্ দুপ্ শব্দ হইতে লাগিল, গোকুল পলাইয়াছে কেন বুঝিতে পারিয়া নৈরাশ্যের সাগরে পতিত হইল। কোন উত্তর দিতে না পারিয়া রাধারমণ বাবুর আরক্ত গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রাধারমণ বাবু বুঝিলেন, ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতুল তোমায় পাঠাইয়াছেন ?"

"না।"

ভয়ে জড়িত কণ্ঠ রঘু বলিয়া ফেলিল, "না।" গোকুল থাকিলে কি করিত বলা যায় না, রঘুর অন্য প্রকার বলিতে সাহস হইল না।

"তবে কেন এ দুষ্কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলে ?" বজ্রগম্ভীর স্বরে রাধারমণ বাবু প্রশ্ন করিলেন।

রঘু নিরুত্তর।

"গোকুলের পরামর্শে এরূপ করিয়াছ ?"

এখনও রঘু নিরুত্তর। প্রকৃত কথাতেও উত্তর নাই।

রাধারমণ বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে মাতুল যে লিখিয়াছিলেন জামাতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সেকি মিথ্যা।"

এইবার রঘু উত্তর করিল; বলিল, "হাঁ।"

"তোমরাই কি জাল করিয়া এত দূর করিয়াছিলে ?"

"না আমরা সমস্ত করি নাই," বলিয়া রঘু বর্দ্ধমানের সংবাদ সমস্ত বলিল, কিছুমাত্র গোপন করিল না। অবশেষে গোকুলের পরামর্শেই তাহার যে বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাও বলিল; বলিয়া রাধারমণ বাবুর পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল।

অন্তরালে একস্থান হইতে প্রসন্ন ও রাধারমণ বাবুর পত্নী, এবং অপর স্থান হইতে সুমুখী শুনিতে ছিলেন, সকলেই চমৎকৃত হইয়া গেলেন। রঘু প্রসন্নের পত্রের সংবাদ জানিত না সুতরাং সে উল্লেখ করে নাই, প্রসন্ন

বুঝিয়াছিলেন যে এ সমস্ত তাঁহারই পত্রের জন্য ঘটিয়াছিল। রায় মহাশয়ও বুঝিলেন, যে মাতুলকে এ কর্ম্মে ব্রতী করার কারণ প্রসন্ন ভিন্ন আর কেহই নহে! কিন্তু প্রসন্নময়ী ভ্রাতা বুঝিতে পারেন নাই ভাবিলেন।

যাহাহউক রঘুর সংবাদে রাধারমণ বাবুর অত্যন্ত ক্রোধ হইয়াছিল। রঘুর কাতরোক্তির দিকে কর্ণপাতও করিলেন না, বলিলেন, "তোমাকে ইহার সমুচিত দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। তোমায় সহজে ছাড়িলে সকলেই এরূপ ভয়ানক কর্ম্ম করিতে সাহস করিবে। ভাবিয়া দেখ দেখি আমার কি সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিলে?" এই পর্য্যন্ত বলিয়া একজনকে রঘুর প্রহরী-স্বরূপ গৃহে থাকিতে আদেশ করিলেন, এবং গোকুলের সন্ধানেও লোক পাঠাইলেন, বলিলেন, "তাহার দণ্ড না হওয়া অন্যায় হয়।"

কিয়ৎক্ষণ গৃহ নিস্তব্ধ; রায় মহাশয়ের ক্রোধ দেখিয়া মতিলালও আপাততঃ কিছু বলিল না। প্রহরী আসিয়া রঘুকে উঠাইল, রঘু এই কালের মধ্যে আপনার সমস্ত অদৃষ্ট ভাবিতেছিল। "কেন গোকুলের পরামর্শ শুনিলাম? কি কুক্ষণেই গোকুলের সহিত আলাপ হইয়াছিল? কি কুলগ্নেই গোকুলের পাপ প্রলোভনে ভুলিলাম। লাঞ্ছিত হইয়াও শিখিলাম না!! আমি কি পাপিষ্ঠ! পাপের ফল এখন ভোগ করিতে অবশ্যই হইবে। আমিত পাপের ফলভোগ করিব; কিন্তু আমার পিতা মাতা! আমার অমলা? অমলা যখন শুনিবে যে আমি গোকুলের জন্য কারাবদ্ধ, আমি এতাদৃশ পাপ কার্য্যে ব্রতী হইয়া জীবনান্তকারী কারারক্ষকের হস্তে যন্ত্রণা পাইতেছি তখন সে চির দুঃখিনী কি আশায় জীবন রাখিবে? হায়! তাহার মৃত্যু ইতিপূর্ব্বে হইয়া থাকে ভাল, নচেৎ কেমন করিয়া আমার দারুণ যন্ত্রণার দারুণ সংবাদ শুনিবে? পিতা একাকী, জননীর আমি একমাত্র পুত্র তাঁহাদের বৃদ্ধাবস্থায় পঞ্জর ভগ্ন হইবে; আমার যন্ত্রণা ভাবিলে তাঁহারা হয়ত জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। আমাকে আমার বলিবার সংসারে যে কেহ আছে তাহাদের

আজ কিছুদিন। তাহারা কেহ এখানে থাকিলেও কিছু উপায় হইতে পারিত। কিন্তু এখন তাহারা এ সম্বাদ জানেও না, যখন জানিবে তখন আমার জন্য বৃথায় কাতর হইবে মাত্র। পর তাড়নায়, অন্ন কষ্টে, অসহ্য শ্রমে, অনিয়মে, আমার গত প্রাণ দেহ শৃগাল কুক্কুরের উপভোগ্য হইয়াছে কিনা, তাহাই ভাবিয়া তখন তাহারা কাতর হইবে। হায়! আমি কেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? "ক্ষণকাল মধ্যে রঘুর মনে এই সকল চিন্তা উদয় হইতেছিল। প্রহরী এই সকল চিন্তা হইতে বিরত করিল। হস্তধারণ মাত্র রঘু চমকিয়া উঠিল। আবার রায় মহাশয়ের পদপ্রান্তে পড়িল, রায় মহাশয় কথা কহিলেন না, প্রহরী কক্ষান্তরে লইয়া গেল।

আবার গৃহক্ষণ কালের জন্য নিঃশব্দ। মতিলাল গৃহের শান্তি ভঙ্গ করিলেন বলিলেন, "ইহাদের কি রাজ দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন?"

বলিতে বলিতে মতিলাল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, যে যে অঙ্গুরীয় সুমুখী কে দিয়াছিলেন, তাহা রায় মহাশয়ের হস্তে! এতক্ষণ তাঁহার অঙ্গুলির দিগে দৃষ্টি পড়ে নাই। রায় মহাশয় মতিলালের প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য তৎপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, মতিলাল বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার অঙ্গুরীয় দেখিতেছেন। প্রাতঃকালে বাহিরে আসিবার সময় রায় মহাশয় অঙ্গুরীয় আপনার অঙ্গুলীতে পরাইয়া রাখিয়া ছিলেন, তাহা এখনও সেই খানেই আছে।

এতক্ষণে রায় মহাশয়ের অঙ্গুরীয়ের কথা পুনরায় ভালরূপ স্মরণ হইল, মতিলালের প্রশ্নের উত্তরের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে অঙ্গুরীয় দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, এতক্ষণ আমার স্মরণ ছিলনা, এ অঙ্গুরীয় তুমি সুমুখীকে দিয়াছিলে?"

অন্তরালে থাকিয়াও লজ্জায় সুমুখীর মুখ রক্তবর্ণ হইল।

মতিলাল উত্তর করিলেন, "দিয়াছিলাম।"

"তুমি ইহা কোথায় পাইলে ?"

"আপনিই আমায় দিয়াছিলেন।"

"কবে।"

হাসিয়া মতিলাল বলিলেন, "আপনি কি বিস্মৃত হইলেন, কাহার নাম ইহার উপর লেখা আছে!"

"আমার জামাতার নাম।"

"তবে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ?"

এই শব্দের সঙ্গে তাড়িত প্রবাহ মিশ্রিত ছিল, যে যে শুনিল, সেই সেই তাড়িত স্পৃষ্ট হইল। সুমুখী ধীরে ধীরে ধীরে কবাট অবলম্বন করিয়া বসিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"চলিলা আপন দেশে পাইয়া মেলানি।"

গোকুলের সংবাদ পাওয়া গেল না। যাহারা গিয়াছিল ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তাঁহাকে কোথাও পাইলাম না।" রায় মহাশয় জামাতা পাইয়া ও কথায় বিশেষ মনোযোগ করিলেন না।

মতিলালকে আমরা আর মতিলাল বলিব না নৃপেন্দ্রই তাঁহার নাম। মৃতদস্যু পতি রাধারমণ বাবুর বাটী আসিয়া নৃপেন্দ্রকে তাঁহার কন্যার উপযুক্ত পাত্র বোধে চুরি করিয়া লইয়া মতিলাল নাম রাখে। যত দিন তাহার কন্যা জীবিত ছিল তত দিন নৃপেন্দ্র পূর্ব্ব কথিত পর্ব্বত বেষ্টিত উদ্যানে বাস করিতেন কদাচ মুক্তি পাইতেন না। তাঁহার সম্ভাবিতা পত্নীও সেই বাটীতে থাকিত, নৃপেন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে দস্যুবৃত্তি শিক্ষা করিবার জন্য বাহিরে যাইতে

হইত মাত্র। কিন্তু তাঁহার সম্ভাবিতা পত্নী ও দস্যু পতির মৃত্যু হইলে বুদ্ধিবলে তিনিই দস্যুপতি হইয়া ছিলেন।

স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপ পাইবার পরেই পূর্ব্ব পরিণীতা পত্নীর সন্ধান করিলেন সত্বরেই জানিলেন, যে রাধারমণ বাবু পুনরায় কন্যার বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন আত্ম পরিচয় আর না দিয়া তিনিই সুমুখীকে বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অজ্ঞাত বাস কালের পরিচয় প্রদানের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়াই তাহার প্রধান কারণ। যখন তাঁহারই দস্যুদল না জানিয়া রাধারমণ বাবুর নৌকা লুঠ করে তখন তিনি তথায় ছিলেন না। তিনি আসিয়া সুমুখী প্রভৃতিকে উদ্ধার করিয়া কূলে রাখিয়া যান এবং ক্রমে সঙ্গে সঙ্গে পাটনায় আসেন তাহা আর পুনরুক্তির আবশ্যক নাই। এক্ষণে মতিলাল কার্য্যগতিকে আত্ম প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গী দিগের জন্য ব্যস্ত হইলেন।

সে দিন রাধারমণ বাবু বিস্তর অনুরোধ করিলেও নৃপেন্দ্র তাঁহার বাটীতে থাকিলেন না, দোকানে গেলেন। দোকানে যাইবার সময় রঘুকে সঙ্গে লইয়া গেলেন কেহ আপত্তি করিল না। গিয়া ধর্ম্ম ভ্রাতাকে ও অপরাপর প্রধান প্রধান সঙ্গী দিগকে ডাকিলেন। সকলকে গোপনে লইয়া গিয়া সাদরে বসাইলেন, এবং সে দিবসের বৃত্তান্ত বলিয়া গদ্গদ স্বরে বলিলেন, "বোধ করি আমাকে তোমাদের সহিত পৃথক্ হইয়া আপাততঃ সংসারী হইতে হইল।" নৃপেন্দ্রের চক্ষে জল আসিয়াছিল, সকলেই নীরব। নৃপেন্দ্র পুনর্ব্বার বলিলেন, "তোমরা যে কার্য্যে ব্রতী আছ তাহা সিদ্ধ কর দেবতা সহায় হইবেন। আর আমার দুর্গে যাহা কিছু আছে সে সকল যত্নে রক্ষা করিও।"

নৃপেন্দ্রের ধর্ম্ম ভ্রাতা বলিলেন, "মধ্যে মধ্যে তোমাকে অবশ্য আমরা পাইব।"

"না আমি সংসারে প্রবঞ্চক হইয়া থাকিতে চাহি না, এবং তাহা হইবেও না। তবে সময় হয়,——বলিতে বলিতে নৃপেন্দ্র বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে নীরব হইলেন, আবার বলিলেন সমাজবন্ধনে আপাততঃ আমার জীবন আবদ্ধ রাখিলাম।" এই উত্তরে সকলে নীরব। ক্ষণকাল পরে নৃপেন্দ্র বলিলেন, "এই দোকান আমার, আর সমস্ত তোমাদের, কিন্তু এই দোকানও আমি সত্বরে উঠাইবার চেষ্টা করিব ইহা পরে আর এরূপ চলিবে না, তবে এই অর্থই আমার সংসার যাত্রার পক্ষে যথেষ্ট। তোমরা আর পাটনায় বিলম্ব করিও না সত্বরে দেশে ফিরিয়া যাও।"

সকলেই সম্মত হইল, এখনও কেহ সাহস করিয়া নৃপেন্দ্রের কথার বিরুদ্ধে কথা কহিতে পারিল না, নচেৎ বলিত যে "এরূপ হইলে অন্যায় হয়। সপত্নীক দেশে গিয়া পুনরায় সেইরূপ প্রভুত্ব করিতে হইবে।" নৃপেন্দ্র যথোপযুক্ত উদ্যোগ করিয়া দুই চারিজন ভৃত্য ব্যতীত সকলকেই বিদায় দিলেন, কিন্তু নিতান্ত মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, (যাহা কখনও দেখে নাই দেখিল—যে নৃপেন্দ্রের অশ্রু বিন্দু বিশাল বক্ষে পতিত হইতেছে। সকলকেই আলিঙ্গন করিলেন। দুই একজন প্রণম্যকে প্রণাম ব্যতীত সকলকেই যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ করিলেন, হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন, "সর্ব্বত্র জয়ী হও।" জননী সন্তানকে যুদ্ধে পাঠাইবার সময় যেরূপ রোদন করিতে করিতে আশীর্ব্বাদ করেন সেইরূপ সস্নেহ কাতরস্বরে বলিলেন, "সর্ব্বত্র বিজয় লাভ কর।"

সকলে বিদায় হইল। নৃপেন্দ্র মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। সে রাত্রি তাঁহার পক্ষে বিষময় বোধ হইতে লাগিল, জাগরণে রাত্রি অবসান হইল। পর দিবস প্রাতে বাহিরে আসিলেন; শূন্য গৃহে নিতান্ত বিমর্ষ ভাবে বসিয়া আছেন এমন সময় রাধারমণ বাবু উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

রঘু দোকানে রহিল, তাহার প্রহরায় এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। শ্বশুরালয় গমন কালে নৃপেন্দ্রের রঘুর কথা স্মরণ ছিলনা।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"শশিনমুপগতেয়ং কৌমুদী মেঘমুক্তম্।"

এখন আর সে প্রসন্ন নাই; সে সুমুখীও নাই। মধ্যে দিন কত উভয়ে এমন বিষ দৃষ্টি হইয়াছিল, যে প্রসন্ন সুমুখীকে দেখিলে মনে করিতেন অদ্য কি অশুভ দিন যে এ হতভাগিনীর মুখ দেখিতে হইল; আর সুমুখীও পিতৃষ্বসাকে দেখিলে যেন কণ্টকারণ্যে আসিয়াছেন বোধ করিতেন, সরিয়া গিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িতেন। এক দিনে সে সব মিটিয়া গিয়াছে। প্রসন্ন সানন্দে সুমুখীকে সাজাইতেছেন, সুমুখী সলজ্জ ভাবে বাধ্য হইয়া পিতৃষ্বসার অনুমতি পালন করিতেছেন। প্রসন্ন যাহা করিতেছেন সুমুখীর শুভাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া, সুমুখী যাহা করিতেছেন, প্রসন্নের চক্ষে সুন্দর দেখাইতেছে। যে মতিলালকে দেখিলে প্রসন্ন জ্বলিয়া যাইতেন; অন্তরের অন্তরে যাহাকে গালি দিতেন, আজি সেই মতিলাল নৃপেন্দ্র! প্রকৃত জামাই, নৃপেন্দ্রের একগাছি কেশ ছিঁড়িলে প্রসন্ন ব্যথিত হইতেছেন। সুমুখীকে উদ্যানের দিগে যাইতে দেখিলে প্রসন্ন তাঁহার মৃত্যু কামনা করিতেন; আজ প্রসন্ন সানন্দে দেখিলেন সুমুখী উদ্যানে প্রবেশ করিলেন।

সুমুখীর ইচ্ছা ছিল ফুল তুলিয়া কিছু একটা সাজাইবেন, তাহা হইল না, আগেই নৃপেন্দ্র আসিয়াছেন। অগ্রসর হইতে লজ্জিতা হইতে লাগিলেন। এত দিন লজ্জা ছিল বটে, এত ছিল না, এখন নূতন লজ্জা কিসের? এত দিন মতিলাল বলিতেন, এখন কি বলিবেন? লজ্জিতা হইয়া এদিক্ ওদিক

চাহিয়া দেখিলেন, এক পার্শ্বে বসিয়া দাসী একটি ভ্রাতাকে লইয়া মালা গাঁথিতেছিল; তাহাকে বলিলেন, "আমি গাঁথিব।"

দাসী বলিল, "ভাল হইল, আমিও ভাব্ছিলাম, আমার কায আছে, কি করি খোকা মালা চায়।"

দাসী প্রস্থান করিল, সুমুখী ভ্রাতার নিকট বসিয়া গাঁথিতে লাগিলেন।

ধূষর বর্ণ আকাশে গুটিকত তারা; মাথার উপর ভাঙ্গা একখণ্ড চাঁদ; চারি দিগে পুষ্পগন্ধবাহী সমীরণ; সম্মুখে ছোট বড়, কুসুম পূর্ণ, কুসুম শূন্য, বৃক্ষ, লতা ও অধিকাংশ গুল্ম; মাটীতে কোথাও চন্দ্রকর, কোথাও [illegible]দির [illegible]য়া; পরিপাটী উদ্যানে বসিলে অপরাহ্নে এ গুলি সুখকর। [illegible]ই প্র[illegible] [illegible]খকর, তাহাতে আবার সকল গুলির একত্র সমবায়। [illegible] নৃ[illegible]ন্দ্র ও সুমুখীর অদৃষ্টে সকল গুলিই ঘটিয়াছে। তাহাতেও উভয়ের কাহারই চিত্ত তদ্দ্বারা আকৃষ্ট নহে। ইহাদের চিত্ত কোথায়? ইহার উপরও কিছু আছে, সামান্য কিছু নয়, বিলক্ষণ কিছু। নৃপেন্দ্র দেখিতেছেন, সম্মুখে সুমুখী! সুমুখী ভাবিতেছেন, নিকটে নৃপেন্দ্র!! কতকাল পরে! নৃপেন্দ্র যদি সেই মতিলাল থাকিতেন তাহা হইলেও আজি সুমুখীর আনন্দের সীমা থাকিত না, আবার সেই মতিলাল আজ কে? উভয়ের মনের ভাব আজ কে বলিবে? যাহার এরূপ কখনও হইয়াছে সে জানিতে পারে বটে, কিন্তু বলে কার সাধ্য। বায়ু উভয়েরই শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছে, বায়ু জানিতে পারে, কিন্তু মুখ নাই বলিতে পারে না। জড় প্রকৃতির মুখে ছাই। জড় প্রকৃতির দেখা শুনা বৃথা। এই চন্দ্র এই বায়ু, ঐ নক্ষত্ররাজি, আজি উভয়ের এত আনন্দের সাক্ষি; আর কাল যদি ইহারা পরস্পর পৃথক হইয়া এক জন এই সকল মহাত্মা দিগের নিকট ক্ষণমাত্র জুড়াইবার জন্য আসেন, যদি আজিকার সুখ সংবাদ ইহাঁদের মুখে আর একবার শুনিয়াও কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হইতে আসেন, ইহাঁরা কথাও কহিবেন না এমনিই চাহিয়া

থাকিবেন। চিরকালই সাক্ষী। যে সাক্ষীর জবানবন্দী নাই, এমন সাক্ষীর মুখে ছাই।

সুমুখী মালা গাঁথিতে বসিলেন, দাসীর গাঁথা ছড়াটি বাঁধিয়া রাখিলেন, ভ্রান্তা উপস্থিত ছিল বলিল, "আমি নিই"

অন্য মনে সুমুখী বলিলেন, "লও।"

তিনি একছড়া মনোমত মালা গাঁথিতে লাগিলেন। নৃপেন্দ্র ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন; সুমুখীর একছড়া গাঁথা শেষ হইল, ফুল ফুরাইয়া গিয়াছে, দাসী বিস্তর ফুল তুলে নাই, মালা বড় হইল না ছোট হইল।

নৃপেন্দ্র এতক্ষণ পরে কথা কহিলেন, "কাহার জন্য মালা গাঁথিতেছ?"

মুখ টিপিয়া সুমুখী হাসিলেন, বলিলেন, "বরের জন্য।"

হাসিয়া নৃপেন্দ্র উত্তর করিলেন, "তোমার এখনও বিবাহ হয় নাই?"

"হইয়াছে বই কি আমার স্বামী এত দিন নিরুদ্দেশ ছিলেন, ফিরিয়া আসিয়াছেন, মতিলালকে বিবাহ করিব না মতিলাল প্রতারক।"

"তোমার স্বামীওত প্রতারক; তবে তুমি তাঁহাকেও গ্রহণ করিও না অন্য পাত্রের অনুসন্ধান কর।"

"তাই ভাল, আর অনুসন্ধানে কাজ কি, তোমাকেই কেন বিবাহ করি না।"

এই বলিয়া মালা ছড়াটি নৃপেন্দ্রকে পরাইয়া দিতে গেলেন, মালা গলিল না মাথায় রহিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"Grief hath stopp'd her breath."

পর দিনই নৃপেন্দ্রের স্মরণ হইল যে রঘু আবদ্ধ আছে। আনন্দে মত্ত হইয়া অপরের কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছেন মনে করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। অন্যে মনে করিতে পারেন রঘুকে কষ্ট দেওয়াই নৃপেন্দ্রের অভিপ্রায়, কিন্তু তাঁহার তাহা নয়। নৃপেন্দ্র দস্যু, নৃপেন্দ্র কঠোর, কিন্তু নিতান্ত নির্দ্দয় ছিলেন না, বিশেষ এখন সে নৃপেন্দ্র নাই, যে দিন প্রাণের প্রাণ সঙ্গী দিগকে বিদায় দিয়াছেন, সেই দিন তাঁহার পূর্ব্বহৃদয়কেও বিদায় দিয়াছেন। এখন কোমল হৃদয়া সুমুখী তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে নিতান্ত কোমল করিয়াছে।

রায় মহাশয় যখন শুনিলেন, রঘুকে নৃপেন্দ্র সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন, তখন আর সে বিষয়ের উল্লেখও করিলেন না।

রঘুর কথা স্মরণ হইবা মাত্র নৃপেন্দ্র দোকানে আসিলেন। নিভৃতে রঘুকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তোমায় কি শাস্তি দিব?"

রঘু কাঁপিতে লাগিল। নৃপেন্দ্র বলিলেন, "তোমার অপরাধের দণ্ড কি?" রঘু উত্তর করিতে না পারিয়া নৃপেন্দ্রের পদতলে পড়িল। রঘুর ভাব ভঙ্গী দেখিয়া তিনি আর কোনও প্রশ্ন করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "আজি যেন তুমি নিষ্কৃতি পাইলে, কিন্তু স্মরণ থাকে যেন, এরূপ অপরাধে অনেক স্থলে নিষ্কৃতি পাইবে না।" এই বার রঘু উঠিয়া বসিল, নৃপেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া কর যোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আপনি রক্ষা কর্ত্তা; আজ আপনি আমার দুঃখী পিতা মাতাকে বাঁচাইলে আর আমি—"রঘুর কণ্ঠ রোধ হইল।

নৃপেন্দ্র রঘুর পাথেয়ের অনুমতি করিয়া দিয়া শ্বশুরালয়ে প্রস্থান করিলেন। রঘু চমৎকৃত হইয়া রহিল।

যথা সম্ভব সত্বর গতিতে রঘু শ্বশুরালয়ের দিগে আসিতে লাগিল। অমলার জন্য রঘুর দারুণ উৎকণ্ঠা। যদি অমলা এ সংবাদ পায় তবে বিষম ব্যাপার হইবে অগ্রে অমলার সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া তাহার উদ্বেগ দূর করিতে হইবে পরে সকল অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে সিদ্ধান্ত করিয়া যথাকালে অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইল।

সন্ধ্যা হইয়াছে। অমলার মাতামহীর গৃহে একটি ক্ষুদ্র দীপ জ্বলিতেছে। গৃহে মনুষ্য নাই। অমলার মাতামহী বর্দ্ধমান হইতে রঘুর বিপদের সংবাদ পাইয়া ব্যস্ত হইয়া জানিতে গিয়াছিলেন, এবং তাহা যথার্থ জানিয়া অমলার নিকটে লুকাইবার জন্য আর গৃহ প্রবেশ না করিয়া প্রতিবাসিনীর গৃহে কাঁদিতে ছিলেন। অপরা প্রতিবাসিনী যাহারা এ সংবাদ পাইয়াছিল তাহারা অমলাকে না শুনাইয়া থাকিতে পারে নাই। অমলার মাতামহী যে দুঃখে বাটী আসিতে পারিতেছেন না তাহাও বলিয়াছিল। অমলা শুনিলেন সংবাদ সত্য। রাধারমণ বাবু স্বয়ং মাতুলকে বিলক্ষণ অনুযোগ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, গোকুলকে পাইলে শাস্তি দিব, এবং রঘু কারা বদ্ধ হইবে তাহাও লিখিয়াছেন। সেই সমস্ত সংবাদ পাইয়া অমলা বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন গৃহ জন শূন্য। রঘু এদিক্ ওদিক্ "সেই মুখ খানির" জন্য খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। গৃহে দীপ জ্বলিতেছে, গৃহ পরিষ্কার, অমলার হস্ত মার্জ্জিত তৈজসাদি স্পষ্ট বোধ হইতেছে, অমলা সন্ধ্যা দিয়া নিকটেই কোথাও গিয়া থাকিবে। রঘু বসিল; অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিল একটু বসিল; অধ্বখেদে, উদ্বেগে রঘু একেবারে বিবশ হইয়া পড়িয়াছিল, বসিয়া একটু বিরাম লাভ করিল।

হঠাৎ একটা গোলমাল উঠিল। রঘু চমকিয়া বাহিরে আসিল; দেখিল অমলার মাতামহী চিৎকার করিতেছে আরও কয়েকজন প্রতিবেশিনী সঙ্গে গোল করিতেছে; রঘু দৌড়িয়া সেদিগে গেল। তখন অন্ধকার হইয়াছে কেবল মনুষ্য দেখা যায় ভাল চিনিতে পারা যায় না। রঘু গোলমালের

মধ্যে মি শল; কেহ তাহার দিগে লক্ষ্য করিল না, সকলে একটি মৃতা স্ত্রীলোক লইয়া ব্যস্ত। দুই তিন জন দীপ আনিয়াছে, সকলেরই দীপ সেই স্ত্রীলোকের মুখের নিকট। রঘু দেখিয়াই চিনিল; অমলা!! বেগে নির্গমোন্মুখ রুধির প্রবাহ দ্বিগুণ প্রতিঘাতে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে পড়িল; চারিদিগে চাহিয়া দেখিল অন্ধকার।

"বেঁচে আছে, বেঁচে আছে" বলিয়া একটা গোল উঠিল; তাড়িত সঞ্চালিত হইয়া যেন রঘুর চৈতন্য হইল। রঘু দেখিল বামহস্ত স্পন্দিত হইতেছে। অমলার বস্ত্র আর্দ্র, কেশ আর্দ্র। একজন বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ অমলাকে বাঁচাইবার জন্য নানারূপ প্রক্রিয়া আচরণ করিতেছেন; রঘু দেখিয়া আরও বিস্মিত হইল, তিনি বৃদ্ধ উমাচরণের পুত্র!

নবাগত প্রতিবেশিনীদিগের কৌতূহল নিবারক কথা—প্রসঙ্গে রঘু শুনিল যে, অমলা সন্ধ্যার পরই ঘাটে গিয়া কলসে বস্ত্রাঞ্চল বাঁধিয়া জলে ঝাঁপ দেন। উমাচরণের পুত্র অশ্বারোহণে এ পথে আসিয়া [illegible] স্ত্রীলোককে কলসে বস্ত্রাঞ্চল বাঁধিয়া ডুবিতে দেখায় সকলকে [illegible] দেন। স্বয়ং সন্তরণ পটু না থাকায় অপরের দ্বারা উঠাইতে বিলম্ব [illegible] জীবনের হানির সম্ভাবনা হইয়াছে। অনেকক্ষণ পরে অমলা ধীরে চক্ষু মেলিলেন দেখিয়া সকলেরই আশা হইল। রঘু আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া, অমলার মুখের উপর পড়িল। সকলে চমৎকৃত; রঘু এখানে কি প্রকারে!!

রঘু অমলার শূন্য দৃষ্টির লক্ষ্য হইয়া বসিল। অমলার মাতামহী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "রঘু তোমার জন্যে সোণার প্রতিমা জলে ঝাঁপ দিয়েচে।"

অশ্রুজলে রঘুর বুক ভাসিল, ডাকিল "অমলা, তুমি উঠ আমি ওইখানে শয়ন করি।" স্বর বোধ হয় অমলার কর্ণে গেল অমলার দৃষ্টি ফিরিল; আবার ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত হইল। হস্ত পদ ক্রমে শ্লথ হইল। দুই একজন বলিল

"আর নাই।" উমাচরণের পুত্র উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, দুর্ব্বলাবস্থায় হঠাৎ এ আনন্দ সহ্য হইল না। সকলে মুহূর্ত্ত মাত্র নিস্তব্ধ। তখনই অমলার মাতামহী "অমলারে—" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; সেই স্বরে সকলেরই শরীরে রোমাঞ্চ হইল। রঘু ধীরে ধীরে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গেল, পরক্ষণে কেহই তাহাকে পাইল না।

দর্শকবৃন্দের মধ্যে যাহারা স্বজাতি ছিল তাহারা প্রায় কেহই নাই। অতি অল্পলোক ভিন্ন, দরিদ্রের দুঃসময়ে কে সাহায্য করে? দরিদ্রের দুঃখে কয় জন কাতর? উমাচরণের পুত্র না থাকিলে অমলার অভাগিনী মাতামহীকে সেই বিপদের সময় আবার অমলার সোণার দেহ ছাই করিবার ব্যস্ত হইতে হইত। সংসারের এই রীতি।